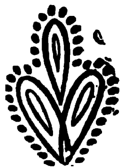
ভারত ছাড়

(ভারত ছাড় আন্দোলনের ও আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস)

প্রথম খণ্ড

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ সিংহ
সম্পাদিত

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা



প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিসার্শ।

মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও।

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

আড়াই টাকা

আগষ্ট বিপ্লবের

দেশপ্রেমিক বীর শহীদদিগের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

[যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের বিপ্লবের পরিপূর্ণ ইতিহাস, বালিয়ার পৃথক বিবরণ, বিপ্লব সম্পর্কে কংগ্রেসের দায়িত্ব, মহাত্মা ও বড়লাটের মধ্যে পত্র বিনিময়, মহাত্মার অনশন, দেশব্যাপী বিক্ষোভ, অনশনে বিলাতে ও ভারতে তুমুল আন্দোলন, টটেনহ্যামের সারকুলার, White ও Blue Paper, অনশনের ফল, কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির গুপ্ত আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ, বেতারে বিপ্লব, জয়প্রকাশ নারায়ণের, অরুণা আশফ আলির কার্য্যাবলী, অরুণার পত্র ইত্যাদি বহু তথ্যপূর্ণ বিষয় থাকিবে]

ভারত ছাড় আন্দোলন

সূচীপত্র

আগষ্ট বিপ্লব



'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের প্রথম উদ্যোক্তা

—মহাত্মা গান্ধী

"ভারত ছাড়" আন্দোলন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন যুধ্যমান জাতিগণের মধ্যে সম্পাদিত ভার্সাই সন্ধি দ্বারা পরাজিত জার্ম্মাণ শক্তির উপর প্রতিশোধমূলক ঘোর অবিচার করা হয়। ভার্সাই রঙ্গমঞ্চে এই বিশ্বখণ্ডনের অভিনয়ে ব্রিটিশই ছিল প্রধান নায়ক। এই সন্ধি দ্বারা জার্মাণির আফ্রিকাস্থিত রাজ্যগুলি হস্তচ্যুত হয়; ইউরোপে জার্মাণ সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া জার্মাণ জাতির একতা ও সংহতি নষ্ট করা হয়; নানা বিধিনিষেধে জার্মাণির অর্থনৈতিক ও সামরিক জীবন পঙ্গু করা হয়, যাহাতে জার্মাণশক্তি কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন না করে। জার্মাণির উপর এই অবিচারের ভিতরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। এই অন্যায় সর্ত জার্মাণ জাতি নীরবে সহ্য করে নাই। ব্রিটিশের অজ্ঞাতসারে জার্মাণিতে হিটলারের নেতৃত্বে রণদুর্ধর্ষ এক নূতন সামরিক জাতি ও সৈন্য-বাহিনীর অভ্যুদয় হইতেছিল। হিটলার গোপনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব বিরাট আয়োজন করিতেছিলেন। একে একে সমস্ত জার্মাণজাতি হিটলারের নাজিবাদে দীক্ষিত হয়। যখন ব্রিটিশ জার্মাণির এই অভিসন্ধির আভাষ পাইল তখন ব্রিটিশ যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; সেইজন্য বাহ্যতঃ আরম্ভ হইল জার্মাণিকে তোষণ নীতি কিন্তু গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত মিউনিক চুক্তি নব জার্মাণির সাম্রাজ্য লিপ্সা নিবৃত্ত করিতে পারিল না। বিনা রক্তপাতে চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়া গ্রাস করিয়াও জার্মাণি শান্ত হইল না। ব্রিটিশের যুদ্ধ এড়াইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বাজিয়া উঠে। একে একে ইউরোপের সমস্ত দেশ এই মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন দেশ, সেজন্য যুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষেও ছড়াইয়া পড়িল। ব্রিটিশের যুদ্ধ ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত সরকার ভারত রক্ষা আইন প্রবর্তন করেন। এই একটি আইনের গ্রাসে পড়িয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমন কি দৈনন্দিন জীবন পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ না থাকিলেও ভারতীয় কোন নেতার সহিত পরামর্শ না করিয়া বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন মত না লইয়া ভারত সরকার অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে জোর করিয়া যুদ্ধে নামান হয়। ভারতের সর্ব্ববৃহৎ প্রভাবশালী সর্বসাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করে। তখন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকাশ্য ঘোষণা করে নাই। ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঘোষণা করিবার ও অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসাবে গণ্য করিয়া জাতীয় সরকার গঠন করিবার দাবি জানায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আগষ্ট মাসে প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধাবসানের পর যত শীঘ্র সম্ভব গ্রেট ব্রিটেন ও ইহার উপনিবেশগুলির সহিত সমক্ষমতাযুক্ত উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতকে দেওয়া যাইবে। কংগ্রেস এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় প্রলুব্ধ না হইয়া যুদ্ধে অসহযোগের প্রথম স্তর হিসাবে প্রাদেশিক আইন সভার কংগ্রেসী মন্ত্রীগণকে পদত্যাগ করিতে বলে। মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিয়া তৎ তৎ প্রদেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা খুব ব্যাহত হইতে থাকে। এই সময় ইউরোপীয় যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করে। এই সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর পরামর্শে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্ব্বাচিত সত্যাগ্রহী লইয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালান হয়। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট চিরাচরিত দমননীতি প্রবর্তন করে এবং জহরলালকে ও কয়েক সহস্র সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান অকস্মাৎ পার্লহারবার আক্রমণ করিয়া মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবহুল বৎসর। সেই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানী আক্রমণে সিঙ্গাপুরস্থ দুর্ভেদ্য ব্রিটিশ নৌঘাঁটির পতন হয়। ব্রহ্মদেশে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষেও যুদ্ধের কৃষ্ণছায়া ঘনীভূত হইয়া আসে। এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের একটির পর একটি দেশ মিত্রপক্ষের হস্তচ্যুত হওয়াতে ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ভারতে অপরিমেয় লোকবল, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু ভারতের ৪০ কোটি লোকের স্বেচ্ছাকৃত ও আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত কেবল ভাড়াটীয়া সৈন্য দিয়া এই সামগ্রিক যুদ্ধজয়ের কোন আশা নাই—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পরম সত্য উপলব্ধি করেন। এই সময়ে ইউরোপের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া পড়ে। চীনও মিত্রপক্ষের নিকট আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছিল না। অধিক সাহায্য পাইবার আশায় মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তদীয় পত্নী ভারতে আগমন করেন।

অক্ষশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া ব্রিটিশ সরকার নানা প্রলোভন দেখাইয়া ও প্রতিশ্রুতি দিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন। ১১ই মার্চ্চ পার্লামেণ্টে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তৎপর ক্রীপ্‌স ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য মন্ত্রীসভার কতকগুলি সিদ্ধান্ত লইয়া ভারতে আসেন। এই সিদ্ধান্তগুলিই ক্রীপস্ প্রস্তাব নামে অভিহিত। কংগ্রেস পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন জাতীয় সরকার গঠনের দাবি, প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি ও ভারতরক্ষার দায়িত্ব লইবার দাবি জানায়। ক্রীপস এই দাবিগুলি মিটাইতে চাহেন না। সেইজন্য সকল দল কর্ত্তৃক ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ক্রীপস ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া একবারে ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হয়। ইতঃপূর্ব্বে জাপানীরা কয়েকবার কলিকাতা অঞ্চলে বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপও করে। ব্রহ্মদেশের অসামরিক আশ্রয়প্রার্থীদের

অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতরক্ষার অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, ব্রিটিশ শক্তির ভারতে অবস্থানের জন্য ভারত আক্রমণের আসন্ন সঙ্কট, ব্রিটিশের কূটনীতির জন্য ভারতে অগণিত লোকবল, প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্বেও ভারতের অসহায় অবস্থা এবং ভারতে অগণিত বিদেশী সৈন্য আমদানি—এই সকল ঘটনা গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে চিন্তান্বিত করিয়া তোলে। গান্ধীজী অনেক দিন যাবৎ গভীর চিন্তা করিয়া "ভারত ছাড়" (Quit India) নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এক সপ্তাহ আলোচনার পর ১৪ই জুলাই "ভারত ছাড়" প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ ও ভারতের উভয়ের স্বার্থের খাতিরে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাওয়া হয়েছিল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ৮ই আগষ্ট রাত্র ১০টার সময় এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ইহাও স্থির হয় যে ব্রিটিশ শক্তি যদি স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়িয়া না যায় এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত সময়ে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ৯ই আগষ্ট ভোর পাঁচটায় ভারত সরকার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট পরে দেশব্যাপী কঠোর দমননীতি অবলম্বন করে। অহেতুক ভয়ে ভীত হইয়া, বিনা প্রয়োজনে, বিনাকারণে, বিনাদোষে, ব্যাপক ভাবে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্ম্মীকে কারারুদ্ধ করিয়া ও অত্যাচার করিয়া সরকার 'সিংহ বিক্রম' দেখায়। 'এই হিংস্রতা এমন ভয়াবহ ছিল যে মুশার দাঁতের বদলে দাঁত কাড়িয়া লইবার নীতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল'। গভর্ণমেণ্টের অপ্রয়োজনীয় কঠোর নীতি ও অমানুষিক অত্যাচার জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া উন্মাদ করিয়া তোলে। জনসাধারণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহারা অহিংসার সীমা অতিক্রম করিয়া হিংসপথ অবলম্বন করে। ছয় মাস নেতৃহীন অবস্থায় দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন, ট্রেণ-ষ্টেশন, সরকারী অফিস ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে, স্থানে স্থানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই আন্দোলনই আগষ্ট বিপ্লব নামে বিখ্যাত। সরকারের অদূরদর্শিতা, ব্যাপক ধর-পাকড়, কঠোর দমননীতি এই বিপ্লবের জন্য দায়ী। অবশ্য সরকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বিপ্লবের সময় নেতৃবৃন্দ সকলেই কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন।

এই বিপ্লব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহু বর্ষব্যাপী পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ও শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান। ইহা ইতিহাসে প্রকৃত জনযুদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হইবে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এই বিপ্লবে নেতার কোন নির্দ্দেশ ছিল না, কোন পূর্ব্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল না, এক স্থানের বিপ্লবের সহিত অন্যস্থানের বিপ্লবের কোন যোগাযোগ ছিল না, কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ভারতের ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লবের মত স্বতোপ্রণোদিত জনজাগরণ পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতবাসী মহাত্মাজীর "করেঙ্গে য়্য মরেঙ্গে" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দেয়। ক্রীপস প্রস্তাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্খা পূরণে ব্রিটিশের অসম্মতিতে জনগণের মনে ব্রিটিশের প্রতি যে তিক্ততা ও সদিচ্ছায় সন্দেহ এবং ভারতরক্ষার অসহায় অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাই "ভারত ছাড়" প্রস্তাবে মূর্ত্ত হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, গভর্ণমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচার ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইল এবং বিপ্লব দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

"ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণের কারণ ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা। "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে ক্রীপস প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে কি দিতে চেয়েছিলেন এবং কংগ্রেস কি দাবী করিয়াছিলেন তাহা জানা দরকার।

ক্রীপস প্রস্তাবের প্রহসন।

চতুর ইংরাজ—ইংরাজের মুরুব্বিসুলভ কূটনৈতিক চাতুর্য্যই সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসনে ও রক্ষণে এক মহান অস্ত্র। কূটনীতির সাহায্যে ব্রিটিশ ছলে-কৌশলে

এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য ও বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। ক্লাইভ প্রতারণা ও জালিয়াতি করিয়া, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে এইরূপ কূটনীতির বহু প্রমাণ আছে। যখন ভারতে কোন ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় বা বিশেষ কোন কারণে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় তখনই এই সকল জনজাগরণ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতে লোকের মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য রাজকীয় কমিশন বা বেসরকারী ডেপুটেশন ভারতে পাঠান হয়। ইহারা তদন্ত করিয়া, নেতৃবৃন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া, বিরাট রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া কালক্ষেপ করেন। অবশেষে ইহারা কোন অজুহাত সৃষ্টি করিয়া বা সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ধুয়া তুলিয়া, আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য দেখাইয়া আসল প্রশ্ন এড়াইয়া যান কিংবা "Divide and Rule" এই চিরাচরিত নীতি আশ্রয় করিয়া ভারতে নূতন বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করেন। এই সব গোলক ধাঁধাঁর আবর্ত্তে পড়িয়া গণ-আন্দোলন প্রশমিত হইয়া পড়ে, রিপোর্টও ধামা চাপা পড়ে এবং ব্রিটিশ কূটনীতির জয় হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস এইরূপ বহু ভঙ্গ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হইয়া অগণিত লোক, প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে জয়লাভে সাহায্য করে কিন্তু যুদ্ধাবসানে ভারত তাহার প্রতিদানে স্বায়ত্ব-শাসনের পরিবর্তে পাইল রাউলাট আইন, পাঞ্জাবে সামরিক আইন এবং জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশের এই পুরাতন কূট-নীতির পুনরাভিনয় হয়। এই সময়ে মিত্রশক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণভাবে পরাজিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় সামরিক বিপর্য্যয়ে সমুদ্রবক্ষে ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত তরণীর ন্যায় বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের ৪০ কোটি লোকের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য ও সহ-যোগিতালাভের আশায় ভূয়া প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে।

১২ই মার্চ্চের বিবৃতি—পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দেওয়া তাহা সংক্ষেপে

এইরূপ :—“(১) জাপানের অগ্রগতির ফলে ভারতরক্ষার জন্য ব্রিটেন ভারতের সকল দল ও শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিতে চাহে। (২) ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত আদর্শ ও নীতি অনুসারে ভারত **যুদ্ধাবসানের পর যত শীঘ্র সম্ভব** গ্রেট ব্রিটেনের সহিত পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা-সম্পন্ন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে। (৩). ভারতবাসী নিজেরাই প্রধান দল দ্বারা গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। (৪) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণের ও দেশীয় রাজ্য-সমূহের সহিত সন্ধিপালনের যে বাধ্য-বাধকতা ব্রিটিশ সরকারের আছে এই শাসনতন্ত্র তাহা পূরণসাপেক্ষ হইবে। (৫) ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশের আন্তরিকতায় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সমর মন্ত্রীসভা (War Cabinet) ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালী-সম্বন্ধে কতকগুলি **সিদ্ধান্তে** একমত হইয়াছেন। (৬) ভারতবাসী এই সিদ্ধান্তগুলি **সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে** সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থহানিকর বা ভারতের একতার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে না। (৭) এই সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান সঙ্কটজনক মুহূর্তে সাধারণে প্রকাশ করা বিপজ্জনক যতক্ষণ না ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিত হইতে পারেন যে ভারতবাসীরা সিদ্ধান্তগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবেন এবং ভারতরক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করিবেন সেইজন্য মন্ত্রিসভা লর্ড প্রিভিসীল ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস মারফৎ সিদ্ধান্তগুলি ভারতে পাঠানর স্থির করিয়াছেন। তিনি নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন। সিদ্ধান্তগুলি ন্যায়সঙ্গত ও ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বলিয়া মন্ত্রীসভা মনে করেন। ক্রীপস সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্মতি লাভ করিবেন। (৮) তিনি বড়লাট ও জঙ্গীলাটের সহিত সামরিক পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করিবেন।

ক্রীপসের আগমন—ক্রীপস ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চের মাঝামাঝি ভারতে আগমন করেন। ক্রীপস বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং উদার মতাবলম্বী রাজনীতিক। তিনি মস্কোতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দূত থাকাকালীন আদর্শগত, নীতিগত, ও কর্ম্মপদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা স্বত্বেও ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব

স্থাপন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে তিনি রাশিয়াকে জার্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্ররোচিত করেন। ক্রীপস্ ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বরে একবার ভারতে আসেন এবং ১৯ দিন অবস্থান করিয়া ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন। সেই সময় তিনি বলেন, "ভারতবাসিগণ অদূর ভবিষ্যতে জগতের বড় বড় স্বাধীন জাতির সহিত তুল্য আসনে অধিষ্ঠিত হইবে।"

২৩শে মার্চ্চের ঘোষণা—এই সিদ্ধান্তগুলি খসড়া ঘোষণায় পার্লামেণ্টে প্রকাশ করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলিই **ক্রীপস প্রস্তাব** বলিয়া খ্যাত। ঘোষণাটি এইরূপ—

"ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ও অবিশ্বাস দূরীকরণার্থ ভারতের স্বায়ত্ত শাসন দিবার উপায়গুলি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি:—

রাষ্ট্র সংঘ—আমাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা যে রাষ্ট্র সংঘ সম্রাটের সাধারণ আনুগত্য দ্বারা ব্রিটেন ও ডোমিনিয়ানের সহিত সর্ব বিষয়ে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন ডোমিনিয়ানে পরিণত হইবে। উহা আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে কোন বিষয়ে কাহারও অধীন হইবে না।

স্বায়ত্ব শাসনের পদ্ধতি—(ক) **শাসনতন্ত্র রচনা**—যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই (ঘ) দফায় নির্দ্দেশিত উপায়ে নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী একটি নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠান (Constitution making body) গঠন করিতে হইবে।

(খ) এই প্রতিষ্ঠানে (ঘ) দফায় নির্দ্দেশিত উপায়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিবে।

(গ) ব্রিটিশ সরকার এইরূপভাবে রচিত শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত সর্তে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে ও কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে সম্মত আছেন।

(১) **প্রাদেশিক স্বাধীনতা**—ব্রিটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলেও তাহাকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে দেওয়া হইবে। ঐ প্রদেশ যদি পরবর্ত্তীকালে উহাতে যোগদানে রাজি হয় তবে তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে।

রাষ্টসংঘে যোগদানে অনিচ্ছুক প্রদেশের "ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের" অনুরূপ পূর্ণ মর্য্যাদা সম্পন্ন অন্য একটি সার্ব্বভৌম শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন। উহাও (ঘ) দফা অনুসারে রচিত হইবে।

(২) সন্ধিচুক্তি—ব্রিটিশ সরকার ও শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি সন্ধি হইবে। এই সন্ধিতে ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে উদ্ভূত সমস্ত সমস্যার সমাধান থাকিবে। ব্রিটিশ সরকার জাতি ও ধর্ম বিষয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তদনুযায়ী বিধান থাকিবে কিন্তু এই সন্ধি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষমতার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করিবে না।

নূতন অবস্থার প্রয়োজনানুসারে দেশীয় রাজ্যগুলির সন্ধিসর্ত পরিবর্তনের আলোচনা চালান হইবে।

(ঘ) শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী—প্রধান প্রধান ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে নিজেদের মধ্যে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থায় সম্মত না হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্ন উপায়ে গঠিত হইবে। যুদ্ধ সমাপ্তির অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদ সমূহের যাবতীয় সদস্য একটি নির্ব্বাচনমণ্ডলীরূপে সংখ্যানুপাতে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। নির্ব্বাচক মণ্ডলীর আনুমানিক এক দশমাংশ সদস্য লইয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার যে অনুপাতে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি থাকিবেন সেই অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দেশীয় রাজ্যসমূহকেও আহ্বান করা হইবে। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যগণের যে অধিকার থাকিবে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সেই অধিকার থাকিবে।

(ঙ) ভারত রক্ষা বিধান—যতদিন পর্যন্ত ভারতের এই সঙ্কট দূরীভূত

না হয় এবং নূতন শাসনতন্ত্র রচিত না হয় ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ প্রচেষ্টার কার্য স্বরূপ ভারত রক্ষার দায়িত্ব নিশ্চিতই বহন করিবে এবং সৈন্যদিগের উপর কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিবে। ভারতবর্ষের সামরিক, নৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে সংগঠন করার দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে থাকিবে কিন্তু ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় ভারত সরকার এই দায়িত্ব পালন করিবে। ভারতবর্ষের প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে ভারতের, ব্রিটিশের ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের পরামর্শ সভায় ত্বরিত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ব্রিটিশ সরকার সাগ্রহ সহকারে আহ্বান করেন। এই উপায়ে তাঁহারা ভারতের ভবিষ্যত স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য সম্পাদনে সক্রিয় ও গঠনমূলক সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।"

ক্রীপসের ভাষ্য—প্রস্তাবগুলির ব্যাখ্যা করিয়া ক্রীপসই সর্ব্বপ্রথমে নিম্ন লিখিত বিবৃতি দেন :—"(১) প্রস্তাবগুলি সম্রাটের চূড়ান্ত ঘোষণা নহে বা পার্লামেণ্টে গৃহীত কোন প্রস্তাব নহে। প্রস্তাবগুলি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও বর্ত্তমান আত্মরক্ষানীতি সম্পর্কে সমর মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত।

(২) রাষ্ট্রসংঘ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর থাকিতে পারে কিংবা ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে (right to secede)

(৩) আমি বড়লাটের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র পরিবর্তন সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু বলিতে পারিব না। বড়লাট স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য দায়ী।

বড়লাটের 'Veto' ক্ষমতার অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিষদে আইন প্রণয়নে বাধা দিবার বা স্বেচ্ছায় আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কোন অপহ্নব হইতে দেওয়া হইবে না। তিনি শাসন পরিষদকে ভারতীয়করণ করিতে পারেন। যুদ্ধাবসান পর্য্যন্ত এই শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা যাবে না। সমস্ত দল সম্মিলিত ভাবে দাবি করিলেও ভারতরক্ষার ভার ভারতীয়দের হাতে দেওয়া যাইবে না। ইহাতে সমস্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এবং

ইহার ফলও মারাত্মক হইবে। **ভারতরক্ষার ভার ইউরোপীয় জঙ্গীলাটের উপর ন্যস্ত থাকিবে।**

(৪) প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকিবে এবং **ইহাদের রাষ্ট্রসংঘে যোগদান ইচ্ছাধীন।**

(৫) প্রস্তাবগুলি পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য; ইহাতে কেহ কিছু যোগ দিতে পারিবেন না বা কেহ উহার অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

ক্রীপস প্রস্তাবের গলদ—(১) ভারতকে ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা— প্রস্তাবে ভারতে নিরপেক্ষভাবে একাধিক সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা ব্রিটিশের চিরাচরিত 'Divide and Rule' কূটনীতির আর একটি চাল। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা (separate electorate) আমাদের জাতীয় জীবনে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বিষময় ফল এখনও ভোগ করিতেছি। Scheduled Caste সৃষ্টি করিয়া হিন্দু সমাজে বিভেদ আনা হইয়াছে। ক্রীপস প্রস্তাবে নূতন করিয়া রাষ্ট্র ভেদের ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করিয়া প্রথম রাষ্ট্র ভেদ করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনে তাহা রদ হয়। ভারতকে অস্বাভাবিক ভাবে কয়েকটি সম্পর্কশূন্য ও বিভিন্ন আইন দ্বারা শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করিলে জাতি হিসাবে ভারতের সংহতি নষ্ট হইত। প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর বাণিজ্য শুল্ক বসাইয়া অর্থ নৈতিক উন্নতির অন্তরায় হইত। পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশের সাম্রাজ্য স্বার্থ বজায় রাখার সুবিধা হইত। স্বাধীনতা পাইলেও খণ্ডিত ভারত কখনও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। বর্ত্তমান ভারত ইংরাজ রাজত্বের অত্যাচারের ও আঘাতের মধ্য দিয়া জাতি হিসাবে অখণ্ড আছে। ক্রীপস প্রস্তাবে ভারতের এই জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাতের উদ্যোগ হইয়াছিল। রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব ক্রম-বর্ধমান শক্তি, সম্পদ, সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্য যে কত অত্যাবশ্যক তাহা সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। যখন

পৃথিবীর সমস্ত জাতিই জাতীয় একতা বজায় রাখিতে জীবনপণ করিয়া লড়িতেছে সেই সময় গণতন্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া গর্বিত ইংরাজ ভারতকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার ফন্দি আটিতেছিলেন।

(২) সাম্প্রদায়িক রাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা—প্রদেশের রাষ্ট্রসংঘে যোগ না দেওয়ার স্বাধীনতা থাকাতে প্রস্তাবে ভারতে হিন্দু রাষ্ট্রসংঘ ও মুসলমান রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অবকাশ ছিল। সাম্প্রদায়িক চেতনাপুষ্ট প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য ব্যবস্থা আমাদের সকলকে আত্মঘাতী কলহের দিকে লইয়া যাইত।

(৩) প্রস্তাবে প্রদেশের প্রত্যেক অংশে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। (৪) প্রস্তাবে অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার কোন উল্লেখ নাই। (৫) জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন জাতি দেশ রক্ষা করিতে পারে না। প্রস্তাবে ভারতের উপর অবিশ্বাস, সাম্রাজ্য রক্ষার সতর্কতা ও ব্রিটিশ কূটনীতিই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

(৬) যুদ্ধ শেষে কত কালের মধ্যে এক, দুই কি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বা দীর্ঘতর সময়ে এই প্রতিশ্রুতি পালিত হইবে তাহা বলা হয় নাই। (৭) ব্রিটেনের অধিবাসীদের সহিত ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের যে ঘনিষ্ট যোগ এবং রক্তগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত একতা আছে ভারতবাসিদের সহিত ব্রিটিশদের সেইরূপ কোন যোগ বা একতা নাই। সেইজন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন ভারতবাসীর কাম্য নহে।

আজাদ ও ক্রীপসের মধ্যে পত্র বিনিময়:—এই পত্রগুলি স্পষ্টই প্রমাণ করে যে ক্রীপস প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছা ছিল না। কংগ্রেস চেয়েছিল ভারত রক্ষার প্রকৃত ভার ভারতীয় সদস্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ব্রিটিশ সরকার তা দিতে চান নাই।

ক্রীপসের প্রথম পত্র—ক্রীপস কংগ্রেসের উপরোক্ত দাবির উত্তরে এই পত্রে জানান:—"বর্ত্তমানে প্রচলিত শাসনতন্ত্রে কোন পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব নয়। তবে নিম্নলিখিত সামান্য পরিবর্ত্তনে ব্রিটিশ সরকার সম্মত আছেন:—(ক) জঙ্গীলাট

বড়লাটের যুদ্ধ সচিব হিসাবে ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করিবেন। এই মন্ত্রি সভায় একজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকিবেন। (খ) একজন ভারতীয় সদস্যর অধীনে দেশ রক্ষার একটি নূতন দপ্তর খোলা হইবে। তিনি সৈন্যদিগের আহারাদির ব্যবস্থা, সৈন্যগণের সুখ বিধানের ব্যবস্থা, পেট্রল নিয়ন্ত্রণ, সামরিক বিদ্যালয় ও কলেজের কর্তৃত্ব, সৈন্যদিগের ষ্টেশনারি সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সব বিভাগ শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া জঙ্গীলাটের দপ্তর হইতে পৃথক করা যাইবে সেই সব বিভাগের ভার লইবেন। (ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় জাতীয় বাহিনী গঠন, সমর শিল্প গঠন, বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামের কর্তৃত্ব, সেনা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুরুতর ও প্রকৃত দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কিত কাজগুলি নিজেদের হাতে রাখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় কতকগুলি বাজে কাজ ভারতীয় প্রতিনিধির হাতে দেওয়ার অভিসন্ধি ছিল)

আজাদের উত্তর (১০ই এপ্রিল)—এই পত্রে মৌলানা আজাদ ক্রীপসকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখানের বিষয় জানান :—"আপনার পত্রের অনুরোধ অনুযায়ী সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি না। বর্তমানে প্রধানতম সমস্যা হ'চ্ছে দেশ রক্ষা করা। দেশ রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিলে স্বাধীন ভারতের স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম।...আপনার খসড়া ঘোষণার (ঙ) দফায় বর্ণিত ভারত রক্ষার মূল প্রস্তাব অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ কেবল ইহাই স্পষ্ট যে ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব অনিবার্যভাবে নিজের হাতে রাখিবেন।...বর্তমানে কি ব্যবস্থা হইবে বা শাসনতান্ত্রিক বা অন্য কোন পরিবর্তন হইবে বিনা তাহার কোন আভাষ নাই।... যুদ্ধকালে এক মাত্র জাতীয় সরকারই জনপ্রিয় উপায়ে ব্যাপক ভাবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে এবং প্রতিরোধের অনুকূলে জনমানস সৃষ্টি করিতে পারে। জনসাধারণের সম্মিলিত প্রতিরোধের পশ্চাতে জাতীয় ভাবধারার অনুপ্রেরণা থাকা চাই।

সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে তাহারা **জাতীয় নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। দেশ তাহাদের** এবং **দেশ রক্ষার দায়িত্বও তাহাদের।**...যুদ্ধের মাঝখানে সামরিক ব্যবস্থা ও আয়োজন ওল্‌ট পাল্‌ট করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। **ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষ চিন্তার কথা।** যদি ইচ্ছা থাকিত তবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবি মানিয়া লইতে পারিতেন এবং আনুসঙ্গিক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। প্রকৃত পক্ষে ইতিপূর্ব্বে ভারত রক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এরূপ ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে যে নূতন সদস্যর দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করিবার মত কোন বিষয় বাকী ছিল না।

"আমরা শুধু এই নিশ্চয়তা ও সর্ত চেয়েছিলাম যে নূতন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ **নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপন্ন Cabinet এর মত স্বাধীন ভাবে কাজ করিবেন।** বড়লাটের কোন **Veto** ক্ষমতা থাকিবে না। প্রথম আলোচনায় আপনি এইরূপই আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার পত্রে পৃথক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এখন আপনি বলিতে-ছেন যে নূতন গভর্ণমেণ্ট ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া কোন সর্তের কথা এই অবস্থায় সাধারণ-ভাবে বা অস্পষ্টভাবেও বলা যায় না। **এই প্রশ্নের সমাধান সম্পূর্ণ বড়লাটের ইচ্ছাধীন।** যখন জনসাধারণ দেখিবে যে নূতন লেবেল আঁটা পুরাতন ক্ষমতাই বজায় রহিয়াছে তখন ভারত রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এখন বলা হইতেছে আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রতীক ইণ্ডিয়া অফিস পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান থাকিবে। ভারতের সঙ্কটে স্বভাবতই যে কোন বিদেশী অপেক্ষা এই দেশের অধিবাসীরাই সমধিক বিপন্ন হইবে।

"যখন জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টার পরিপন্থী পুরাতন শাসনতান্ত্রিক পরিবেশ চলিতেছে এবং দায়িত্ব বহনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না তখন আমরা দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি

ভারতের সর্ব্বদলের ও সর্ব্ব শ্রেণীর সম্মিলিত দাবী। এই দাবী মিটাইতে কোন জটিল আইন প্রণয়নের দরকার ছিল না। ফ্রান্সের পতনের পূর্ব্বে চ্যার্চ্চিল ফ্রান্স ও ইংলণ্ড লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহার চেয়ে কোন মৌলিক ও গুরুতর শাসনতান্ত্রিক পরির্বতনের কথা চিন্তা করা যায় না।"

ক্রীপসের পাণ্টা উত্তর—ক্রীপস্ শেষ পত্রে Cabinet গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কারণ দেখান, যথা "(১) Cabinet গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরোধী হইবে। (২) ইহা প্রধান রাজনৈতিক দলদ্বারা মনোনীত হইবে। (৩) ইহা কাহারও নিকট দায়ী হইবে না বা ইহাকে অপসারিত করা যাইবে না। (৪) ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠদের একচ্ছত্র অধিপত্য স্থাপন করিবে। তিনি আরও বলেন যে নূতন সদস্যের হাতে ভারতরক্ষা দপ্তরের আর কোন বিষয়ের ভার দেওয়া যায় না।"

আজাদের শেষ উত্তর—"আপনার পত্র পাঠে বিলক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আলোচনা যতই অগ্রসর হইতেছে ততই বৃটিশের মনোভাবের অবনতি হইতেছে। পূর্ব্ব পত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বৈরাচারের কথা প্রথম উত্থাপন করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের আসল প্রশ্ন এড়াইতে চাহিয়াছেন। **কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা আগ্রহান্বিত নহি। সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা ব্যগ্র।** আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে **যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে বিভেদ প্রশ্রয় দিবার নীতি অবলম্বন না করিতেন তবে** আমরা সকলে মিলিত হইয়া এক সর্ব্বভারতীয় কর্ম্ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতাম। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ এই গুরুতর সঙ্কট জনক মুহূর্ত্তেও **ব্রিটিশ সরকার এই ধ্বংসাত্মক নীতি পরিহার করিতে পারিতেছেন না।"**

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে আমাদের আসন্ন বিপদ ও আক্রমণ হইতে ভারতকে ফলপ্রদ ভাবে রক্ষা করা অপেক্ষা যতদিন সম্ভব ভারতে মতানৈক্য ও ভেদ সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্য কায়েম রাখা ব্রিটিশ বেশী জরুরী মনে করে।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব (১০ই এপ্রিল) :—

"ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার প্রস্তাবগুলি ও ক্রীপস কর্তৃক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে ও আন্তরিকার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবগুলি ঘটনার চাপে পড়িয়া শেষ মুহূর্ত্তে করা হইয়াছে।"

"কংগ্রেস পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে ভারতবাসী নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তদুপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিতে বলা হয়েছিল। প্রধান সর্তস্বরূপ আমরা চেয়েছিলাম **ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা**; কারণ বর্তমানে একমাত্র স্বাধীনতা লাভই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে উদ্দীপনা ও উৎসাহের শিখা প্রজ্জলিত করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উৎসাহ দিতে পারে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত অধিবেশনে স্থির হয় যে **একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত ভারত জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশরক্ষার ভার লইতে পারে।** বর্তমান ঘোষণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও বিধিনিষেধ দ্বারা ভারাক্রান্ত এবং এমন কতকগুলি সর্ত সম্বলিত যাহা ভারতে একটি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্টার পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবাসী সমগ্রভাবে সমবেত কণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতেছে। কংগ্রেস পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছে যে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান সঙ্কটত্রাণের উপযুক্ত হইবে না বা আমরা তাহাতে মত দিতে পারি না।

"হয়ত ঘোষণায় ভবিষ্যত স্বাধীনতার কথা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কিন্তু আনুসঙ্গিক সর্ত ও বিধিনিষেধগুলি এরূপ যে ভবিষ্যতে **স্বাধীনতা মায়া-মরীচিকা হইবার আশঙ্কা আছে।**

"**গণতন্ত্র অস্বীকৃতি**—ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যগুলির নয় কোটি হতভাগ্য প্রজাদের অধিকারের কথা যেরূপ উপেক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের যেভাবে পণ্য-স্বরূপ শাসকদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে প্রজাদের কোন

হাত থাকিবে না বা তাহাদের ঘনিষ্ট স্বার্থজড়িত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও তাহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হবে না যদিও প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। এইরূপ রাজ্য নানা কারণে ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। ভবিষ্যতে **বৈদেশিক শক্তির আশ্রয় স্থল হিসাবে এবং সশস্ত্র বৈদেশিক বাহিনীর** ব্যূহস্বরূপ দাঁড়াইয়া এই সকল দেশীয় রাজ্য রাজ্যের প্রজা সাধারণের এমন কি অবশিষ্ট ভারতের **স্বাধীনতার পথে চিরস্থায়ী কণ্টকস্বরূপ** বিদ্যমান থাকিতে পারে।

বিভেদসৃষ্টি—যে কোন প্রদেশের পক্ষে রাষ্ট্রসংঘে যোগদান ইচ্ছাধীন রাখিবার অভিনব নীতি ভারতীয় ঐক্য পরিকল্পনার উপর আর এক মর্ম্মান্তিক আঘাত, প্রদেশগুলির মধ্যে অনৈক্যের পরিপোষক এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের সহিত ভবিষ্যত সমন্বয়ের পথেও সমধিক বিঘ্ন উৎপাদক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

কংগ্রেস ভারতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের আদর্শের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইহা সত্বে কমিটি কোনও স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্ত্বাবিশিষ্ট কোনও প্রদেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের সহিত বলপূর্ব্বক যুক্ত রাখিবার কথা চিন্তা করিতেও প্রস্তুত নহে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াও কমিটির মতে যাহাতে পারস্পারিক সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন গঠন হইতে পারে তাহার পরিপোষক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। **রাষ্ট্রসংঘের ভিতর থাকিলেও জাতীয় ঐক্যের ক্ষতি না করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের যথাসম্ভব পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।** বৃটিশ সমর পরিষদ যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা **বিভেদ সৃষ্টির পরিপোষক** এবং রাষ্ট্রসংঘ প্রবর্ত্তনের সূচনায় যে সমস্ত পারস্পারিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক ঠিক সেই সময়েই এই প্রস্তাব সংঘর্ষের সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবস্থা বিশেষ। সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি

পোষণকল্পে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে কিন্তু ইহার প্রভাব আরও সুদূর প্রসারী হইবার সম্ভবনা আছে। প্রস্তাবের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দেশের প্রকৃত সমস্যা (দেশরক্ষা সমস্যা) হইতে জনসাধারণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিয়া আরও সঙ্কট সৃষ্টির সুযোগ পাইবে।

বর্তমান অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার প্রস্তাবসমূহ অস্পষ্ট ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। সুস্পষ্টভাবে ইহা বুঝান হইয়াছে যে কোন উপায়ে দেশরক্ষার ভার বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। বর্তমান অবস্থায় দায়িত্বের গণ্ডি হইতে দেশরক্ষার অধিকার হরণ করা হইলে এই দায়িত্ব নিরর্থক ও প্রহসন হইয়া দাঁড়ায় এবং **এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে ভারতবর্ষ কোন ক্রমেই স্বাধীন হইতেছে না এবং যুদ্ধের সময় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট হিসাবেও ভারতবর্ষ কোন কাজ করিতে পারিতেছে না।** জনসাধারণকে সম্পুর্ণরূপে বিশ্বাস করা না হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে উৎসাহপূর্ণ সাড়া পাওয়া যাবে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমুহের যোগ্যতার অভাব আছে। ইহারা ভারতবর্ষ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত নয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণই শুধু তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সাহায্যে উপযুক্তভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে পারে। এই সকল কারণে কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম।"

তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও ডাঃ জয়াকরের স্মারকলিপি—ভারতবাসীকে দেশরক্ষা সচিবপদে নিয়োগ করিলে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হবে কেন আমরা বুঝি না? এই নিয়োগের দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃত ইচ্ছা জ্ঞাপিত হবে।......

ভারতীয় নিয়োগের দ্বারা জনসাধারণের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতের অপরিসীম জনবলকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করা যেতে পারে। চীন, রাশিয়া ও ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে জনসাধারণই প্রভূত বলবান শত্রুর অভিযান সাফল্যের সহিত

প্রতিহত করিতেছে। **কেবল মাত্র বৈদেশিক নেতৃত্বাধীনে বেতনভুক্ সৈন্যদ্বারা শত্রুর গতিরোধ করা যায় না।** সিঙ্গাপুরে, রেঙ্গুণে, মালয়ে দুর্দ্দৈবের কারণ তথাকার অধিবাসীদের অসহযোগিতা। **সঙ্কটকালে ভারতীয়-গণকে নিরস্ত্র রাখিবার ও তাহাদিগকে সন্দেহ করিবার নীতি বিসর্জ্জন করিতে হইবে।**

ক্রীপ্‌স প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত—প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক দল কংগ্রেস, মসলেম লীগ, হিন্দুসভা, শিখদল, উদারনৈতিক দল সকলেই ক্রীপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

মহাত্মাজীর মত—সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মাজী গোড়া হইতেই ক্রীপ্‌স প্রস্তাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। আলোচনার পুর্ব্বেই তিনি বলেন "ষ্ট্যাফোর্ড অত্যন্ত ভাল মানুষ কিন্তু তিনি যে যান্ত্রিক যানে উঠিয়াছেন সে যানটি ভাল নয়, সেটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ; অচিরে তিনি এই যন্ত্রের কাছে নিজের সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিবেন।" গান্ধীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। পরে তিনি এই প্রস্তাবকে **দুর্ভাগ্য প্রস্তাব** বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন—"**প্রস্তাবটি স্পষ্টতঃই হাস্যকর ও কুত্রাপি গ্রহণ যোগ্য নয়।** ক্রীপ্‌সের জানা উচিৎ ছিল কংগ্রেস উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করিবে না। এই প্রস্তাব অনুসারে তিন প্রকারের বিভিন্ন শাসন তন্ত্র অনুযায়ী গঠিত তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসংঙ্ঘের আবির্ভাব হইত। পাকিস্থান পরিকল্পনার স্থান প্রস্তাবে ছিল। ক্রীপ্‌স শাসনযন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ হইয়া আপনার অজ্ঞাতসারেই উহার গুণবৈশিষ্ট্য হইয়াছেন।"

গান্ধীজী প্রস্তাবকে সুদূর ভবিষ্যতে প্রতিপালিত হবে এমন এক প্রতিশ্রুতি (post dated cheque) বলিয়া বর্ণনা করেন।

জহরলালের মত—"আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট ধর্ণা দিব না। আমরা স্থৈর্য্য ও জ্ঞানানুযায়ী বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হইব। ষ্ট্যাফোর্ডের আগমনে পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ব্যবধান আরও বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঘটনাবলীর চাপে আমরা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব দ্বারা

আমাদের আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইয়াছে। একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তি রূপেই এবং অন্যান্যদের ন্যায় স্বতন্ত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই সহযোগিতা করিতে পারি। ক্রীপ্‌স দেশরক্ষা সচিবকে মনোহারি দোকান, সৈন্যদের জন্য খাবারের দোকান প্রভৃতি চালানর গুরুদায়িত্ব ও ভার দিতে পারেন। আমরা ইহাতেই মাতিয়া উঠিতে পারি না।"

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর মত—ক্রীপ্‌স যে অচল অবস্থা দূর করিতে এসেছিলেন তাহা পূর্ব্বের মতই রহিয়া গেল। অধিকন্তু তাঁহার আগমনের ফলে দেশের লোকের মনে একটা হতাশা ও বিফলতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

ক্রীপ্‌সের বিদায়—দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যত ও তৎকালীন দেশরক্ষা ব্যবস্থার পটভূমিকায় যে নাটকের অভিনয় হইতেছিল আঠার দিন যাবৎ নানা দৃশ্য পরিবর্তনের পর তাহার যবনিকাপাত হয়। সুদূর ইংলণ্ড হইতে বহু আড়ম্বরের সহিত ক্রীপ্‌স বহির্দেশে চাকচিক্যযুক্ত যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন এবং আলোচনায় যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা ভারতের কোন দলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। আশা নিরাশায় দোলায়িত হইয়া বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনার চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্যে পরিসমাপ্তি হয়।

ক্রীপ্‌স ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে মীমাংসা প্রয়াসের ব্যর্থতায় সমস্ত দেশ গভীর বিস্ময় ও বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ—ভবিষ্যতে অখণ্ড ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করিবার আশঙ্কা, গণতন্ত্রী ভারতকে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত অপূর্ব্ব সমন্বয়ের চেষ্টা, সমরকালীন ভারতরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছা—ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের বিপাকে বিপন্ন দেখিয়া কংগ্রেস নূতন কিছু দাবি করে নাই। কংগ্রেস বহুপূর্ব্বে লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কংগ্রেসের বিখ্যাত পুণা অধিবেশনের প্রস্তাবে উত্থাপিত "মধ্য কালীন গভর্ণমেণ্ট" এর ব্যবস্থাও ক্রীপ্‌স প্রত্যাখান করেন। কংগ্রেস নিজের জন্য কোন ক্ষমতা দাবি করে নাই। মুস্লীম লীগকে ক্ষমতা দিতে এবং জাতীয় সরকার গঠনের ভার দিতে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা অনেক দেরীতে উত্থাপিত হইলেও আজাদ বলেন "ষ্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক মীমাংসা হইয়া গেলে ২০ ঘণ্টার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করিয়া লইব।" কংগ্রেস গত বিশ বৎসর যাবৎ ব্রিটিশের সহিত সংগ্রামে যে অহিংস নীতি পন্থা রূপে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে কংগ্রেস তাহাও সাময়িকভাবে আংশিক পরিত্যাগ করিতে রাজি ছিল। আজাদ ৩০শে এপ্রিল বলেন "যদি জাতীয় সরকার গঠিত হইত তবে সশস্ত্র প্রতিরোধের পন্থা অনুসরণ করিতাম।" কংগ্রেস ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে আপোষমূলক মনোভাবের পর্য্যন্ত প্রমাণ দিয়াছে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের আগ্রহের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে।

"ভারত ছাড়" নীতির উৎপত্তি

ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া—ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের ব্যর্থতা ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্ঘটনা এবং ইহার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়। ক্রীপ্‌সের সহিত আলোচনায় প্রস্তাবের অন্তরালে যে গোপন উদ্দেশ্য ছিল তাহা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলিয়া যায়।

ভারতবাসী ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছায় সন্দিহান হইয়া উঠে। তাহারা ভবিষ্যতের মিথ্যা আশায় আর প্রলুব্ধ হইতে চাহিল না। সমস্ত দেশবাসীর মনে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি অপ্রীতিকর ও অসহযোগের ভাব জাগিয়া উঠে। যুদ্ধে ভারতের সামান্য স্বার্থও ছিল না অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ দেশ বলিয়া যুদ্ধের ষোল আনা চাপ তাহাকে সহ্য করিতে হইবে। ভারত আক্রান্ত হইলে অকারণে বিনাস্বার্থে ভারতের অগণিত নির্দ্দোষী বেসামরিক লোক মারা যাইবে, অসংখ্য জনপদ নিশ্চিহ্ন হইবে, শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হইবে। শুধু ব্রিটিশ শক্তির ভারতে উপস্থিতির জন্য জাপানীরা এইরূপ করিবে। আবার এই সময়ে অগণিত বিদেশী সৈন্য ভারতবর্ষে আমদানি হইতে থাকে। এই সকল জটিলতায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতরক্ষার জন্য খুবই শঙ্কাগ্রস্থ ও চিন্তিত হইয়া পড়েন।

গান্ধীজীর চিন্তা—ক্রীপ্‌স প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশের আচরণে গান্ধীজীর মন গভীর দুঃখে পূর্ণ হয়। কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিকল্পনা স্থির করিবার সময় গান্ধীজীর মন এক বিচিত্র উপায়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। গভীর মনযোগ ও চিন্তা অতিক্রম করিয়া আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি ঈপ্সিত আলোকের সন্ধান পান। আলোক-সন্ধানী মন যখন আপনার লক্ষ্য বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয় তখন তিনি নিঃসঙ্কোচে নিঃসংশয়ে ও নির্ভীকভাবে তাহা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার আন্দোলনের সম্বন্ধে কোন

কিছু গোপন রাখেন না। তিনি কোন আন্দোলনে অগ্রসর হইবার বহুপূর্ব্বেই সমস্ত বিষয় গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেন। "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সময়ে এই পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

এই সময় গান্ধীজীর মনে চিন্তার পর চিন্তার স্রোত আসিতে থাকে। ভারত-ছাড় নীতি বুঝিতে হইলে মহাত্মাজীর কয়েকটি প্রবন্ধ ও উক্তি পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(১) **ব্রিটিশকে নৈতিক সাহায্য অস্বীকার**—"ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটেনের আচরণে আমার মন দুঃখে পূর্ণ হইয়াছে। মিঃ আমেরীর কার্য ও ক্রীপ্‌সের দৌত্যের জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলাম না। এই সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় আমার মনে হয় যে নীতির দিক হইতে ব্রিটেন অন্যায় করিয়াছে। সুতরাং আমি ব্রিটেনের পরাজয় বা অবনতি কামনা না করিলেও **আমার মন ব্রিটেনকে নৈতিক সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করিতেছে।"**

(২) **ভারতে বিদেশী সৈন্য** (২৬শে এপ্রিল)—"ভারতে বিদেশী সৈন্য আমদানি সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে।"

"আমি সৈন্য আমদানিকে নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিতে পারি না। ভারতের কোটি কোটি লোকের মধ্য হইতে অগণিত সৈন্য কি শিক্ষিত করা যায় না? আমেরিকার সাহায্যের জন্য পরিণামে ফল হবে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে আমেরিকার শাসন যুক্ত না হইলেও আমেরিকার প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইবে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে যুগপৎ দুইটি বৈদেশীক শক্তির শোষণ চলিবে)। ভারতের তথা কথিত আত্মরক্ষার এই সকল আয়োজনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার কোন আভাষ দেখিতেছি না।"

যে যাহাই বলুক **এই যুদ্ধের আয়োজন নিছক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষারই আয়োজন।** ব্রিটিশরা যেমন সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় তেমন যদি তাহারা ভারতকে তাহার ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায় তবে অহিংস ভারতবর্ষের কোন লোকসানই হইবে না। তাহা হইলে খুব সম্ভব

জাপানীরা ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিবে (অর্থাৎ ইংরাজের উপস্থিতির জন্যই জাপানীরা ভারত আক্রমণ করিতে পারে)। ব্রিটিশের পক্ষে প্রাচ্যকে তাদের অবস্থা নির্ণয়ের ভার তাদের নিজের উপর ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধ করা আরও কত বেশী প্রশংসার্হ ও বীরত্বব্যঞ্জক কাজ হইবে। ব্রিটিশের পক্ষে সাম্রাজ্য তার ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই পত্রিকায় বহুবার বলিয়াছি যে এশিয়ার ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে শোষণ করিবার ও দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ রাখিবার পাপের দরুণ ব্রিটেনকে শাস্তি দিবার জন্য ভগবানের অভিশাপরূপে নাজি শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে।

"সেইজন্য ভারতের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির সময়মত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অপসরণের উপর ভারতের এবং ব্রিটেনের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। দেশীয় রাজাদের সহিত সন্ধির ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি বাধ্যবাধকতার কথা ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের কু-অভিসন্ধিতে ব্রিটিশদেরই সৃষ্ট অজুহাত। বর্ত্তমানে আমাদের কঠোর বাস্তবের সম্মুখে এই অজুহাত শূন্যে মিলাইয়া যাইতে বাধ্য। সংখ্যা লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠদের কাল্পনিক ভেদ স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অদৃশ্য হইবে। সত্য বলিতে কি ব্রিটিশ সৈন্যের অনুপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কিছু থাকিবে না। কোটি কোটি ভারতবাসী তখন এক অখণ্ড মানব সত্ত্বায় পরিণত হইবে। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে সে সময়ে প্রকৃত জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাহাদের সমস্যার সম্মানজনক মীমাংসা করিবার বিজ্ঞতা লাভ করিবেন"।

(৩) "ইংরাজকে তাড়াইতে কেন আমরা জাপানী সাহায্য লইব না?"

এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—"আক্রমণকারী কখনও হিতকামী হইতে পারে একথা ভাবা নির্বুদ্ধিতা সূচক। জাপানীরা ব্রিটিশের শৃঙ্খল হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে পারে কিন্তু সে কেবল ইংরাজের শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে নিজেরই শৃঙ্খল পরাইতে। আমি বরাবরই এই মত

পোষণ করিয়া আসিতেছি যে ব্রিটিশের শৃঙ্খল হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে আমাদের অপর কোন শক্তির সাহায্য লাভের চেষ্টা করা উচিৎ নয়। সেই পন্থা অহিংস নীতির পরিপোষক হইবে না। আমরা অহিংস উপায়ে আমাদের লক্ষ্যস্থলের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। অহিংস মতবাদে আমার অবিচলিত আস্থা আছে।......জাপানের উদ্দেশ্য যদি ভাল হইত তবে চীন দেশ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে তার বুকের উপর জাপান এইরূপ ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিতেছে।"

(৪) **"আপনি কি ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগ করিতে বলিয়া জাপানীদের ভারত আক্রমণ করিতে বলিতেছেন না?"** এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন "না, আমি তাহা করিতেছি না। আমার নির্ভুল ধারণা যে ব্রিটিশের উপস্থিতিই জাপানীদের ভারত আক্রমণে উত্তেজনা দিতেছে। ব্রিটিশরা যদি ভারতকে তার সাধ্যমত ভাল উপায়ে দেশ শাসন করিবার ভার দিয়া ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায় তবে জাপানীরা তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়িলে জাপানীরা মিটমাট করিবে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে ভারতীয়দের প্রচ্ছন্ন ঘৃণার ভাব আছে তাহাও বিদূরিত হইবে এবং যে অস্বাভাবিক অবস্থা ভারতীয় জীবনকে শ্বাসরোধ করিয়াছে তাহারও অবসান হইবে।"

(৫) **প্রত্যেক ব্রিটিশের প্রতি**—"ব্রিটিশকে এসিয়া আফ্রিকা এবং অন্ততঃপক্ষে ভারত ছাড়িতে যে আবেদন করিয়াছি প্রত্যেক ব্রিটেনবাসীকে সেই আবেদন সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছি। পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য এবং নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের জন্য এই পদ্ধতি অত্যাবশ্যক জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদেরই অনুকরণ। আমার আবেদন সমর্থিত হইলে সশস্ত্র শক্তিগুলির সামরিক পরিকল্পনা সব ওলট পালট হইবে। যুদ্ধে ব্রিটিশের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের তুলনায় ভারতে ও আফ্রিকায় ব্রিটিশের স্বার্থের মূল্য নগণ্য।...

"যুদ্ধ ঘোষণার সময় ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবেও কখন পরামর্শ করা হয় নি। কেনই বা করা হবে? ভারতবর্ষ ত ভারতবাসীর নহে। ইহা ব্রিটিশদের। ভারতকে ব্রিটিশের দখলিভুক্ত সম্পত্তিও বলা হয়। ব্রিটিশরা ভারতের সঙ্গে কার্যতঃ যাহা ইচ্ছা তাহা ব্যবহার করে। আমি একজন সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ বিরোধী কিন্তু আমাকে নানা প্রকারে যুদ্ধের জন্য কর দিতে বাধ্য করা হয়। ইহা ব্রিটিশ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আমি যদি অর্থনীতিবিদ হইতাম তবে আমি আতঙ্কজনক সংখ্যা দ্বারা দেখাইতাম যে যাহাকে স্বেচ্ছাকৃত দান বলে তাহা ছাড়াও ভারত যুদ্ধের দরুণ কত বেশী টাকা দিতে বাধ্য হইয়াছে।

"বিজেতাকে যে সাহায্য করা হয় তাহা কখনও স্বেচ্ছাকৃত হয় না। কি রকম বিজেতা এই ব্রিটিশ জাত! ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষে সুদৃঢ়ভাবে তার আসন পেতেছে। ইহা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ব্রিটিশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত দ্রুত সাড়া দেয়। সেইজন্য বলা যেতে পারে ব্রিটিশ শক্তি সর্ব্বদাই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ব্রিটিশরা ভারতকে জয়লাভের অধিকারে (right of conquest) দখলকারী সৈন্য দ্বারা পদানত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রিটিশের যুদ্ধে ভারতকে জোরপূর্ব্বক অংশ গ্রহণ করাইলে ভারতের কি লাভ হইবে? ভারতীয় সৈন্যের বীরত্বে ভারতের কোন উপকার হইবে না। ভারতবাসীর বাস্তভিটা সৈন্যরা দখল করিতেছে, বাসিন্দাদের বিনা নোটিসে উচ্ছেদ করা হইতেছে, তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা তাহাদেরই করিতে বলা হয়, তাহাদের সামান্য রাহাখরচ দেওয়া হয়। তাহাদের বৃত্তি চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে নিজেদের কুটীর নির্মাণ করিতে হইবে।

"গ্রেট্ ব্রিটেনকে যুদ্ধে জিতিতে হইবেই। ভারতের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাহা কি করার প্রয়োজন? তাহা কি করা উচিৎ?

"যে মিথ্যার আবহাওয়া ভারতবাসীর জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—তাহা শ্বাসরোধকারক। প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসীই অসন্তুষ্ট।… ছোট বড়

গভর্ণমেণ্ট চাকরীয়া ইহার ব্যতিক্রম নয়। এইরূপ সর্ব্বব্যাপক অবিশ্বাস জীবনকে অপদার্থ করিয়া তোলে।

"...আমি যাহা সত্য নিছক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া বিশ্বাস করি না তাহাই বলিয়াছি।

"আমার দেশবাসী এই উচ্চ চিন্তা সমর্থন করিতে পারেন বা নাও করিতে পারেন। আমি কাহারও সহিত পরামর্শ করি নাই। আমার মৌনদিবসে এই আবেদন লিখিয়াছি।"

(৬) **বন্ধুজনোচিত উপদেশ**—"ভারত ছাড়" নীতির অভিনবত্ব বিশেষতঃ এই সঙ্কট সময়ে অনেক লোকের মনে আঘাত দিয়াছে। কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করা ছাড়া আমার উপায় নাই। এমন কি পাগল বলিয়া অভিহিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও যদি আমি আমার বিবেক অনুযায়ী কাজ করি তবে আমাকে সত্য কথা বলিতে হয়। এই "ভারত ছাড়" নীতির পরিকল্পনা বর্তমান যুদ্ধে এবং ভারতের আসন্নবিপদ হইতে মুক্তির জন্য আমি আমার খাঁটি দান বলিয়া মনে করি। সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্যও ইহা প্রকৃত সাহায্য করিবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকালে কি প্রকার হইবে তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। তবে আমরা আজ পর্য্যন্ত যে ফাঁকিবাজি দেখিয়াছি তাহা হইবে না। ......**ব্রিটিশ শাসনের অবসানই দেশকে ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা হইতে মুক্ত করিবে।** ব্রিটিশ শক্তিকে তাড়াইতে কোন রকমেই দেশবাসীর জাপানীর সাহায্য লওয়া উচিৎ নয়। তাহা হইলে **ব্যাধির চেয়ে ঔষধই বেশী মারাত্মক হইবে।** আমাদের বৃহত্তম ব্যাধি যে ব্যাধি আমাদের পৌরষত্ব হরণ করিয়াছে এবং যাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করাইতেছে যে আমরা চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া থাকিব সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার আন্দোলনে আমাদের সকল রকম ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরাধীনতার ব্যাধি আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি ঔষধের মূল্যটা খুব বেশী হইবে। **মুক্তির জন্য কোন মূল্যই অত্যন্ত বেশী নয়।**

মহাত্মাজীর মত পরিবর্তন—মহাত্মা বরাবরই প্রথমে দেশের সকল দল মিলিত হইলে স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হইবে এই মত পোষণ করিতেন। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ক্রীপস্ মিশনের ব্যর্থতার ফল স্বরূপ তিনি মত পরিবর্তন করেন। তৃতীয়পক্ষ ব্রিটিশ সম্পূর্ণরূপে ভারত না ছাড়িলে সকল দলের ঐক্য স্থাপিত হবে না—ইহা গান্ধীজী সুনিশ্চিত বুঝিলেন। "ভারত ছাড়" দাবির ইহা অন্যতম কারণ। যতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ শক্তি ভারত ত্যাগ না করে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মধ্যে আন্তরিক মিলন হইবে না।

(৮) **"গান্ধীজী কি চীনের বন্ধু?"** এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন "আমি এখনও চীনের অনুরাগী বন্ধুই আছি। ব্রিটিশ শক্তিকে চলিয়া যাইবার জন্য আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহা করিবার সময় চীনের কথা বিস্মৃত হই নাই।……ব্রিটিশকে চলিয়া যাইতে সন্মত করা এবং স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে দেওয়াই চীনকে সাহায্য করার একমাত্র প্রকৃষ্টতম উপায়। অপ্রসন্ন অসন্তুষ্টিতে বসিয়া না থাকিয়া স্বাধীন ভারত সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে তখন এক দুর্দ্দম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে। একথা সত্য যে আমি যে সমাধানের কথা বলিয়াছি তাহা বীরত্বব্যঞ্জক এবং ইংরাজের ধারণার অতীত। তথাপি আমি যাহাকে সমস্যার সম্পূর্ণ বাস্তব সমাধান এবং বর্তমান অবস্থার পক্ষে যাহা সম্ভবতঃ একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে করি ব্রিটেন, চীন ও রাশিয়ার একমাত্র বন্ধু হিসাবে আমি তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। **বর্তমানে এই যুদ্ধ মানবতার পক্ষে এক বিঘ্ন স্বরূপ ইহাকে শুভশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য ঐরূপ করা দরকার।"**

(১০) **"গান্ধীজী কি জাপ-অনুরাগী?"**—এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী লেখেন "আমার স্বাধীনতার আকাঙ্খায় যদি আন্তরিকতা থাকে তবে **জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞান বশতঃ আমি এমন কোনও পন্থা অবলম্বন করিব না যাহাতে ভারতে কেবল প্রভুর পরিবর্তন ঘটে।**

"সর্ব্বান্তঃকরণে জাপ বিপদে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যদি ঐ বিপদ ঘটে তবে সেজন্য ব্রিটিশরাই সম্পূর্ণরূপে দোষী হইবেন। এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"আমি এমন কোন প্রস্তাব করি নাই, সামরিক দিক দিয়াও যাহার ফলে ব্রিটিশ বা চীনা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপদ ঘটিতে পারে। ভারত হইতে সুশৃঙ্খলভাবে ব্রিটিশ শক্তি অপসৃত হইলে ব্রিটেন ভারতের শান্তিরক্ষার দায় হইতে মুক্তি পাইবে। তাহার ফলে সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য নহে, অকৃত্রিম ও প্রকৃত মানব স্বাধীনতার স্বার্থের জন্যই ব্রিটেন স্বাধীন ভারতকে বন্ধুরূপে লাভ করিবে। আমি ইহাই দাবি করিতেছি। আমার সাম্প্রতিক রচনাদির ইহাই ছিল মূলকথা।"

(১১) **"জাপানীদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব**—মহাত্মা ব্রিটিশের দুঃসময় বুঝিয়া ব্রিটিশ শক্তির অপসরণ চাহেন নাই। "জাপানীদের প্রতি" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বোঝা যায় :—

"আপনাদের (জাপানীদের) প্রতি আমি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করি না। তথাপি চীনের উপর আপনাদের আক্রমণ আমি আদৌ পছন্দ করি না। বিরাট ও প্রাচীন চীনদেশে আপনাদের নির্ম্মম ধ্বংস লীলার কথা যখন ভাবি তখন আমি গভীর বেদনা অনুভব করি।……আমাদের আন্দোলন (ভারত ছাড়) হইল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা নিরস্ত্র বিদ্রোহ স্বরূপ। এ দেশের একটা বিশিষ্ট দল বৈদেশিক শাসকদিগের সহিত মারাত্মক অথচ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এক বিবাদে নিরত আছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আপনাদের ভারত আক্রমণ যখন আসন্ন, মিত্রশক্তিকে বিব্রত করার জন্য আমরা সেই সময়টি মনোনীত করিয়াছি এরূপ একটা গুরুতর ভুল সংবাদ আপনারা পাইয়াছেন। আমাদের সেইরূপ ইচ্ছা থাকিলে আমরা তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাহা করিতাম। ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবিই "ভারত ছাড়" আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ

চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের নির্ম্মম অভিযানের সহিত ভারতের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের প্রচারিত উদ্দেশ্যের ও প্রতিশ্রুতির কোন সামঞ্জস্য নাই।

"আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে ভারতের পক্ষ হইতে আপনারা স্বতঃ প্রণোদিত সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবেন তবে আপনাদের শোচনীয় ভাবে নিরাশ হইতে হইবে, এ বিষয়ে যেন ভুল না করেন। "ভারত ছাড়" আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতেছে ভারতকে পরাধীনতামুক্ত করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জার্ম্মাণীর নাৎসীবাদ বা আপনাদের মত যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী জাতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ভারতকে প্রস্তুত করা। আমরা ইহা না করিলে যোদ্ধৃ মনোভাব ও উচ্চাকাঙ্খার একমাত্র প্রতিকার অহিংসার প্রতি আমাদের আস্থা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবার কার্য্যে আমরা উপেক্ষনীয় দর্শকরূপে থাকিয়া যাইব। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করিলে মিত্রশক্তি সম্মিলিত চক্রশক্তিকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া অপ্রসন্ন ভারতের অনিচ্ছাকৃত সহযোগিতাকে স্বাধীন ভারতের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতায় রূপায়িত করিয়া মিত্রশক্তি আপনাদের নিষ্ঠুরতা অনুকরণ না করিবার নৈতিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া আপনারা যে এ দেশে প্রবেশ করিবেন এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে আপনাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মিত্রশক্তিকে স্বাধীন ভারতে সৈন্য রাখিবার সম্মতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা আমাদের দেশের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাদিগকে বাধা দিতে পশ্চাৎপদ হইব না।

(১২) গান্ধীজী ১৬ই মে বলেন "আমার "ভারত ত্যাগ কর" দাবির পশ্চাতে কোন কু-অভিপ্রায় নাই—কোন বিদ্বেষ নাই। আমার সকল কাজের মধ্যে এই দাবি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিসম্মত। ইহা সকলের স্বার্থের জন্যই কল্পিত। ইহা সম্পূর্ণভাবে বন্ধুত্বের ভাবদ্যোতক কার্য্য, একটুও বেপরোয়া নহে। আমি খুব

সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছি। এই অগ্রগতির পশ্চাতে আছে একটা নির্দ্দিষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। **আজ ভারতে যে শাসন ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাকে ভারতের কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত বলিলে মিথ্যা বলা হয়। সেই জন্যই এই সুনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার অবসানই বাঞ্ছনীয়।"**

(১৩) গান্ধীজী ১০ই মে হরিজনে লেখেন **"ভারত সম্বন্ধে ইংরাজের কর্ত্তব্য" —ইংরাজের প্রতি আবার অনুমাত্র ঘৃণার ভাব নাই।**...আমি যে জাতীয় ঔষধের ("ভারত ত্যাগ কর") ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহা জনসাধারণের ঘৃণার ভাবকে প্রশমিত করিবে।...**আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধের সময়েই, যুদ্ধের পর নহে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সাধনে পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তির প্রকৃষ্ট সময়।** উহার দ্বারাই উভয়ের তথা জগতের নিরাপত্তা বিধান সম্ভবপর। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। **বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যই নিজেদের স্বার্থপ্রণোদিত ও নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হইতেছে।** উভয় পক্ষের সম্মিলিত স্বার্থ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। আমি বুঝিতে পারি যে ইংরাজ তাহার চিরন্তন স্বভাব অকস্মাৎ ত্যাগ করিতে পারে না। **জাতি বৈষম্যের দাবি ছাড়া** আর কিছুর দ্বারাই ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, আফ্রিকা দেশকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখা যায় না।

এই মারাত্মক রোগের মারাত্মক ঔষধই প্রয়োজন। তহা এই—**অবিলম্বে** এবং **সমগ্রভাবে সকল ইংরাজের অন্ততঃ ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়া।** ইংরাজের পক্ষে ইহাই **প্রকৃত** বীরের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটিহীন কার্য। **নির্দ্দোষভাবে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অবসান ঘটিবে।** উক্ত কর্ম্মপন্থা ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের শক্তি খর্ব্ব করিবে। কেন না উহাও সাম্রাজ্যবাদ হইতে উদ্ভুত।"

"ভারত ছাড়" নীতির অর্থ—"ভারতে ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্বের অবসান হওয়াই

আবশ্যক। কোনরূপ শাসকরূপে নহে,স্বাধীন ভারতের সম্মতিক্রমে বন্ধু-রূপে ভারতে ব্রিটিশদের উপস্থিতি আমরা বরদাস্ত করিব। ইংরাজকে তল্পিতল্পা লইয়া এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হয় নাই। ভারতবাসীর হস্তে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে বলা হইয়াছে। মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে সহসা সরাইয়া লইয়া গেলে জাপান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী এবং চীনের পতনও সুনিশ্চিত। আমার কার্য কলাপের ফলে এমন কোনও দুর্বিপাক উপস্থিত হইতে পারে আমি কল্পনায় তাহা স্থান দিই না। তবে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের পর ভারতে যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত সর্ত্তে মিত্রশক্তি ভারতে থাকিবে। অহিং· প্রচেষ্টায় ভারত জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকিবে কিনা বা সমস্ত ভারত অহিংসার উপাসক কিনা তাহা আমি বলিতে অক্ষম। অতএব মিত্রসৈন্যের অবিলম্বে অপসারণ দাবি করিলে ভণ্ডামী করা হইবে। ভারত এমন কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইবে না যাহাতে চীন বিপন্ন হয় বা মিত্রশক্তির পরাজয় হয়। "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের অর্থ বিদেশীদের অহমিকা ত্যাগ করিতে হইবে। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে বিদেশী শাসনের অবসান হইবে।

ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি—গান্ধীজী প্রথমে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সৈন্য বিহীন স্বাধীন ভারতের চিত্র অঙ্কিত করেন; তৎপর মত পরিবর্ত্তন করিয়া লেখেন—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে ভারতে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব চালাইবার অথবা ভারতের অর্থব্যয়ে থাকা হইবে না পরন্ত জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ও চীনকে সাহায্য করার জন্য মিত্রশক্তির ব্যয়ে স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি,সর্ত্তাধীনেই থাকিতে হইবে।

গান্ধীজীর বিবৃতি—"কাহাকেও আঘাত করার মতলবে আমি ব্রিটিশ শক্তির ভারত ত্যাগ সম্পর্কিত আবেদন প্রচার করি নাই। সম্পূর্ণ অহিংসার মনোভাব লইয়া এবং অহিংস পন্থারূপেই আমি এই আবেদন প্রচার করিয়াছি। প্রস্তাবটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত। ব্রিটিশ শক্তির ভারত ত্যাগ ব্যতীত

ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অহিংসশক্তি অকার্যকর হইবে। এমন কি ভারতের যে অংশ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইবে সে অংশের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইবে। আমি যে পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছি উহাতে সর্ব্ববিধ বাধা-বিঘ্নই অতিক্রম করা সম্ভব হইবে, সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিবে, হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ থাকিবে না, ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিবার পথ সত্বই মুক্ত হইবে, এবং ইহাতে চীনকে বিশেষ সাহায্য করা হইবে।"

সমালোচনায় গান্ধীজীর উত্তর—"আমার প্রস্তাবে কাহাকেও বোকা বানাইবার অবকাশ নাই। কোন লোক আমার প্রস্তাবের বিকৃত অর্থ করিলে তিনি মিত্রশক্তির শত্রু বলিয়া ইতিহাসে নিন্দিত হইবেন। আমার প্রস্তাবের ইতিমধ্যেই বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে। জাপানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি-বর্গের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আমার প্রস্তাবে অটুট রাখা হইয়াছে। বিজেতা হিসাবে ও ভারতের ভাগ্য নিয়ামক হিসাবে ব্রিটেনকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভারতকে বিনা বাধায় নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অধিকার দিতে হইবে। এইরূপে ব্রিটেন ভারতকে এক মহান বন্ধুরূপে পাইবে। সাম্রাজ্যবাদীর আদর্শে নহে মানব স্বাধীনতার আদর্শেই ইহা সম্ভব। ভারতে যদি অরাজকতার সৃষ্টি হয় তবে একমাত্র ইংরাজই তাহার জন্য দায়ী হইবে।"

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাব—ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবার পর কংগ্রেস নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব অনুমোদন করে।

"ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব ও ক্রীপ্‌স কর্ত্তৃক তার ব্যাখ্যা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর গভীর অবিশ্বাস ও তিক্ততার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ব্রিটিশের সহিত অসহযোগিতার ভাব লক্ষিত হইতেছে। শুধু ভারতের নহে সমগ্র মিত্রশক্তিপুঞ্জের এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টরূপে শাসন চালাইতে চাহে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি মানিয়া লইতে ও প্রকৃত ক্ষমতা ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। বর্তমান যুদ্ধে ভারতের

অংশ গ্রহণ নিছক ব্রিটিশের স্বার্থে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের মত না লইয়া ভারতের ঘাড়ে এই কার্য্য চাপান হইয়াছে। স্বাধীন ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত। বর্তমান ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর অংশ এবং ভারতকে পদানত করিয়া রাখিবার জন্যই ইহাকে রক্ষা করা হইতেছে। এই সৈন্য বাহিনীকে দেশের লোকের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। জনসাধারণ ইহাকে নিজস্ব সৈন্য বলিয়া মনে করিতে পারে না।

"**ভারতে বিদেশী সৈন্য**—ভারতের অতীত অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে ভারতে বিদেশী সৈন্য আমদানি ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। ইহা অভিপ্রায় মূলক অদ্ভূত ব্যাপার যে সময়ে ভারতের ঐশ্বর্য্যের জন্য ভারতের বুকের উপর দুইটি বৈদেশিক শক্তি (মিত্রশক্তি ও জাপান) যুদ্ধ করিতেছে তখন ভারতের অফুরন্ত লোক বলকে মোটেই কাজে লাগান হইতেছে না এবং ভারতরক্ষা ব্যবস্থাকে ভারতীয়দের কর্তৃত্বাধীন রাখা উপযুক্ত বিবেচিত হইতেছে না।

"**ভারত ত্যাগ**—বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক ভারতবাসীকে এইরূপ গরু ঘোড়ার ন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভারতবাসী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। সমিতির দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারত তাহার নিজের শক্তি দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে এবং নিজের শক্তিতেই তাহা বজায় রাখিবে। বর্তমান সঙ্কট ও ক্রীপসের সহিত আলোচনার অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের পক্ষে এমন কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা বিবেচনা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে **যাহাতে ভারতে আংশিকভাবেও ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা আছে। শুধু ভারতের স্বার্থের জন্য নয়** পরন্তু ব্রিটিশের নিরাপত্তা ও পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যই ব্রিটেনকে ভারতের উপর আধিপত্য বর্জ্জন করিতেই হইবে। একমাত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ ব্রিটেন বা অন্যান্য দেশের সহিত কোন সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে।"

সৈন্যগণ কর্তৃক অত্যাচার—এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মদেশ জাপানীদের হস্তগত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে ভারতবাসীকে বাধ্য হইয়া নানা অসুবিধার মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ রেঙ্গুণ সহরে যে সব অসাধারণ ঘটনা ঘটে এবং সৈন্যগণ কর্তৃক নারীদের উপর তথাকথিত যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই সম্বন্ধে নিন্দা-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা বিধি অনুযায়ী এই প্রস্তাব প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলেন, "প্রস্তাবগুলি গভর্ণমেণ্ট ও সৈন্যদের উপর লোকের অলক্ষিতে আস্থা নষ্ট করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক করা হইয়াছে এবং অপ্রমাণিত গুজবের কিংবা ঘটনার ভুল সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা হইয়াছে।" মিঃ আমেরীর এই অভিযোগের উত্তরে মৌলানা আজাদ বলেন, "প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্বশীল সূত্র হইতে প্রাপ্ত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি পূর্ণদায়িত্ব লইয়াই জোর করিয়া বলিতেছি। সেইজন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তাহারা প্রস্তাবের কোন্ অংশ অপ্রমাণিত, গুজব বা ভুল সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাকে জানাইতে প্রস্তুত কিনা এবং আমার নিকট যে সব সংবাদ আছে সেই সব সংবাদ তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে আমাকে কোন সুযোগ দিবেন কিনা।"

সৈন্যগণ নারীদের উপর অত্যাচার করিতেছে, অথচ গভর্ণমেণ্ট দোষী লোককে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা না করিয়া সমস্ত ব্যাপারকে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে গভর্ণমেণ্টের এই বেপরোয়া আচরণ দেশবাসীর মনে গভীর তিক্ততার সৃষ্টি করে।

জরুরী প্রশ্ন—মহাত্মা গান্ধী "ভারত ছাড়" নীতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন—সেইগুলির সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল ;—(১) "আমার প্রস্তাব হ'ল এক তরফা অর্থাৎ ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ুক, ভারতবাসীরা কি রকম গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবে তাহা দেখা দরকার নাই। যদি ব্রিটিশরা শৃঙ্খলভাবে

চলে যায় তবে ভারতে বর্তমান নেতাগণ কর্তৃক সাময়িক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু অন্য একটি ঘটনাও ঘটিতে পারে। যাহারা জাতির কথা ভাবে না কেবল নিজেদের স্বার্থের কথাই ভাবে সেই সকল লোক ক্ষমতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে পারে এবং কোন স্থানে কর্তৃত্ব লাভের জন্য হাঙ্গামাকারী লোক-দিগকে একত্র করিতে পারে। এটাও আশা করা উচিৎ যে ব্রিটিশের সম্পূর্ণ, শেষ ও সত্য অপসারণের পরই বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ তাহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবেন, মুহূর্তের জন্য নিজেদের বিবাদ ভুলিয়া যাইয়া ব্রিটিশ শক্তির পরিত্যক্ত মাল মসলা লইয়া একটি সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। ফ্যাসিষ্ট, নাজি শক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সকলই শোষণকারী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অত্যাচারের আশ্রয় লয়। আমেরিকা এবং ব্রিটেন খুব বড় জাতি কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ার মূক (অত্যাচারিত) মানবগণের সম্মুখে তাহাদের মহত্ব ধূলিবৎ গণ্য হইবে। তাহারাই কেবল এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত মানবের স্বাধীনতার কথা বলিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। এই দোষ স্খালনই তাহাদের যুদ্ধজয়ে নিশ্চয়তা ঘটিবে।"

মহাত্মাজীর পাঞ্চজন্য বাজিল

"ভারত ছাড়" নীতির পূর্ব্ব ইতিহাস—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে জলপাইগুড়ি অধিবেশনে ইংরাজকে ছয় মাসের নোটিশে ভারত ছাড়িবার দাবি জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। নেতাজী এই প্রস্তাব সমর্থনে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে নেতাজী ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হন। নেতাজী এই অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু কংগ্রেসের

দক্ষিণপল্লীগণের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে নেতাজীই "ভারত ছাড়" নীতির প্রথম উদ্যোক্তা।

মহাত্মাজীর বক্তৃতা—"ভারত ছাড়" প্রস্তাব লইয়া জহরলাল, মৌলানা আজাদ ও গান্ধীজীর মধ্যে কয়েকদিন যাবৎ বহু আলোচনা হয়। তৎপর ওয়ার্কিং কমিটি ৬ই জুলাই ওয়ার্দায় সমবেত হন এবং ১৪ই জুলাই পর্যন্ত গান্ধীজী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে বহু আলোচনা হয়। গান্ধীজী একটি বক্তৃতা করিয়া খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নিম্নে বক্তৃতার সারমর্ম দেওয়া হইল।

"এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিব। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি অনেকের বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি বিবেচনা এমন কি সততায় সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার বুদ্ধি বিবেচনা একটা মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া মনে করি না কিন্তু সততা আমার নিকট অতি মূল্যবান সম্পদ। আমি আশা করি লর্ড লিনলিথ্‌গো আমাকে সমর্থন করিবেন।.........আজ অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন হউক না কেন পশ্চিমের বন্ধুগণ এবং তাঁহাদের আস্থা যতই আমি হারাই না কেন...আমি আমার অন্তর দেবতার আহ্বান কোন কারণেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। ইহাকে বিবেকই বলুন আর যাহাই বলুন—একটা কিছু আছে। মনস্তত্ত্ব কি তাহা আমি জানি না, জানিলেও তাহার ব্যাখা হয়ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিব না কিন্তু আমার অন্তরের ঐ বাণী আমাকে বলিতেছে, "তোমাকে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি সাহসের সহিত সমগ্র জগতের হইতে পারিবে, ততদিন তুমি নিরাপদ। জগতের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইও না—যতদিন আগাইয়া সম্মুখীন হইতে পারিবে ততদিন তুমি নিরাপদ। জগতের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইও না—আগাইয়া যাও। কেবলমাত্র ভগবানকে ভয় করিও—ভগবান আমার অন্তরে বিরাজমান। আপনাদিগকে পত্নী, বন্ধুবান্ধব—জগতের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আমি

বেশী দিন বাঁচিব না। আমার জীবনের অবসান হইলে ভারত স্বাধীন হইবে—শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগৎ স্বাধীন হইবে।

আমার মনে হয় না যে, মার্কিণ কি ইংলেণ্ডর অধিবাসীরা স্বাধীন—তাঁহাদের মতেই তাঁহারা স্বাধীন ; আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি সম্যক্ অবহিত। স্বাধীনতা কি আমি জানি। আমার ইংরেজ শিক্ষকগণ ইহার অর্থ আমাকে শিখাইয়াছেন—আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই আমি স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিব।

কংগ্রেসের কার্য্যক্রম প্রারম্ভ হইতেই 'অজ্ঞাতসারে' অহিংস পথে চলিয়াছে। প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীই অহিংসার উচ্চাদর্শে আদর্শবান বা কেবল নীতি হিসাবেও অহিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছেন এমন দাবী আমি করি না। আমি জানি বহু ছদ্মবেশী অহিংসপন্থীও আছেন ; কিন্তু আমি সাধারণতঃ তাহাদিগকে কোন পরীক্ষা না করিয়াই বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস আমার জীবনের মূলমন্ত্র। স্বরাজলাভ কংগ্রেসের মূল নীতি—এই পথে কংগ্রেস প্রথম হইতেই অহিংস পথে চলিয়াছে।

আমি ইংরেজ এবং সম্মিলিত জাতির প্রত্যেককে স্ব স্ব অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবি করিয়া কি এমন অপরাধ করিয়াছে ? এই দাবি কি দোষের ? কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করা কি যুক্তিসংগত ? আমি আশা করি কোন ইংরেজই এরূপ মনে করিবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও অবিশ্বাসভাব পোষণ করিবেন বলিয়া আমি আশা করি না। মার্শাল চিয়াংকাইশেক, যিনি জাপানের বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করিতেছেন, তিনিও এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু দেখিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

জহরলালকে মার্শাল বন্ধু বলিয়া জানেন—সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু আছে বলিয়া তিনি মনে করিবেন বলিয়া আমি মনে করি না। মাদাম চিয়াং কাইসেককে আমি প্রীতির মনোভাবেই দেখিয়াছি। তিনি আমার

দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন এবং মার্শালের নিকট আমার কথাগুলি যে তিনি যথাযথ বলিয়াছেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

মাদাম চিয়াং আমাদের এই স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করেন নাই। যে বৃটিশ কূটনৈতিক চাল এতদিন সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী করিতে পারিয়াছে তাহার আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এখন অন্তে সে চাল শিখিয়া ফেলিয়াছে এবং প্রয়োগের চেষ্টা দেখিতেছে।

সম্মিলিত জাতিসমূহ, এমন কি সমগ্র ভারতও যদি আমি ভ্রান্ত এই কথা বলে তথাপি আমি অগ্রসর হইব। আমি আগাইয়া চলিব, শুধু ভারতের জন্য নহে, বিশ্বের জন্য। বৃটেন ভারতকে চরম নিন্দা করিতেছে, কিন্তু আমরা আর এক সুর নামিয়া যাইব না, ভদ্রভাবেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের আজকার দাবীর পূর্ব্বের দাবীর সহিত কোন অসঙ্গতি নাই।

সম্মিলিত জাতিসমূহ এখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব জানাইবার সুদীর্ঘ সুযোগ পাইলেন। এই সুযোগ যদি তাহারা নষ্ট করেন তবে ইতিহাস বলিবে যে, তাহারা ভারতের প্রতি তাঁহাদের যে ঋণ তাহা পরিশোধ করেন নাই। সমগ্র জগতের আশীর্ব্বাদ এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের সহায়তা কামনা করি।

চিরকাল ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে আমি পার্থক্য জ্ঞান করিয়াছি। গণতন্ত্রেরও অসম্পূর্ণতা আছে। আমি ফ্যাসিবাদের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য জ্ঞান করি না।

আমি কংগ্রেসকে কথা দিয়াছি, কংগ্রেস সাফল্য লাভ করিবে বা মৃত্যু বরণ করিবে।

আমি সকলকে চিন্তায় না হয় অন্তত কার্য্যে অহিংস হইতে বলিতেছি। যদি আপনাদের মনে সামান্য মাত্রও সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক থাকে তবে এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবেন। মনে করিবেন না যে, বৃটিশরা যুদ্ধে হারিবে।

ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করুন। আমি ব্রিটিশের পরম বন্ধু, প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আমি ব্রিটিশের ভুল দেখাইয়া দিব॥"

ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই জুলাইএর প্রস্তাব

মহাত্মা গান্ধীর খসড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রায় সপ্তাহ কাল যাবৎ নেতাদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়। প্রথমে নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায় কিন্তু শেষে খসড়া প্রস্তাব ১৪ই জুলাই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হয়। মহাত্মা এপর্যন্তও বলেন "কংগ্রেস আসুক বা না আসুক আমি আন্দোলন সুরু করিব।" তিনি ভারতের সমস্ত খাদি ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া কর্ম্মীদিগকে আহ্বান করেন। মহাত্মা প্রথমে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে রাজি হন নাই কিন্তু কয়েক জন সদস্য এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্টান কংগ্রেসের নিয়ম বহির্ভূত হইবে বলিয়া আপত্তি করায় মহাত্মা শেষে নিঃ ভঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে রাজি হন। **প্রস্তাবটি এইরূপ:**—"দিনের পর দিন যে ঘটনা ঘটিতেছে এবং ভারতের জনসাধারণ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহাতে কংগ্রেসানুগদের দৃঢ় অভিমত এই যে, অবিলম্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান চাই। পরাধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ ভারতবর্ষ সমুচিতভাবে আত্মরক্ষা করিতে তথা যে যুদ্ধে মানব জাতি উৎসাদিত হইতে বসিয়াছে—সেই যুদ্ধের ফলাফলে কোন প্রভাব বিস্তার করার মত কিছু করিতে পারিবে না বলিয়াই ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান চাই। শুধু ভারতের স্বার্থের জন্যই নহে, পৃথিবীতে নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ এবং এক জাতির উপর অপর জাতির আক্রমণের অবসান ঘটাইবার জন্যই ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন। এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভকাল হইতেই কংগ্রেস একান্তভাবে কাহাকেও বিব্রত না করার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেস আশা করিয়াছিল যে, এই নীতির

যৌক্তিকতা যথারীতি স্বীকৃত হইবে এবং জন-প্রতিনিধিদের হস্তে বাস্তব ক্ষমতা অর্পিত হইবে। কংগ্রেস আরও আশা করিয়াছিল যে, যাহাতে ভারতের গলায় বৃটিশের নাগপাশ দৃঢ়তর হয় এইরূপ কিছু করা হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত আশা চূর্ণ হইয়াছে। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে স্পষ্টতঃই বুঝা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ কবল কোন ক্রমেই শিথিল করা হইবে না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনাকালে কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ জাতীয় দাবীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যতদূর সম্ভব অল্পই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। এই আশাহানির ফলে বৃটেনের বিরুদ্ধে অমঙ্গল কামনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাপানী শক্তির জয়ে লোকের মনে ক্রমেই সন্তোষের সঞ্চার হইতেছে। ইহা প্রতিরোধ না করিলে পরিণামে লোকে নিষ্ক্রিয়ভাবে আক্রমণকে বরণ করিয়া লইবে। কমিটির মতে এ কল আক্রমণকেই প্রতিরোধ করিতে হইবে। জাপানীরা হউক বা অপর কোন বৈদেশিক শক্তি হউক যদি তাহারা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই কংগ্রেসের অভিপ্রায়।

"পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও লোকের স্বাধীনতা রক্ষার্থ সমরপ্রচেষ্টায় এবং সেই প্রচেষ্টায় যে দুঃখকষ্ট রহিয়াছে স্বেচ্ছায় সেই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে এবং দুঃখকষ্টের অংশভাগী হইতেও বৃটেনের প্রতি ভারতের বীতরাগকে অনুরাগে পরিণত করিতে কংগ্রেস সমুৎসুক। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতার দীপ্তি অনুভব করে একমাত্র তাহা হইলেই ইহা সম্ভব। সাম্প্রদায়িক গোলযোগ মীমাংসার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতির দরুণ ইহা সম্ভব হয় নাই। একমাত্র বৈদেশিক শাসন ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসানেই বর্ত্তমান অবাস্তব বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

"ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শক্তি সরিয়া গেলে দেশের দায়িত্বশীল নরনারী একত্র হইয়া প্রধান প্রধান সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক একটী অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট

প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টই এমন একটী পরিকল্পনা স্থির করিবেন যাহা দ্বারা সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মনঃপূত ভারতশাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য একটা গণ-পরিষদ আহ্বান করা হইবে। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্দ্ধারণের জন্য এবং মিত্রহিসাবে একযোগে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারত ও বৃটেনের প্রতিনিধিবর্গ আলোচনা করিবেন। ভারতবর্ষ তাহার জনগণের প্রেরণা ও শক্তি লইয়া কার্য্যকরীভাবে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করুক কংগ্রেসের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। মিত্রশক্তির আত্মরক্ষার ক্ষমতার ব্যাঘাত সৃষ্টি করাও কংগ্রেসের ইচ্ছা নয়। সুতরাং মিত্রপক্ষের সশস্ত্রবাহিনা যদি ইচ্ছা করে তবে জাপানীদের বা অপর কাহারও ভারত আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্য ভারতে থাকিতে পারে, তাহাতে কংগ্রেসের কোনও আপত্তি নাই। ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ প্রভুত্বের অপসরণ অর্থে সমস্ত ইংরাজের ভারত ত্যাগ বুঝাইবে এইরূপ অভিপ্রায় কংগ্রেসের কদাপি ছিল না। যাহারা ভারতবর্ষকে বাসভূমি করিয়া অপরাপরের সহিত সমানভাবে থাকিতে চাহিবে তাহাদিগকে কংগ্রেস কখনও চলিয়া যাইতে বলিবে না। যদি সদিচ্ছা লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ প্রভুত্ব অপসারিত হয় তাহা হইলে সাময়িক কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ও চীনকে সাহায্য করিতে এই গভর্ণমেণ্ট এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে সহযোগিতা চলিতে পারে ইহার মধ্যে যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে কংগ্রেস তাহা জানে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কোনও দেশকেই এরূপ বিপদের সম্ভাবনা বরণ করিতে হয়।

"কংগ্রেসের এই আবেদন অগ্রাহ্য হইলে কংগ্রেস ১৯২০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে অহিংস শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে অনিচ্ছার সহিত সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবে। ভারতের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্যই কংগ্রেস এই নীতি অনুসারে যদি কোনও ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ হয়

তাহা হইলে সমগ্র ভারতেই তাহা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে। এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ভার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হইতেছে।"

এই ঐতিহাসিক **"ভারত ছাড়"** প্রস্তাব কংগ্রেসের আদর্শ ও রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। এই প্রস্তাবে আপোষমূলক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করা হয়। এই প্রস্তাবকে (৫ই আগষ্ট তারিখে ইহা কিছু পরিবর্তিত হয়) কেন্দ্র করিয়া অধুনাতম ভারতের রাজনীতি বিবর্তিত হইতেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে গান্ধীজী—ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পর গান্ধীজী একটি সম্মেলনে ভারতীয় ও বৈদেশিক সাংবাদিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তিনি কতকগুলি প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর দেন:—

এই আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করার কোন প্রশ্ন নাই। জেলখানায় যাওয়া অতি সহজ জিনিষ। এই আন্দোলনে যাহারা যোগদান করিবে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। ১৯২০ ও ১৯২১ সালের আন্দোলনের দুঃখ দুর্দ্দশার ও ত্যাগের সহিত নূতন আন্দোলনের কোন তুলনাই চলিবে না। আমার উদ্দেশ্য আন্দোলন যথাসম্ভব ক্ষণস্থায়ী করা। এই আন্দোলনে আমার ইচ্ছা নয় এমন কোন কাজ করা যার জন্য জেলে যেতে হয়। যদি আমাকে জেলে টানা হয় তবে অনশন করিব কি না বলা কঠিন, এড়াবার চেষ্টা করিব।.........
আমার আন্দোলনের উদ্দেশ্য মিত্রশক্তির সহিত একযোগে জাপ আক্রমণ প্রতিরোধ করা ও চীনকে সাহায্য করা।

স্বাধীন ভারত নিজস্ব ধারায় বৃটিশের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে পারিবে। ভারত স্বাধীন হইবামাত্র বৃটেন নৈতিকশক্তি লাভ করিবে।

নূতন আন্দোলন সম্বন্ধে আভাষ:—রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন—নূতন আন্দোলনের তুলনায় পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত আন্দোলন ম্লান হইবে। নূতন আন্দোলন জেলে যাওয়ার চেয়ে কঠোর হইবে। চরম দমননীতি, গুলি চালনা, বোমা

বর্ষণ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—এই সকলের আমাদের সম্মুখীন হইতে পারে। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে যোগ দিতে হইবে। নূতন আন্দোলনে খাঁটি অহিংস নীতির ভিত্তিতে সর্ব্ববিধ সত্যাগ্রহই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইহাই শেষ সংগ্রাম। ভারতবাসী সত্যাগ্রহ অস্ত্রাগারের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র অহিংসার সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত অস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইতে পারে।

প্যাটেল বলেন—স্বাধীনতা একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেস যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেস স্বাধীনতা পাইলেই আত্মবিলোপ করিবে। কংগ্রেস তিন বৎসর স্বাধীনতা স্বীকৃতির প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়াছে। শত্রু দ্বারদেশে। কংগ্রেস আর অপেক্ষা করিতে পারে না। "ভারত ছাড়" নীতির ফলে কোন অরাজকতার সৃষ্টি হইলে বৃটেনই দায়ী হইবে। গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার পক্ষে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ক্রীপস প্রস্তাবেরই ব্যর্থতার পরিণতি। দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোন কোন দেশ অপেক্ষা স্বাধীন দেশের প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী। নেতাগণ গ্রেপ্তার হইলে নূতন নেতার অভ্যুদয় হইবে।

জহরলাল বলেন—আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। এই আন্দোলন ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে ছাপ দেওয়ার মত হইবে। বর্ত্তমানে নিষ্ক্রীয়তা আত্মহত্যার তুল্য হইবে। আমরা শুধু স্বাধীনতার জন্য নহে, আমাদিগকে রক্ষার জন্য, রাশিয়া ও চীনকে সাহায্য করিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি।

কংগ্রেস প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা—যদিও কংগ্রেস প্রস্তাব অতি স্পষ্ট ও একার্থবোধক ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে যে বৃটিশ শক্তির অপসারণের দাবির উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিকে বর্দ্ধিত করা ও যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সুসংহত করা তথাপি ব্রিটিশ আমেরিকার সংবাদপত্রে "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করা হয়। সমালোচকদের যুক্তি এই যে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশের বিপদ বুঝিয়া সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব করিয়াছেন,যাহাতে জাপানী আক্রমণের সুবিধা হয়, গণ-আন্দোলনে দেশে অরাজকতা ও সামরিক

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সমর প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। ভারত হইল প্রাচ্যযুদ্ধক্ষেত্রের প্রধানতম সামরিক ঘাঁটি, যেখান হইতে আমেরিকা, ব্রিটিশ বাহিনী জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। বিরুদ্ধবাদীরা মহাত্মার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহারা কংগ্রেসের প্রস্তাবের কদর্থ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি অবলম্বনে উত্তেজিত করে। ক্রীপস এই দমনকার্যে আমেরিকান-দের সাহায্য, সুবিবেচনা ও সমর্থন প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাবের কদর্থ করিয়া ও মূল কথা বর্জ্জন করিয়া বেতারে বক্তৃতা করেন। আমেরিকার সমালোচকরা বলেন "ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া থাকিলে যে বিরাট সামরিক সুবিধা লাভ হইবে তাহা হইতে যাহারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে আমেরিকা তাহাদিগকে শত্রু ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারে না" কেহ কেহ (যেমন ভারতের লর্ড বিশপ) মিত্রপক্ষকে সালিশী মানিতে বলেন। অনেকেই গান্ধীজীকে বিপজ্জনক কল্পলোকবিহারি বা বাস্তবভাবে কর্ম্ম করিতে অপারক বলিয়া নিন্দা করেন।

আমেরির হুমকি— আমেরি বলেন, "কংগ্রেসের দাবি গৃহীত হইলে ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃহৎ ও জটিল শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ও আকস্মিকভাবে বিকল হইয়া যাইবে। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি গৃহীত হইলে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা হইতে বিরত হইবে না।

ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত ঃ—মুসলিমলীগ, জাতীয়তাবাদী দল, হিন্দু মহাসভা, অনুন্নত সম্প্রদায়, কমিউনিষ্ট দল "ভারত ছাড়" নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন।

সমালোচকদিগের উত্তর—গান্ধীজী বলেন, আমার সমালোচকগণ ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি অথবা আমার প্রতি অভিসন্ধি আরোপ করিয়া থাকেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ জাতির একনিষ্ঠ সেবক। দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ সজাগ। আমাকে হিটলারের মত ডিক্টেটর বলা হয়। হিটলার শুধু আদেশ জারি

করেন. কোন যুক্তি মানেন না। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আমি আট দিন যাবৎ বন্ধুদের সহিত বিতর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনি। আমার যুক্তি ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাবই ইহার কারণ। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিধিমূলক জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণ ইহাকে মান্য করে। কংগ্রেস যাহা অর্জ্জন করে তাহা সমগ্র জাতির সম্পত্তি। কংগ্রেস এক্সিস সমর্থক নহে, গুপ্তষড়যন্ত্রকারী বা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান নহে।

এই আসন্ন সঙ্কটে বৃটিশশক্তি অপসারণের দাবি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করার সামিল নয়। কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ভাবী স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে মিত্রশক্তিবাহিনী ভারতে থাকিতে পারিত। কংগ্রেসের দাবি এত সুস্পষ্ট যে নির্ব্বোধেরও বোধগম্য হয়। যাঁহারা আমার দাবির তাৎপর্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন তাঁহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে আমার দাবি ন্যায়সঙ্গত। সম্মিলিত জাতিসমূহ যে স্বাধীনতা ও সভ্যতার শত্রুদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত কংগ্রেস সেই স্বাধীনতাই চাহিয়াছে ইহাতে আপত্তি কি? যে স্বাধীনতা বৃটিশ যুদ্ধের পরে দিতে প্রস্তুত যুদ্ধ জয়ের কয়েকদিন আগে দিতে এত আপত্তি কেন? ইহাতে বৃটিশের আন্তরিকতায় সন্দেহ জন্মে।

A. I. C. C. সভায় যোগদান করিবার জন্য বোম্বাই যাওয়ার পথে গান্ধীজী আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেন "আমি সত্যের উপাসক; সত্যকে ভগবান বলিয়া জানি। সত্য স্বাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি যে বৃটেন ও মিত্রশক্তির স্বার্থের জন্য ভারতকে স্বাধীন করার দরকার ইহা যদি না বুঝতাম তবে আমি "ভারত ছাড়" নীতির প্রবর্ত্তন করিতাম না। আমাদের ইচ্ছা সিঙ্গাপুর ও মালয়ের দুর্ঘটনার যেন ভারতে পুনরাবৃত্তি না হয়। ভারতকে যদি বিশ্বাস না করা হয় তবে এই দুর্ঘটনা এড়ান যাবে না। ভারতকে স্বাধীনতা দিলে ভারতের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সদিচ্ছায় পরিণত হইবে। ভারতবাসীর সদিচ্ছা আপনাদের সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানপোতের মতই মূল্যবান হইবে।

মহাত্মার শেষ আবেদন—সঙ্কটময় মুহূর্তে কংগ্রেস প্রস্তাবের যে ভুল অর্থ করিয়া প্রস্তাবের আন্দোলনের অংশে বেশী জোর দেওয়া হয় তাহাতে মহাত্মা খুব মর্ম্মাহত হন। তিনি নিম্নলিখিত আবেদনে প্রস্তাবের মূল অংশের অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেন ঃ—

"বৃটেনে ও আমেরিকায় কংগ্রেস প্রস্তাব সম্পর্কে সমবেত ক্রোধ ও বিরক্তির যে ঐক্যতান ধ্বনিত হইতেছে এবং কংগ্রেসের প্রতি যে হুমকি নিক্ষিপ্ত হইতেছে তাহা কংগ্রেসকে বিচলিত করিবে না। এই হিষ্টিরিয়া সুলভ আক্ষেপ চীৎকার বিদ্রোহের আলোক নিভাইবার মত শক্তি কখনই অর্জ্জন করিবে না।

"ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের অবসানের দাবির ন্যায্যতা সম্বন্ধে কেহ কখনও কোন প্রশ্ন করে নাই। দাবি উত্থাপনের সময়টা লইয়া যত আক্রমণ। এই সময় বাছিয়া লওয়ার কারণ এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ কার্য্যকরী ভাবে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। আমরা বিশ্বাস করি যে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইলে আমরা শুধু এই যুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকাই গ্রহণ করিব না, পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের শেষ সমাধানেও আমাদের হাত থাকিবে।

"ভারতবর্ষ যদি এখনই স্বাধীন না হয় এবং জাপানীরা যদি কোনক্রমে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে তাহা হইলে ভারতবাসীর অন্তরের গোপন অসন্তোষ তাহাদিগের সাদর অভ্যর্থনারূপে সহসা আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহা অপেক্ষা ভীষণতর সর্ব্বনাশ আর কিছু হইতে পারে না। ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া এই বিপদ হইতে এড়ান যায়। এই সহজ, স্বাভাবিক ও সাধু প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার অর্থ সর্ব্বনাশকে বরণ করা।

কংগ্রেস নিজের জন্য ক্ষমতা চায় না, চায় স্বাধীনতা। বৃটেন মুসলীম লীগ বা যে কোন দলের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে কংগ্রেসের আপত্তি হইবে না। প্রস্তাবের ভয়াবহ বিরুদ্ধতা ভারতবর্ষের সন্দেহ ও প্রতিরোধ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবে।"

৫ই আগষ্টের প্রস্তাব—বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৪ই জুলাই প্রস্তাবকে সংশোধন করিয়া কংগ্রেসের নীতি বর্ণনা করিয়া এবং ভারতবর্ষ যাহাতে সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের সক্রিয় মিত্র হইয়া আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে তজ্জন্য বৃটিশশক্তি অপসারণের দাবি করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ৮ই আগষ্টে এই প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে নিম্নরূপে গৃহীত হয়।

"ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই জুলাই তারিখের প্রস্তাব সম্পর্কে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। এই প্রস্তাবের পরবর্তী ঘটনাবলী যুদ্ধ পরিস্থিতি, বৃটিশ সরকারের দায়িত্বশীল মুখপত্রের উক্তি এবং ভারতে ও বিদেশে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য ও উক্তি করা হইয়াছে, নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশেষভাবে এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। কমিটি এই প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে এবং এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন যে, বর্ত্তমান ঘটনাবলী বিবেচনা করিলে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত মনে হইবে। অবিলম্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের জন্য এবং মিত্রশক্তির সাফল্যের জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়া দরকার। ভারতে যদি বৃটিশ শাসন চলিতে থাকে,তাহা হইলে ভারতবাসীগণের দিন দিন আত্মরক্ষার ও বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ হইবে।

"রুশ ও চীন রণাঙ্গনের গুরুতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কমিটি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাশিয়া ও চীনের অধিবাসিগণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতেছে, তজ্জন্য কমিটি তাহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান বিপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহারা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজন। এই নীতি বারংবার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে কারণ এই নীতির মধ্যে ব্যর্থতার বীজ নিহিত আছে। স্বাধীনতা দান

অপেক্ষা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং ধন-তান্ত্রিক প্রথা ও উপায়কে কায়েম করিবার চেষ্টার উপরই মিত্রপক্ষ জাতিপুঞ্জের শাসন নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যের অধিকার ইংরাজকে শক্তি দান করে নাই বরং উহা অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের চরম নিদর্শন ভারতবর্ষ সমস্ত প্রশ্নের জটিল গ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছে, কারণ ভারতের স্বাধীনতার দ্বারাই বৃটেন ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহকে বিচার করা হইবে এবং এশিয়া ও আফ্রি-কার অধিবাসিগণ আশা ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইবে; কাজেই এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসানই হইতেছে প্রধান ও আশু সমস্যা এবং ইহারই উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। স্বাধীন ভারত স্বাধীনতাসংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ,ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করিয়া এই সাফল্য সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। ইহার ফলে সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত জনগণ সম্মিলিত জাতিসমূহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে এবং ভারত উহাদের মিত্রশক্তি হইবে।

"ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইলে একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং স্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিসমূহের মিত্রশক্তি হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলের সহিত দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইবে। দেশের প্রধান প্রধান দলের সহযোগিতা দ্বারাই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে। কাজেই উহা ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক একটি সর্ব্বদলীয় গভর্ণমেণ্ট হইবে। উহার কাজ হইবে ভারত রক্ষা করা, সমস্ত সশস্ত্র উপায়ে ও অহিংস শক্তির সাহায্যে মিত্রশক্তির সহিত একযোগে আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং ক্ষেতের চাষী ও কারখানার অন্যান্য মজুরদের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করা। তাহাদের হস্তেই প্রধানতঃ সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

"অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গণ-পরিষদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। এই গণ-পরিষদ এরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন, যাহা ভারতের সকল দল কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে

পারে। কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের আকারে হইবে। এতদ্দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যপক ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষমতাও থাকিবে। পারস্পারিক সুযোগ-সুবিধা এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ব্যাপারে তাহাদের সহযোগিতা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্র সমূহের প্রতিনিধিগণ যখন একটি বৈঠকে সম্মিলিত হইবেন তখন তাঁহারাই ভারত ও মিত্ররাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করিবেন। স্বাধীন ভারতই কার্য্যকরীভাবে শত্রুর আক্রমণে বাধা দিতে পারে। ভারতের স্বাধীনতাই বিদেশীর কবল হইতে এশিয়ার অন্যান্য জাতির মুক্তির প্রারম্ভিক ব্যবস্থা। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ডাচ-ইষ্টইণ্ডিজ, ইরাণ ও ইরাককেও স্বাধীনতা দিতে হইবে। যে সমস্ত দেশ বর্ত্তমানে জাপানের অধিকারে গিয়াছে, পরবর্ত্তী কালে সেগুলি কোন বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের ভবিষ্যৎ শান্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির জন্য স্বাধীন জাতিসমুহকে লইয়া বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই সঙ্ঘ গঠিত হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রাদি রাখিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সেনাবাহিনীই জগতের শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। স্বাধীন ভারত সানন্দে এই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিবে এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সমাধানকল্পে সমান মর্য্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতা করিবে।

"গ্রেট বৃটেন ও সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলির নিকট কংগ্রেসের আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতার মুখ চাহিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি বৃটেন ও মিত্রশক্তিবর্গের নিকট এই শেষ মুহূর্ত্তে আর একবার আবেদন জানাইতেছেন। কমিটি এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছেন যে, স্বাধীনতার অবিচ্ছিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস পন্থায় ব্যাপকতম গণ-আন্দোলন সুরু করিবার অনুমতি তাঁহারা দিবেন। শান্তিপূর্ণ পন্থায় আন্দোলন চালাইবার জন্য গত দ্বাবিংশতি বৎসরে

দেশ যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে অহিংসভাবে দেশ আজ তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতেই থাকিবে। দেশকে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য কমিটি গান্ধীজীকে এই নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাইতেছে। সহনশীলতা ও সাহসের সহিত আন্দোলনের দুঃখকষ্ট বরণের জন্য কমিটি আজ ভারতের জনগণকে অনুরোধ জানাইতেছে। সকলকে মনে রাখিতে হইবে যে, অহিংসা এই আন্দোলনের মূলভিত্তি। এমন সময় আসিতে পারে যখন আর নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং নির্দ্দেশও জনগণের নিকট পৌছিবে না। তখন কোন কংগ্রেস কমিটিও হয়ত আর কাজ চালাইতে পারিবে না। অবস্থা যখন এইরূপ দাঁড়াইবে তখন আন্দোলনের সহিত জড়িত নরনারীদের সকলকে সাধারণ নির্দ্দেশের উপর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া চলিতে হইবে। এই গণ-আন্দোলনের দ্বারা কংগ্রেসের জন্য ক্ষমতা হাত করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে সমগ্র ভারতের জনগণই তাহার অধিকারী হইবে।"

গান্ধীজীর নির্দ্দেশ—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন রাত্র দশটায় শেষ হয়। মহাত্মা একথাও বলেন আমি আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তিনি সমস্ত ভারত-বাসীকে স্বাধীন ব্যক্তি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বলেন। তিনি সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদের গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে বলেন যে তাহারা কংগ্রেসের পক্ষে আছে। ছাত্র ও শিক্ষকগণকে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

তিনি দেশীয় রাজাদের প্রতি একটি আবেদনে জানান "দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি। ব্রিটিশের সদিচ্ছার উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং এই সদিচ্ছাও যেমন মূল্য দেওয়া হয় তাহার উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান দেশীয় রাজাগণও সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। তাঁহারা যদি নিজেদের সাম্রাজ্য-বাদ যন্ত্রের অংশ বলিয়া গণ্য না করিয়া জাতির বিশিষ্ট অংশ বলিয়া গণ্য করেন

তবে তাঁহাদের অবস্থা এত অসহায় হয় না। যদি যন্ত্র উল্টাইয়া যায় তবে তাঁহারাও অদৃশ্য হইবেন যদি তাঁহারা জাতির উপর নির্ভর না করেন। তাঁহারা সময়ের তালে চলিবেন, না সাম্রাজ্যবাদ রথের সঙ্গে যুক্ত থাকিবেন? তাঁহাদের প্রজাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতার অংশ দিয়া তাঁহাদের সদিচ্ছা অর্জ্জন করা উচিৎ। তাঁহারা চিরকাল একচ্ছত্র ক্ষমতা চালাইতে পারিবেন না। রাজারা উদার হইলে কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইলে তাঁহারা সবই হারাইবেন। তাঁহাদের ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে প্রজাদের অছিস্বরূপ হইবে ইহা আমি ইচ্ছা করি। তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতার অবসান হওয়া উচিত। জনসাধারণের স্বাধীনতা একজন লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিৎ নয়। কোন লোক রাজা, জমিদার বা ব্যবসায়ী—একক স্বোপার্জ্জিত বা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হওয়া উচিত নয়। ধনী লোকরাই স্তম্ভ যাহার উপর ব্রিটিশ শক্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি এই স্তম্ভগুলির নিকট সাড়া পাই নাই বলিয়া এই স্তম্ভগুলি যাহাদিগের উপর দাঁড়াইয়া আছে সেই জনসাধারণকে আন্দোলিত করিব।"

গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ও প্রতিরোধ—গান্ধীজী ও কংগ্রেস ব্রিটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের দাবি এত সুস্পষ্টভাবে নানা প্রবন্ধ ও প্রস্তাব দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া স্বত্বেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আসন্ন আন্দোলনকে দমন করিবার তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কমিউনিষ্টদের উপর দীর্ঘস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। উদ্দেশ্য যাহাতে কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারে যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে সেই রাত্রিতেই ভারত সরকার নিম্নলিখিত প্রস্তাব (সংক্ষিপ্ত) গ্রহণ করে:—

"যে দাবি ("ভারত ছাড়" দাবি) গ্রহণে ভারত আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় নিমজ্জিত হইবে এবং মানব স্বাধীনতার সাধারণ প্রচেষ্টাকে বিফল

করিবে সেই দাবি ভারত গভর্ণমেণ্ট। ভারতবাসীর নিকট যে দায়িত্ব আছে এবং মিত্রপক্ষের নিকট যে বাধ্যবাধকতা আছে তাহার পক্ষে অসামঞ্জস্য মনে করে।

"ব্রিটিশ শক্তির অপসারণে ভারতে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে, সাম্প্রদায়িক কলহ দেখা দিবে, অর্থনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্ত হইবে। গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি স্বীকার করেন না। এই দাবির কোন যুক্তি নাই। দেশের বিরাট ও শক্তিশালী অন্য দল এই দাবির প্রতিবাদ করিয়াছে। ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দুই এক দিনের মধ্যে সাময়িক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। এই দাবী স্বীকার করিলে রাশিয়া ও চীনকে প্রতারণা করা হবে।

"কংগ্রেসের এই চ্যালেঞ্জে ভারত গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুঃখিত কিন্তু ভারত রক্ষার ভার তাহাদের উপর সুতরাং যাহাতে আন্দোলন বিস্তৃত হইতে না পারে তাহার প্রতিবিধান করা দরকার।"

কংগ্রেস কেবল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজীর আপোষ মীমাংসা করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে সে অবকাশ দেন নাই। সে অবকাশ দিলে হয়ত আগষ্ট বিপ্লবের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি এড়ান যেত। কিন্তু প্রথমেই গভর্ণমেণ্ট কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করিয়া আগষ্ট বিপ্লবের সুযোগ দেয়।

নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ—রাত্র দশটায় A. I. C. C. সভা শেষ হয়। সেই রাত্রিতেই গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করেন। ভোর পাঁচটায় বোম্বাইতে মহাত্মা গান্ধীকে, ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সভ্যদের, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বহু সভ্যকে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হয়।

গান্ধীজী ভোর চারটায় দৈনন্দিন প্রার্থনার পর শুনিলেন যে তাঁহাকে, মহাদেব দেশাইকে ও মিরা বেনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট লইয়া বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার দ্বারদেশে উপনীত। গান্ধীজী ফলের রস ও

ছাগল দুগ্ধ পান সমাপ্ত করিলে বিরলার পরিবারের লোকজন গান্ধীজীর একটি প্রিয় সঙ্গীত গান করেন। একজন মুসলমান কোরাণ হইতে কিছু আবৃত্তি করেন। তৎপর গান্ধীজী একখানি গীতা লইয়া মিরা বেনের সহিত একখানি মোটরে পুলিশ কমিশনারের হেপাজতে এবং মহাদেব দেশাই অন্য এক গাড়ীতে চলিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতে বহু নেতা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন ও গভর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে দমননীতি আরম্ভ করেন। সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সংবাদ প্রকাশের উপর ভারত রক্ষা আইন বলে নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ইহার প্রতিবাদে অনেক সংবাদপত্র বন্ধ হইয়া যায়।



আগষ্ট বিপ্লব

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণায় এবং গবর্ণমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক বিরাট অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। "ভারত ছাড়" এই দুইটি ঐন্দ্রজালিক শব্দে আসমুদ্র হিমাচল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই বিপ্লবই "আগষ্ট বিপ্লব" নামে খ্যাত।

আগষ্ট বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য :—(১) সিপাহী বিদ্রোহের পর এরূপ ব্যাপক গণ-জাগরণ ভারতে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের মত ইহার কোন নেতা ছিল না আন্দোলনের কোন পরিকল্পনা ছিল না বা নির্দ্দেশ ছিল না, ইহাতে কোন সৈন্য যোগদান করে নাই, একস্থানের আন্দোলনের সহিত অন্য স্থানের কোন যোগাযোগ ছিল না, কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। বিদ্রোহীরা প্রচুর অস্ত্রবলের সাহায্য পাইয়াছিল।

(২) সিপাহী বিদ্রোহের কারণ স্বাধীনতা লক্ষ্য হইলেও দেশের জনসাধারণ ইহাতে যোগ দেয় নাই। আগষ্ট বিপ্লবে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, কৃষক শ্রমিক, ছাত্র কিশোর, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যোগদান করে।

(৩) জিন্নার নিষেধ সত্ত্বেও বহু মুসলমান এই বিপ্লবে যোগ দিয়াছে। এই বিপ্লব চলাকালীন কোন স্থানে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় নাই। মুসলমান বিপ্লবকে হিন্দুর সংগ্রাম বলিয়া মনে করে নাই। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া মুসলমান বিপ্লবের বিশেষ কোন বিরোধিতা করে নাই। ইহাতে দেখা যায় স্বাধীনতার দাবিতে সংগ্রামের সময় হিন্দু মুসলমানের কোন বিরোধ থাকে না। তৃতীয় পক্ষের দ্বারা নিয়োজিত প্ররোচনাকারীর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা এই সময়ে ব্যর্থ হয়।

(৪) কংগ্রেসের প্রধান কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় অধিকাংশ স্থানে এই আন্দোলন পরিচালিত করিবার কোন নেতা ছিল না। ইহা নিরস্ত্র-

জাতির স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন। এইরূপ নেতৃহীন আন্দোলন ইতিহাসে খুবই কম।

(৫) এই বিপ্লব প্রথমে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনে প্রমাণিত হয় যে, জাতির জীবনে অহিংসার আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৬) পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিপ্লবীরা যে অসম সাহসিকতা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। কামান বন্দুকের ভয় বা মৃত্যুভয় দেশবাসী জয় করিয়াছে। বহু বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া হাসিমুখে বিদেশী শাসকবর্গের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। "কর না হয় মর" এই মন্ত্র দেশের লোককে কি অদ্ভুতভাবে অনুপ্রাণিত করে।

(৭) কংগ্রেস প্রস্তাবই যে আগষ্ট বিপ্লবের একমাত্র কারণ তাহা নহে। দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের ও শোষণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, দেশে সর্ব্বত্র অসন্তোষের চিহ্ন দেখা দেয়। তাহারই বিষময় ফল আগষ্ট বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে।

(৮) কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ একটি ভুল করেন। কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে একটি পূর্ণ অহিংস পরিকল্পনা রচনা করিয়া সর্ব্বত্র তাহা জানাইয়া দিলে ভাল হইত। দেশকে আন্দোলনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত না করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করা সুবিধাজনক হয় নাই।

(৯) জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্দ্ধন, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া প্রভৃতি socialist নেতা ও কর্মী গুপ্তভাবে এই আন্দোলন চালান। (ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতির বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হইবে)

আগষ্ট বিপ্লবের প্রকৃতি:—প্রথমে জনসাধারণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশিত অহিংস উপায়ে "ভারত ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ করে কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অমানুষিক ও অপ্রয়োজনীয় অত্যাচারে উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া লোকগণ

হিংস উপায় অবলম্বন করে। পুলিশ লাঠিচার্জ্জ করিয়া শোভাযাত্রা ও সভা ছত্রভঙ্গ করে। অনেক স্থলে পুলিশ ও মিলিটারী নির্ব্বিচারে গুলি চালায়, বহু লোক নিহত ও আহত হয়। পুলিশ অনেক স্থলে বিপ্লবীদের ঘরে আগুণ লাগাইয়া দেয় এবং লোকের বাসভূমি লাঙ্গল দিয়া চাষ করে। পুলিশ ও মিলিটারির লোক বহু নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ইহাদের মধ্যে গর্ভবতী ও রুগ্না নারী আছে। শিশুদের নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হয়। পুরুষকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত দেওয়া হয়, পুংলিঙ্গের উপর সোরা ও চূণের প্রলেপ দেওয়া হয়, নখের গোড়ায় কাটা ফুটান হয়। বুকের উপর সবুট চাপ দেওয়া, অনাহারে হাজতে আটক রাখা, বিনাবিচারে দীর্ঘকাল জেলে রাখা, বেপরোয়াভাবে নিরীহ গ্রামবাসীদের গৃহাদি লুণ্ঠন করা, পাইকারী জরিমানা আদায় করা, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই সকল দমনমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ভারতরক্ষা আইনের অজুহাতে বিদেশী শাসকবর্গের নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। দেশের লোক এই সকল অত্যাচারে ধৈর্য্যের সীমা হারায়। তাঁহারা বহুস্থানে রেলপথের ক্ষতি সাধন করিয়া রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক আলোর তার কাটিয়া দেয়, বহু পোষ্ট অফিস ও থানা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে এবং পোড়াইয়া দেয়, রাস্তাসমূহের ক্ষতি সাধন করিয়া কিংবা রাস্তার মাঝে গাছ ফেলিয়া পথ অচল করে। বড় বড় সহরে ট্রাম, মটরট্রাক পোড়াইয়া দেয়। কয়েকখানি ট্রেণও আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হয়, অনেক জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, আফগারি দোকান, হাই স্কুল, আয়কর অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন আগুণে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দোকানপাট, স্কুল কলেজ, কলকারখানা বন্ধ হয়। ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া দিনের পর দিন এই আন্দোলনে যোগ দেয়; চাষী, মজুর কাজ ছাড়িয়া দলে দলে "ইংরাজ, ভারত ছাড়" "কর না হয় মর" এই ধ্বনি করিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করে। বড় বড় কলকারখানায় ধর্ম্মঘট হয়। আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ছোট বড় শোভাযাত্রা বাহির করা

হয়। কয়েক জায়গায় কোর্টে, পোষ্টাফিসে, রেল ষ্টেশনে হানা দিয়া কাগজ পত্র পোড়াইয়া দেওয়া হয়। বালিয়ায়, সাতারায় ও মেদিনীপুরে দুই বৎসর জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। কয়েকস্থানে পুলিশ কনেষ্টবল, হাকিম, পুলিশ অফিসার নিহত হন, কয়েকজনকে অজ্ঞাতস্থানে লইয়া আটক রাখা হয়। অনেকে গুপ্তভাবে (underground) আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ইহাদের অনেকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বলবৎ থাকা স্বত্বেও ব্রিটিশ পুলিশ তাঁহাদিগকে ধরিতে পারে নাই। অরুণা আসফ আলি গুপ্তভাবে পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া কলিকাতা সহরেই কয়েকবার আগমন করেন। অনেকে গুপ্তস্থান হইতে মহাত্মার নির্দ্দেশে আত্মসমর্পণ করেন। এমন কি গুপ্তভাবে রেডিওযোগে আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপন করা হইত। সাধারণভাবে আগষ্ট বিপ্লবের কাহিনী বলা হইল। এইবার কোন প্রদেশে বিপ্লব কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা বলা হইবে। প্রথমে বাংলার কথা বিবৃত হইবে।

বাংলার হলদিঘাট মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনীপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মেদিনীপুরে বিশেষতঃ তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে কয়েক স্থানে কয়েক মাসের জন্য বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই মহকুমা ঝঞ্ঝা ও প্লাবন মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিধ্বস্ত হইলেও মহকুমাবাসীগণ মহাত্মার আহ্বানে একপ্রাণ হইয়া অভূতপূর্ব্ব সাড়া দেয়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব ও গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উৎপীড়ন সবই ভুলিয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের জাতীয় সরকার ও বিদ্যুৎ বাহিনী ভারতের জনজাগরণের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে।

মেদিনীপুরের প্রস্তুতি—মেদিনীপুরবাসীগণ দেশপ্রাণ শাসমলের সময়ে

কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের শাখা সমিতি জেলার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসমলের বিরোধিতায় তাঁহার জীবদ্দশায় মেদিনীপুরে তথাকথিত গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইন প্রবর্তিত হইতে পারে না। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য এখানে ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। তমলুক মহকুমায় ছয়টি থানা আছে যথা:—সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া। তমলুক মহকুমায় ৭৬টি ইউনিয়ন আছে, ১২৪৫টি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ৭½ লক্ষ।

তমলুকে একটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি ও ছয়টি থানায় ছয়টি কংগ্রেস কমিটি ছিল। থানা কমিটিগুলির অধীনে ইউনিয়নে ৫২টি প্রাথমিক কমিটি ছিল। কমিটিগুলি শুধু নামেই বর্তমান ছিল না। সব কমিটিগুলি সুসংবদ্ধ ও সক্রিয় ছিল। কোথাও খাঁটি কর্মীর অভাব ছিল না। চারিটি থানা কংগ্রেস কমিটির নিজস্ব অফিস ঘর ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করিয়া সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে কংগ্রেসকর্মীগণ গণসংযোগ কার্য করিতে অসুবিধা বোধ করেন। তাঁহারা গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েকজন কর্ম্মীকে খদ্দর উৎপাদন, কাগজ তৈয়ারি প্রভৃতি কুটির শিল্প সম্বন্ধে ট্রেণিং লওয়ার জন্য ওয়ার্দ্ধায় ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন থানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের তত্ত্বাবধানে খাদি কেন্দ্র খোলা হয়। ৩৫০০ কাটুনী খাদি তৈয়ার করেন এবং ৪৭০০ কাটুনী সুতা কাটিয়া অর্ধেক সুতা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করেন। অধিকাংশ কাটুনীই স্ত্রীলোক। মহকুমায় ৯টি হরিজন বিদ্যালয় ও ২টি নৈশ বিদ্যালয় ছিল। হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ—যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে বাসদেবপুর আশ্রমে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও অন্যত্র ৩৫ জন কর্ম্মী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বহু সত্যাগ্রহী মুক্তি পাইয়াই আবার সত্যাগ্রহ করেন। ইহাতে লোকের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত

হয়। দুইজন কর্ম্মি সত্যাগ্রহ করিবার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাহারা গ্রেপ্তার হন।

সরকারের বঞ্চনা নীতি—জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় মেদিনীপুর জেলা বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষিত হয়। বাংলার সমুদ্রোপকূলস্থ অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলার অধিকাংশ মোটর যান, কাঁথি মহকুমা ও তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম ও ময়না থানার সকল শ্রেণীর নৌকা, সমগ্র নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সুতাহাটা ও ময়না থানা এবং পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার অধিকাংশ অঞ্চল হইতে সাইকেল সরাইবার আদেশ হয় পাছে জাপানীরা আসিয়া এই সকল যান ব্যবহার করে। যে অল্প কয়েকখানি মোটর বাস চলিত সেগুলিও যথেষ্ট তৈল পাইত না। মোটর বাসের অভাবে জেলাবাসীদের অশেষ দুর্গতি হয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে নৌকাগুলি ৩০ হইতে ৯০ মাইলের দূরে সরাইবার আদেশ হয় কিন্তু এই আদেশ পালন করা অসম্ভব হওয়ায় অধিকাংশ নৌকা পুড়াইয়া ফেলা হয় কিংবা নষ্ট করা হয়। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। অসংখ্য লোক জীবিকার একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হন।

সাইকেলের মালিকরা শতকরা ২৫ জন ॥০ হইতে ৫৲ টাকা এবং শতকরা ৫০ জন ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা ক্ষতিপূরণ পান। জাপ আক্রমণের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া দায়িত্বহীন কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের দুর্গতির দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বেপরোয়াভাবে বঞ্চনা নীতি প্রবর্তন করেন। এই সকল অর্থহীন অবিমৃষ্যকারিতার ফলে লোকের মনে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষ ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল।

স্বেচ্ছাসেবক গঠনঃ—এই সকল বঞ্চনা নীতির ফলে লোকের মনে একটা আশঙ্কা হয় যে কর্ত্তৃপক্ষ জাপানীদের দেখামাত্র দেশবাসীকে ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। আত্মরক্ষার জন্য এবং অরাজকতা ও

বিশৃঙ্খলা প্রতিবিধানের জন্য প্রথমে সুতাহাটা ও মহিষাদল থানায় দুইটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। ইহাদের নাম হয় **বিদ্যুৎ বাহিনী**। ইহাদের কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। একমাসেই তিন হাজার স্বেচ্ছা সেবক সংগৃহীত হয়। কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যা পাঁচ হাজার হয়। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবিকাও ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য 'শিক্ষা কেন্দ্র' স্থাপিত হয়। সুতাহাটায় একটি "ভগিনী সেনা শিবির" স্থাপিত হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ দিবারাত্রির কাজ করার জন্য নিয়োজিত হয়। নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এই সময় মহকুমা পরিদর্শন করিয়া আসন্ন অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য নির্ভীক ভাবে সংঘবদ্ধ হইতে, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে, অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে, মহকুমা হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করিতে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ আসন্ন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বহু টাকা এবং ধান চাউল সংগ্রহ করে।

গভর্ণমেণ্টের প্রথম অত্যাচার ও গুলিচালনা :—তমলুকের নেতৃবৃন্দ ১৯৪১ সালে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মহকুমা হইতে ধান-চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য ও বাহির হইতে উহা আমদানি করিবার জন্য জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। পরন্তু আতঙ্কসৃষ্টির ফলে ধান চাউল রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করার জন্য কয়েক জন কংগ্রেস কর্মীকে অন্য অজুহাতে দণ্ড দেওয়া হয়। জজের আদালতে আপীলের ফলে অনেকেই অব্যাহতি পায়। তিন ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। অপরাধ—জেলার দুর্ভিক্ষ নিবারণে কর্ম্মীগণ চাউল রপ্তানিতে বাধা দেয়। বাংলার তদানীন্তন লাট স্যার জন হার্বাটের বঞ্চনা নীতির ফলে বাংলা হ'তে চার কোটি টাকার চাউল উধাও হয়।

১৯৪২ সালে ৮ই সেপ্টেম্বরে প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া মেদিনীপুরে চাউলের কল হইতে চাউল রপ্তানিতে বাধা দেয়। পুলিশের

গুলিতে তিন জন গ্রামবাসী নিহত হয়। ঘটনার সময় কোন কংগ্রেস কর্ম্মী তথায় ছিল না।

সংবাদ পাইয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে ৪০ জন স্বেচ্ছা-সেবক ও ছয় হাজার গ্রামবাসী চাউলের কলে আসে। ৪০ জন কনষ্টেবল সহ একজন পদস্থ কর্ম্মচারি ঘটনাস্থলে আসেন। মৃতদেহগুলি কংগ্রেস কর্ম্মীদের হাতে না দিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। গ্রামবাসীগণ শবগুলি উত্তোলন করিলে পুলিশ উহা কাড়িয়া লইয়া একই চিতায় পোড়াইয়া ফেলে। পরে জনৈক পদস্থ কর্মচারি পার্শ্ববর্ত্তী ৬টি গ্রামে হানা দিয়া ২৩০ জন নির্দ্দোষী লোককে গ্রেপ্তার করে এবং সারাদিন বিনা আহারে রৌদ্রে বসাইয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে ১৮ জনের ১॥ বৎসর হইতে ২ বৎসর কারাদণ্ড হয়। অপর পক্ষে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ কল মালিকদের দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া দেয়। জরিমানার মধ্যে ১॥ হাজার টাকা নিহত ব্যক্তিদের পরি-বারবর্গকে দেওয়া হয়। মালিকরা ভবিষ্যতে চাউল রপ্তানি করিবে না প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহাতেই কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি বোঝা যায়। অবশেষে কংগ্রেসের যুক্তি মানিয়া কর্ত্তৃপক্ষ চাউল রপ্তানি বন্ধ করেন। আগষ্ট বিপ্লবের সময় এই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। কংগ্রেস পিকেটিং করিয়া চাউল রপ্তানি বন্ধ করে। কংগ্রেসের অনুরোধে অনেকে উদ্বৃত্ত ধান্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে এবং বহুক্ষেত্রে বিনাসুদে ধার দেয়।

"ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণের ফল ঃ—কর্ত্তৃপক্ষের ভারত রক্ষা আইন বলে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ, জনমত প্রকাশ বন্ধ, অন্যায় ভাবে নূতন সেস্ ধার্য প্রভৃতি নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা একটি বারুদস্তূপে পরিণত হয়। "ভারত ছাড়" প্রস্তাব ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার এই বারুদস্তূপে অগ্নি সংযোগ করে।

অন্যায় ও জোর করিয়া ধনীদরিদ্র সকলকে সমর ঋণ ক্রয় করিতে ও যুদ্ধের জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। যানবাহন বঞ্চনানীতির ফলে মহকুমার

উপর অনিবার্য্য দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এই সব কাজের ফলে লোকের মনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল, বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইতে জেলবাসী কৃতসংকল্প হয়।

আগষ্ট বিপ্লবের আরম্ভ :—"ভারত ছাড়" প্রস্তাবের বিষয় লইয়া অসংখ্য সভার অনুষ্ঠান হয়। এক একটি সভায় পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার লোক সমাগম হয়। সভা ও শোভাযাত্রা সেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত হইত এবং সর্ব্বদাই শান্তিপূর্ণ থাকিত। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে এই সকল সভা ও শোভাযাত্রায় গভর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন হস্তক্ষেপ করে নাই, কেবল মহিষাদলের ২০ হাজার লোকের এক সভায় জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারি কয়েকজন কনেষ্টবলকে ৪ জন বক্তাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দেন। জনতা ইহাতে বাধা দেয়। তৎপর কনেষ্টবলকে লাঠি চালাইতে হুকুম দেওয়া হয়। কনষ্টবলরা সেই আদেশ পালন করে নাই। হিন্দু মুসলমান এক হইয়া সরকারি অফিস, থানা, আদালতের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কংগ্রেস **ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।** প্রত্যেক থানা স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। অনেকবার মহকুমার সর্ব্বত্র হরতাল পালিত হয়। বহু ছাত্র সভা, শোভাযাত্রা ও হরতালে যোগ দেয়। অনেক বিদ্যালয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। অনেক বিদ্যালয় সামরিক উদ্দেশ্যে দখল করা হয়।

সরকারি অফিস বয়কট :—সমস্ত সরকারী কার্য্যালয় বয়কট করা হয়। আদালতে কেহ মামলা করিতে যাইত না। রেজেষ্টারি অফিসও বর্জ্জিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকার জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড দখল করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসকর্ম্মীগণ পুনরায় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বরে পুনরায় লোকাল বোর্ড সরকারি দখলে চলিয়া যায়। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিয়ন বোর্ড গুলি চৌকিদারি ট্যাক্স আদায় বন্ধ করেন। সার্কেল অফিসারের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করেন। চৌকিদার ও দফাদারের উর্দ্দি পোড়াইয়া ফেলা হয়। যে

সকল ইউনিয়ন বোর্ড কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে নাই সেগুলি কংগ্রেসীরা দখল করেন ও কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলে।

শিবির ধ্বংস :—সরকারি বাহিনী কংগ্রেসের শিবিরগুলি জ্বালাইয়া দেয় বা ধ্বংস করে এবং গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করে। যত বার শিবির ধ্বংস হয় ততবার শিবির পুনর্নিমাণ করা হয়।

রাস্তা অবরোধ ও সরকারী কার্য্যালয় ধ্বংস :—তমলুক মহকুমার কর্ম্মীদের সভায় স্থির হয় যে ২৯শে সেপ্টেম্বরে যুগপৎ সরকারী কার্য্যালয়গুলি আক্রমণ করা হইবে। ২৮শে রাত্রিতে গাছ ফেলিয়া তমলুক হইতে পাশকুড়া, মহিষাদল ও নরঘাট যাওয়ার রাস্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করা হয়, ৩০টি পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, ২০টি জায়গায় রাস্তার উপর বড় গর্ত্ত করা হয়, ২৭ মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা হয়, ১৯৪ টি টেলিগ্রাফ থাম ভাঙ্গা হয়, কোশি ও হুগলী নদীর খেয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হয়, সাতদিনের মধ্যে ৪টি থানা আক্রান্ত হয়, ১টি থানা, ১টি ফাঁড়ি, ২টি সাব-রেজেষ্টারি অফিস, কাগজ পত্র সহ ১৩টি ডাকঘর, ৯টি ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, ১০টি পঞ্চায়েৎ অফিস, ১২টি মদের দোকান, ৪টি ডাকবাংলা, মহিষাদল রাজষ্টেটের কাছারি ও ৩৫০টা চৌকিদারের উর্দ্দি পোড়াইয়া ধ্বংস করা হয়। বিপ্লবীরা ১৩ জন সরকারী কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহারা সরকারী চাকুরীতে ইস্তাফা দিবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই অভিযানে প্রায় একলক্ষ হিন্দু-মুসলমান যোগ দেয়।

তমলুক সহর চারিদিক হইতে আক্রান্ত

গুলিবর্ষণের মুখে অগ্রসর—অপরাহ্ন তিনটার সময় ৪টি বিরাট শোভা-যাত্রা চারিদিক হইতে তমলুক সহরের দিকে অগ্রসর হয়। সমগ্র সহরটি ও প্রত্যেক রাস্তা পূর্ব্ব হইতে বৃটিশ এবং গুর্খা সৈন্য ও পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। পশ্চিমদিক হইতে আট হাজার বিপ্লবী পুলিশের প্রচণ্ড লাঠি চালনা

উপেক্ষা করিয়া থানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়; পাঁচজন বিপ্লবী আহত হয় এবং শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কয়েকজন বিপ্লবী "কর না হয় মর" নীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া গুলি-বৃষ্টির মধ্যে পুনরায় থানার দিকে অগ্রসর হয়। একজন গুলিতে নিহত হয় এবং বহু লোক আহত হয়। বৃটিশ সৈন্য আহত রামচন্দ্র বেরাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা দিয়া টানিয়া থানার সম্মুখে ফেলিয়া রাখে। রামচন্দ্র সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে অন্যের অলক্ষিতে গুলিবিদ্ধ দেহটিকে অতিকষ্টে থানার দরজা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া



তমলুক ও কাঁথি মহকুমার মানচিত্র

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেন, "আমি এখানে, থানা দখল হইয়াছে"। এই কথার পর তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করে।

মহিলা সত্যাগ্রহীর আত্মদান—৭৩ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেস সেবিকা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা উত্তর দিক হইতে সহরে প্রবেশ করিয়া সরকারী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়। সৈন্যরা নির্ম্মমভাবে গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। প্রথমে তাঁহার দুই হাত গুলিবিদ্ধ হয়। তৎসত্ত্বেও তিনি সমগ্র শক্তিতে জাতীয় পতাকা হাতে ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ভারতীয় সৈন্যদের চাকুরী ছাড়িতে অনুরোধ করেন। ইহার উত্তরে একটি গুলি আসিয়া তাঁহার কপাল ভেদ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মৃতদেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। দেহ নিষ্প্রাণ কিন্তু তাঁহার হস্তে জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতেছিল। একজন সৈন্য লাথি মারিয়া পতাকা ফেলিয়া দিয়া বীরত্ব দেখাইল। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩) নামক জনৈক বালক একটি সৈন্যের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লয়। সৈন্যরা তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। প্রহারের চোটে সে মারা যায়। আরও দুইজন নিহত হয় এবং বহুলোক গুরুতরভাবে আহত হয়। নিষ্ঠুর সৈন্যগণ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসায় পর্যন্ত বাধা দেয়। একজন স্ত্রীলোক আহত বিপ্লবীর "জল, জল" চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া নিকটস্থ পুকুরে শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিতে গেলে একটি নিষ্ঠুর সৈনিক তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া মানা করে। স্ত্রীলোকটি দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "তুমি আমাকে খুন করিতে পার কিন্তু তোমার হুম্‌কিতে ভয় করি না।"

তমলুক সহরের দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসরমান একটি শোভাযাত্রায় ১৭ ও ২২ বৎসরের দুইটি যুবক সৈন্যের গুলিতে মারা যায় এবং বহুলোক আহত হয়।

সৈন্যগণ শুশ্রূষাকারিণী নারী বিপ্লবীদের শুশ্রূষায় বাধা দিলে তাহারা একটি করিয়া বটি ও এক বালতি জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং সৈন্যদিগকে বলে, "যদি আহতদের শুশ্রূষায় বাধা দাও তবে তোমাদের বটি দিয়া কাটিয়া ফেলিব।" সৈন্যরা তখন ক্ষান্ত হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে নারী সমেত তিন হাজার বিপ্লবীর একটি শোভাযাত্রা প্রবল লাঠি চালনার মুখে সহরে কাঠের পুল দিয়া প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে

একজন স্ত্রীলোক সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

পশ্চিম দিক হইতে আগত এক হাজার লোকের শোভাযাত্রা প্রবল লাঠি চালনায় ছত্রভঙ্গ হয়। এইভাবে প্রায় ২০ হাজার নিরস্ত্র ও অহিংস লোক বীরের মত সরকারী বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিল। অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রায় ১০ হাজার লোক গভীর রাত্রি পর্যন্ত পুনরাক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে কিন্তু সহরে অধিকসংখ্যক সৈন্য আমদানিতে জনতাকে ক্রমে ক্রমে হটিয়া আসিতে হয়। এই ঘটনার কয়েকদিন পর পর্যন্ত সহরে ও সমগ্র মহকুমায় হরতাল পালিত হয়।

মহিষাদল থানা—একই দিনে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা পূর্ব্ব দিক হইতে মহিষাদল থানার দিকে অগ্রসর হয়। স্থানীয় জমিদারের দেহরক্ষীর গুলির আঘাতে দুইজন নিহত হয় এবং আঠারজন আহত হয়। "বিদ্যুৎ বাহিনীর" পরিচালনায় ২৫ হাজার লোকের দুইটি শোভাযাত্রা থানার দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ বেপরোয়াভাবে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে জনতা হটিয়া আসে। থানা এইভাবে চারবার আক্রান্ত হয়। দারোগার বাসভবন পুড়াইয়া দেওয়া হয়। থানার কর্ম্মচারী বন্দুকের গুলি ফুরাইলে জমিদারের বাড়ী হইতে নূতন কার্ত্তুজ লইয়া আসে। এই নরমেধ যজ্ঞে ১০ জন শোভাযাত্রী ও বহু নিরীহ দর্শক নিহত ও ৪৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রবল গুলিবর্ষণের মধ্যে রেডক্রশধারী ষ্ট্রেচার বাহক ও শুশ্রূষাকারিণী আহতদের কংগ্রেস হাসপাতালে লইয়া যায় এবং সেবা করে। ধৃত অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়। বালক বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র দীর্ঘকাল বিচারের পর মুক্তি পান।

সুতাহাটা থানায় বিপ্লবের জয়—একই দিনে বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা শিবিরের পরিচালনায় ৪০ হাজার লোক থানার দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে বিপ্লবীরা তৎপরতার সহিত একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে

থানায় ঢুকিয়া অন্য সকল কর্ম্মচারিকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করে। তাহারা কার্ত্তুজসহ ৬টি রাইফেল ও কয়েকটি তরবারি হস্তগত করে এবং থানার সমস্ত পাকা ইমারতে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই সময় দুইটি বিমান জনতার উপর খুব নীচু দিয়া উড়িয়া যায় এবং একটি বোমা ফেলে। বোমাটি একটি জলাশয়ে পড়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। অতঃপর বিপ্লবীরা খাসমহল অফিস, রেজিষ্টারি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস প্রভৃতি সমস্তই একধার হইতে পুড়াইয়া দেয়। ধৃত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বাড়ী যাইবার ভাড়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার অবস্থায় ইহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করা হয়।

নন্দীগ্রাম থানা—৩০শে সেপ্টেম্বরে প্রায় ১০ হাজার বিপ্লবী প্রবল গুলি-বর্ষণের মুখে থানা আক্রমণ করে। ইহাতে চারজন নিহত ও আঠার জন আহত হয়। বিপ্লবীরা গাজা আফিমের দোকান, ঋণ-সালিসী বোর্ডের অফিস, রিয়াপাড়ার রাজষ্টেটের কাছারি ও ডাকঘর প্রভৃতি সমস্তই একধার থেকে পুড়াইয়া দেয়।

সৈন্য আমদানী—বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য বহু শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য গ্রামের নিকটে ছাউনি ফেলে। বৃটিশ সৈন্যরা দিনে গ্রামে গিয়া হানা দেয়, বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয় এবং নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার করে কিন্তু তাহারা রাত্রিতে প্রত্যাক্রমণের ভয়ে ছাউনীর বাহির হইতে সাহস করিত না।

ঝড়ের তাণ্ডব—১৬ই অক্টোবর একটি প্রচণ্ড ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তমলুক মহকুমায় প্রায় ১০ হাজার লোকের ও শতকরা ৭৫ ভাগ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮৩৭ লোকের মৃত্যু হয়, ১০৭২ লোক আহত হয়, ৬৮৯১৩ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়, ১১০৩৪৬ গৃহ ধ্বংস হয়, দুইটি ষ্টীমার, কয়েকটি লঞ্চ, বহু নৌকা ডুবিয়া যায়। প্রায় সব রাস্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১১০ মাইল নদীর বাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়। ২১৫১১৪৯ একর জমির অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হয়।

ঝড়ে সরকারী উদাসীনতা—মহকুমা হাকিম ঘূর্ণিবাত্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত তিনটি টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সাময়িকভাবে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের জন্য জনসাধারণের আবেদন সরকার অগ্রাহ্য করে। যাহারা গাছের মাথায় ও ঘরের চালায় আশ্রয় লয় তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় নৌকা চলাচল করিতে দেওয়া হয় নাই। উপযুক্ত ও সময়মত সরকারি সাহায্যের অভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া শত শত গ্রামবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারপক্ষ পূর্ব্বোল্লিখিত বিদ্রোহজনক কার্যকলাপের শাস্তিস্বরূপ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানকে একমাস পর্যন্ত কোনরূপ কাজ করিবার অনুমতি দেয় নাই। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির জনৈক কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার সহিত নীত চাউল ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তদানীন্তন মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারী নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বলেন, "জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তথাকথিত বিদ্রোহী জনসাধারণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বপোষিত বিদ্বেষের ফলেই দুর্গতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের যে কর্ত্তব্য পদাধিকার বলে তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে সেই কর্ত্তব্য তিনি সম্পাদন করেন নাই।" বড়ই আশ্চর্য্য যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার রচিত রিপোর্টে রাজনৈতিক দুষ্কর্ম্মের জন্য বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকদিগকে সরকারি সাহায্য এমন কি বে-সরকারি সাহায্যেরও অনুমতি দেওয়া হয় নাই বলিয়া নির্লজ্জভাবে কৈফিয়ৎ দেন। ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যার সত্তর দিন পর প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিয়া সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। যাহারা মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করেন তাহাদিগকে স্পেশাল কনষ্টেবল করা হয়।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের সাহায্য—কংগ্রেসকর্ম্মীগণ অবিলম্বে বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দুর্গতদের সাহায্যার্থে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা, মৃতদেহের সৎকার, রাস্তা মেরামত, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও পরিষ্কার, খাদ্য ও ঔষধ বিতরণের কার্যে ব্রতী হন। মৃত গবাদি পশুর দেহ মাটিতে

পুঁতিয়া ফেলা হয়, ষাট মাইলব্যাপী বাঁধ মেরামত করা হয়, গ্রামবাসীদের উদ্বৃত্ত ধান্য ও চাউল অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং বাহির হইতে ধান্য ও চাউল আমদানি করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়া। জনমতের চাপে পড়িয়া কয়েকটি সরকারি সাহায্যকেন্দ্র গঠিত হইলেও দুঃস্থ জনসাধারণ বিশেষ কোন উপকার পায় নাই। কেবল যে সমস্ত লোক সরকারের দমননীতি চালাইবার সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকেই মুক্তহস্তে সাহায্য করা হয়।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার—১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারীতে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুকের প্রতিটি থানায় একটি করিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় সরকারের উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত নির্য্যাতনকে সাহসের সহিত বাধা দেওয়া, কংগ্রেস কমিটি একজন সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিতেন। তিনি কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে অবাধে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মহকুমা কমিটীর অনুমোদনক্রমে আইন, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন, কৃষি ও প্রচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহার ছিল। সর্ব্বাধিনায়ক নিজে যুদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন।

বিদ্যুৎ বাহিনী—জাতীয় সরকারের জাতীয় বাহিনী "বিদ্যুৎ বাহিনী" বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক বাহিনীতে একজন G. O. C. ও কম্যাণ্ডাণ্ট ছিলেন। প্রথমে ইহার অধীনে তিনটি বিভাগ থাকে:—(১) সমর বিভাগ, (২) গোয়েন্দা বিভাগ, (৩) এম্বুলেন্স বিভাগ। পরে অপর দুইটী বিভাগ খোলা হয়, (১) গরিলা বিভাগ ও (২) ভগ্নি বিভাগ। এম্বুলেন্স বিভাগে শিক্ষিত ডাক্তার নার্স প্রভৃতি ছিল। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও বিদ্যুৎ বাহিনীর প্রশংসা করা হয় যথা "বিদ্যুৎ বাহিনীর কার্য্যকলাপে যথেষ্ট নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাবধানতা অবলম্বন, প্রাথমিক কৌশল নীতি, সঙ্কেত অনুযায়ী শত্রুকে ঘেরাও করা, পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ বিদ্যুৎ বাহিনীর

অনুসৃত নীতি,…এম্বুলেন্স ও গোয়েন্দা বিভাগ দক্ষ ছিল।" সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সাহু, বরদা কুইতি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পর পর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ বাহিনী ভাঙ্গিয়া যায়। ২৯শে সেপ্টেম্বরে মহাত্মাজীর আদেশ অনুযায়ী দেড় শত কর্ম্মী সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং থানা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-গুলিও ভাঙ্গিয়া যায়। জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলীর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিচার বিভাগ—বিচার বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিভাগ। প্রত্যেক থানায় একটি বিচারালয় ছিল। আদালতে মামলা দায়ের করিতে প্রথমে এক টাকা ফি দিতে হইত, পরে ইহা বাড়াইয়া দুই টাকা করা হয়। আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার বিচার হইত। থানা আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহকুমা আদালতে আপীল হইত। মহকুমা আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিন জন বিচারক লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে আপীল হইত। জনসাধারণের সুবিধার জন্য আদালতগুলি ভ্রাম্যমান ছিল। বিচারকালে দুই তিন শত দর্শক আদালতে উপস্থিত থাকিত। সরকারি আদালতে চল্‌তি বহু মামলা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত আদালত কর্ত্তৃক চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়। ফৌজদারি আদালতে জরিমানা, আটক রাখা, সাবধান করিয়া দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তি প্রচলিত ছিল। পলাতক আসামীদের সম্পত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হইত। জাতীয় সরকার এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই স্বেচ্ছায় আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইত। মহিষাদলে ১০৫৫টি, তমলুকে ৭৯৪টি, নন্দীগ্রামে ২২২টি, সুতাহাটায় ৮৩৬টি মোট ২৯০৭ টি মামলা দায়ের হয় তন্মধ্যে ১৬৮১টি মামলার বিচার করা হয়। এই সমস্ত মামলার মাত্র কয়েকটি আপীল আদালতে ও স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে পুনর্বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। জাতীয় সরকার এতই জনপ্রিয় হয় যে জাতীয় সরকার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে মামলার ফি ফেরৎ

লইতে জনসাধারণ অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং জাতীয় সরকার পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের মামলার বিচারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। মামলার খরচ খুব কম হইত এবং মামলার নিষ্পত্তির সময় কম লাগিত।

আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ—জাতীয় সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিত। গোয়েন্দা বিভাগ এই কার্য্যে সাহায্য করিত। লুঠতরাজ ও গৃহদাহ করিবার জন্য এবং আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য গভর্ণমেণ্ট দুর্দ্দান্ত ও পিশাচ প্রকৃতির ডাকাত ও বদমাইসদিগকে জেল হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে এই সকল কাজে প্ররোচনা দেয়। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। জাতীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় এই সকল ডাকাত ও বদমায়েস গ্রেপ্তার হয় ও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই সব অপরাধ নিবারণের জন্য জাতীয় সরকার সুদূর ও কঠোর ব্যবস্থা করেন। জাতীয় সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা দ্রুত, কার্য্যকরী ও সুলভ ছিল। অপরাধীরা শাস্তি গ্রহণেও কখন অস্বীকার করে নাই।

সংগঠন কার্য্যঃ—সরকারী দমন নীতি প্রতিরোধের জন্য **যুদ্ধ বিভাগের** প্রবর্ত্তন হয় কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ জনসাধারণের সাহায্যের জন্য ঐ বিভাগের অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইত। **স্বাস্থ্য ও নাগরিক নিরাপত্তা বিভাগ** বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ৭৯০০০ হাজার টাকার মূল্যের ধান-চাউল, কাপড়, ঔষধ-পথ্য আনাইয়া দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করে। দুর্ভিক্ষের সময় যুদ্ধ বাহিনীর সদস্যরা নয় মাস এক বেলা তিন ছটাক চাউলের ভাত ও একবেলা আধ পোয়া ছোলা সিদ্ধ খাইতেন। মজুতদার ও মুনাফাখোরদিগের উপর নোটিশ জারি করিয়া জাতীয় সরকার ইহাদিগের শোষণ বন্ধ করেন। স্কুলকে নিয়মিত সাহায্য দানের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় এবং স্কুল সমূহকে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ইনস্পেক্টারগণ পরিদর্শন করিতেন। প্রচার বিভাগ হইতে সাইক্লোষ্টাইনে ছাপা "বিপ্লবী" নামক বুলেটিন বাহির হইত।

ডাক বিভাগ :—সেন্সর ব্যবস্থার জন্য জাতীয় সরকার মহকুমায় নিজস্ব ডাকবিভাগ প্রবর্তন করে।

মিঃ ফজলুল হকের উক্তি :—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ হক বলেন, "মেদিনীপুরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার অধীনে সৈন্য ও পুলিশবাহিনী ছিল। উহার গুপ্তচর বিভাগও ছিল। ঐ জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কারাগার ছিল এবং কারাগারে লোকজনকে আটক রাখা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া ফেলিয়াছিল।"

সরকারী দমননীতির কাহিনী

(১) **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত** :—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি ও উহার সমস্ত শাখা অথবা কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান অবৈধ ঘোষিত হয়। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস কমিটি, বিদ্যুৎ বাহিনী, কংগ্রেস শিবির, গরম-দল, জাতীয় সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছিল। তমলুক মহকুমায় এইরূপ ১৭টি প্রতিষ্ঠান অবৈধ ঘোষিত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বরে থানা আক্রমণের পর তমলুক মহকুমার সমস্ত বন্দুক গভর্ণমেণ্ট লইয়া যায়। রাজভক্ত ছাড়া অন্য কাহাকেও বন্দুক ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

(২) **গুলি ও লাঠি চালনা** :—তমলুকে ও নন্দীগ্রামে চারিবার, সুতাহাটায় দুইবার, মহিষাদলের বিভিন্নস্থানে নয় বার পুলিশ গুলি চালনা করে। সর্ব্বসমেত ৪৪ জন নিহত হয় এবং আহতদের আনুমানিক সংখ্যা ৯৯। নিহতদের মধ্যে একজন ৭৩ বয়স্কা স্ত্রীলোক ও ১২ হইতে ১৮ বয়স্ক বালক ছিল ৭ জন। শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদানকারীদের উপর যে কতবার লাঠি চালনা হয় তাহার হিসাব করা যায় নাই। যে সব আহত লোক গ্রেপ্তার হইত

উপযুক্ত সেবা ও শুশ্রূষার অভাবে তাহাদের মধ্যে বহু লোক মারা যায়।

(৩) **গৃহ ভস্মীভূত :**—তমলুক মহকুমায় ১২৪টি গৃহ ভস্মীভূত করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার। জাতীয় সেনাবাহিনীর শিবির, খাদি কেন্দ্র, স্কুলগৃহ ও বিপ্লবীদের গৃহ ভস্মীভূত হয়। অনেক ক্ষেত্রে গৃহদাহের সময়ে গৃহপালিত পশুদিগকে ঘরের বাহিরে আনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। পেট্রোল ও কেরোসিন দিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৪৯টি গৃহ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ ৮০৭৫ টাকা। গৃহদাহ এইরূপ ভাবে পরিচালিত হইত যে একই দিনে বহু গৃহ ভস্মীভূত হয়। ৯ই অক্টোবর তারিখে একটি গ্রামে ৪০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হয়।

(৪) **গৃহ খানাতল্লাসী ও লুণ্ঠন :**—তমলুক মহকুমায় ১০৪৪টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য ২ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত টাকা। খানাতল্লাসীর অজুহাতে সরকারী ব্যক্তিরা গৃহে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র লুণ্ঠন করিত। স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনা, মূল্যবান বিছানা-পত্র, বাক্স-প্যাটরা লুণ্ঠিত হয়। ৩৭৩০টি গৃহে খানাতল্লাসী হয়। খানাতল্লাসকারী বাহিনীতে ১৫ হইতে ৮০ জন সশস্ত্র সৈন্য থাকিত। কোন ক্ষেত্রেই বাড়ীর মালিকের তল্লাসী পরোয়ানা দেখান হইত না। কেহ ফেরার আছে এই মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় লইয়া তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইত। সরকারি লোক তালিকাভুক্ত না করিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া যাইত এবং নিরীহ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া ক্রোকের নোটিশে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিত। সরকার ২৩টি গৃহ জোরপূর্ব্বক অধিকার করে।

লুঠতরাজের ফলে মহকুমার অধিবাসিদের মোট দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।

(৫) **নানাভাবে অত্যাচার :**—গ্রামবাসীকে অনাহারে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য করা, তৎপরে মরণোন্মুখ অবস্থায় মুক্তিদান, দুরন্ত শীতের রাত্রে পুষ্করিণীর শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা বা কাহাকে উলঙ্গ করিয়া রাখা,

অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা, নির্য্যাতিতের গুহ্য দেশে একখণ্ড রুল ঢুকাইয়া ঘুরান, হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ ছিঁড়িয়া ফেলা ও পদতলে পিষ্ট করা, অলঙ্কার সহ হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি অপহরণ ও মন্দির অপবিত্র করা অন্যান্য অত্যাচারের কাহিনী।

(৬) **পাইকারী জরিমানা** :—এই মহকুমায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় হয়।

(৭) **গোয়েন্দাদের অত্যাচার** :—তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা থানায় ২৮টি সরকারি গোয়েন্দা শিবির স্থাপিত হয়। ইহাদের কর্ম্মব্যস্ততায় সাধারণের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে। গোয়েন্দাগণ স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট হইতে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপের সংবাদ আদায় করিবার জন্য তাহাদিগকে অনেক সময় পীড়ন ও নির্য্যাতন করিত।

(৮) **শিশুদের উপর অত্যাচার** :—সৈন্যরা যখন গৃহগুলিতে হানা দিয়া কোন পুরুষকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত না তখন তাহারা যে সকল ছোট ছোট শিশুকে ধরিতে সক্ষম হইত তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিত।

(৯) **নারীদের উপর অত্যাচার** :—অত্যাচারকারীগণ মহকুমায় ৭৪টি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ইহাদের মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিলেন; অত্যাচারে তাঁহার মৃত্যু হয়। অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করার চেষ্টা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীগণ পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীগণ দল বাঁধিয়া নর পশুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে প্রতিরোধ করিত, নারীগণ আত্মরক্ষার্থে ছোরা ব্যবহার করিত। শাণিত ছোরা দেখিয়া অনেক সময় নর পশুরা পলায়ন করিত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতে ছয় শত সৈন্য মহিষাদল থানার মাশুরিয়া, দিলি মাশুরিয়া ও চণ্ডীপুর গ্রাম ঘেরাও করিয়া গৃহস্থদের বাড়ী আক্রমণ করে, ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, ৪৬টি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অনেক সময় নারীদের দেহ হইতে গহনা ছিনাইয়া লয়, কাণ হইতে মাকড়ি লওয়ার ফলে অনেকের কাণের ডগা ছিঁড়িয়া যায়।

(১০) নারী ধর্ষণের কাহিনী—মহিষাদল থানার দারোগার জ্ঞাতসারে সৈন্যদল চণ্ডীপুর, মাশুরিয়া ও লক্ষ্যা গ্রামের ১৪ হইতে ৫০ বৎসরের নারীদের উপর অত্যাচার করে। খুবই সুখের বিষয় যে মেদিনীপুরের উদার হৃদয় সন্তানগণ ধর্ষিতা নারীদের সমাজে ও গৃহে যথাযথ স্থান দিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি ধর্ষিতা নারীদের নিজস্ব মর্ম্মন্তুদ বিবৃতি দেওয়া হইল :—

(ক) ধর্ষণে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যু—শ্রীমতী সিন্ধু বালা দাসী বলেন :—"আমার বয়স ১৯ বৎসর এবং আমার একটি সন্তান আছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী বেলা সাড়ে নয়টার সময় 'জনৈক পুলিশ অফিসার' একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে। উহারা আমার স্বামীকে অন্যত্র লইয়া যায় এবং বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করে, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। ...এই দ্বিতীয়বার আমি ধর্ষিতা হইলাম।" (এই স্ত্রীলোকটি ২৭শে অক্টোবরে প্রথমবার ধর্ষিতা হন, দ্বিতীয়বার পাশবিক অত্যাচারের পর তিনি কুৎসিৎ স্ত্রীরোগে ভুগিয়া মারা যান।)

(খ) গর্ভবতী নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার—শ্রীমতী খুদিবালা পণ্ডিত বলেন :—"আমার বয়স ২১ বৎসর এবং আমি তিনটি সন্তানের জননী। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী বেলা ৯টার সময় 'জনৈক ব্যক্তি' কয়েক জন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তির নির্দ্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া পর পর আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। জ্ঞান ফিরিলে আমি দেখি আমার স্বামীর শরীরের নানা স্থান হইতে রক্তপাত হইতেছে। (স্ত্রীলোকটি পাশবিক অত্যাচারের সময় গর্ভবতী ছিলেন।)

(গ) রুগ্না নারীকে ধর্ষণ—শ্রীমতী সুহাসিনী দাস বলেন :—"আমার বয়স ২০ বৎসর এবং কোন সন্তানাদি নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী 'জনৈক ব্যক্তি' একদল সৈন্য লইয়া আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তির নির্দ্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধে এবং

চীৎকার করিলে আমাকে গুলী করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তৎপর দুইজনই আমাকে ধর্ষণ করে ; আমি লজ্জা ও ঘৃণায় সংজ্ঞাহীন হই। আমাকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন। (এই স্ত্রীলোকটি তিন দিন পূর্ব্বে কলেরা হইতে আরোগ্য লাভ করে।)

(ঘ) **বিধবা নারীকে ধর্ষণ**—শ্রীমতী স্নেহবালা বেওয়া নামক ২৮ বৎসর বয়স্কা এক বিধবার উপর কয়েকজন সৈন্য পর পর অত্যাচার করে। তৎপূর্ব্বে ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অন্যত্র ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

উপরোক্ত সমস্ত পাশবিক অত্যাচার একই দিনে একই অফিসারের নির্দ্দেশে মহিষাদল থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) **প্রহার ও ধর্ষণ**—সৈন্যরা মাশুরিয়া গ্রামের শ্রীমতী রাইমণী পড়িয়াকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া বন্দুকের কুঁদা দিয়া প্রহার করিতে করিতে মাটিতে ফেলিয়া একের পর এক ধর্ষণ করে।

(১১) **নির্য্যাতনের কাহিনী :—**

(ক) সুতাহাটা থানার হাতীবেড়া গ্রামের ছবিলাল বেরা বলেন :—"সুতাহাটা থানায় রাত্রে আমার লিঙ্গের উপর চূণ ও সোডা দিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় আমি বণ্ডে সই করি। ঘা ও ক্ষতের জন্য আমি বহুদিন কষ্ট পাই,"

(খ) মহিষাদল থানার মহলন্দপুর গ্রামের শ্রীসতীশ মাইতি বলেন :—"বালুঘাট বাজারে সত্যাগ্রহ করিবার সময় পুলিশ আমাকে ধরিয়া মহিষাদল থানায় একটি ঘরে পুরিয়া ভীষণভাবে মারপিট করে। তৎপর আমাকে তমলুকে পুলিশ সাহেবের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তিনি আমাকে উলঙ্গ করিয়া ভীষণভাবে বেত্রাঘাত করেন। তাহাতে আমার পাছায় একটি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও দুই ইঞ্চি গভীর ক্ষত হয়। সাহেব আমার নখের গোড়ায় কাঁটা ফুটাইতে থাকে, দুইটি 'কাঠের পা' দিয়া আমার পায়ের উপর চাপ দিতে থাকে ; ইহাতেও আমি বণ্ডে সহি করি না। তৎপর সাহেব আমাকে শোয়াইয়া আমার পা হইতে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপর তাহার সবুট পা দিয়া চাপ দেয়। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি এবং আমার

নাক মুখ দিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। একটু সুস্থ হবার পর আমাকে পুনরায় বণ্ডে সই করিবার জন্য সাহেব জিদ করে, আমি অস্বীকার করিলে আবার প্রহৃত হই। ঐ দিন আমাকে অভুক্ত রাখা হয়। তারপর সুতাহাটা থানায় আমাকে পাঠান হয়। সেখানে বণ্ডে সহি করিতে অস্বীকার করায় আমাকে পুনরায় মারপিট করা হয়, প্রহারের ফলে আমার রক্ত বাহ্য হয়, তবুও আমি বণ্ডে সহি করি নাই।"

(গ) মহিষাদল থানার অন্তর্গত বিরিঞ্চিবসানের শ্রীক্ষুদিরাম কুইশা বলেন :—"পুলিশ আমাকে একটি খোলা ঘরে লইয়া নানা ভাবে যন্ত্রণা দেয়, আঙ্গুলের মধ্যে পেনসিল দিয়া জোরে ঘুরাইতে থাকে। অপরাহ্ন ৫টায় পুলিশ আমাকে তমলুকে লইয়া যায়—সেখানে পুলিশের বড় সাহেব তাহার বাংলোয় একটী শূন্য কক্ষে আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া বেত দিয়া নির্দ্দয়ভাবে ভীষণ প্রহার করে। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি—এইরূপ ১২।১৬ মিনিট অত্যাচারের পর আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

থানায় আমাকে ৩৬ ঘণ্টা অভুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। তারপর ২৪ ঘণ্টা অন্তর ২ বার সামান্য ভাত খাইতে দেওয়া হয়।"

(১২) **গ্রেপ্তার, আটক ও দণ্ড**—এই মহকুমা হইতে প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেককে দীর্ঘকাল হাজতে রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্য্যন্ত হাজতে বাস করিতে হয়। প্রায় ৫০০ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা ও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক ও বালকদের সাড়ে চার বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হয়। জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, তমলুক লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজীবী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা এবং পুলিশ কনেষ্টবল হইবার জন্য আদেশ জারি করা হয় এবং তাহাদিগকে থানায় হাজিরা দেবার জন্য আদেশ হয়। বহু ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করায় করাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক :—

(১) **শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত**—তিনি মহিষাদল থানার অন্তর্গত গোপালপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবাস্থায় রাজনৈতিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজী মহিষাদলে অন্তরীণ থাকেন। সতীশ বাবু স্বামীজীর রাজনৈতিক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি নিমতৌরীতে "দেশবন্ধু পাঠাগার" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ভিক্ষালব্ধ অর্থে এই বিদ্যালয়ের খরচ বহন করিতেন ও একটি জলাশয় খনন করান। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে "লবণ আইন অমান্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের অপরাধে তাঁহার ২ বৎসর কারাদণ্ড হয় এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য ১ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি মহকুমা কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবে যোগ দিয়াই বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবা কার্য্যে রত হন। তৎপর তিনি আত্মগোপন করিয়া বিপ্লবের কার্য চালাইয়া যান। পরে তিনি গ্রেপ্তার হইয়া আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(২) **শ্রীবরদা কান্ত কুইতি** :—তিনি মহিষাদল থানার অন্তর্গত নন্দকুমার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি লবণ আইন অমান্য ও করদান বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। তিনি কিছুকাল ফরওয়ার্ড ব্লকের অধীনে কাজ করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন। বরদা বাবু দ্বিতীয় সর্ব্বাধিনায়ক থাকাকালে ব্রিটিশ সরকারের হস্তে বন্দী হন।

(৩) **শ্রীসুশীল চন্দ্র ধারা** :—তিনি মহিষাদল থানার অন্তর্গত টিকারাম-পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে শারীর বিদ্যা চর্চ্চায় ও সেবাকার্যে খুব পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। আই-এ পাশ করিয়া তিনি বাসুদেবপুর আশ্রমে গঠন মূলক কর্ম্ম পদ্ধতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং ডাঃ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের

সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি মহিষাদল থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

তিনি 'বিদ্যুৎ বাহিনী' ও 'ভগ্নীবাহিনী' গঠন করেন। তিনি নানা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর বারংবার কারাবরণ করেন। বিপ্লবের সময় তাঁহার নেতৃত্ব পাঁচবার মহিষাদল থানা আক্রান্ত হয়, কিন্তু মহিষাদলের মধ্যম কুমারের দেহরক্ষী পাঠান জী সাহেবের গুলী বর্ষণের মুখে তাঁহারা পশ্চাৎপসরণ করেন এবং জমিদারের বহু শস্যাগার লুণ্ঠন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বাহিনীর খরচের জন্য জমিদারের উপর নোটিশ দিয়া বহু টাকা আদায় করেন এবং বিপ্লবের কার্যে অগ্রসর হইতে থাকেন কিন্তু বন্যার ফলে উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় পরে তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগে করেন। সুশীল বাবু নিজেই রূপনারায়ণ ও ও হুগলী নদীর বাঁধ বাঁধার কার্যে উদ্যোগী হন এবং নিদারুণ খাদ্যাভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থের পরিবর্ত্তে শ্রমিকদের চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে তাঁহাকে বহু দূর দূরান্ত হইতে চাউল সংগ্রহ করিতে হইত। সেবাকার্য চালাইবার জন্য বিদ্যুৎ বাহিনী পুনর্গঠন করার দরকার হয়। সুশীল বাবু নিজে মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা থানার ভার গ্রহণ করেন কিন্তু পাঁশকুড়া ও ময়না থানা হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। মহকুমা কংগ্রেসের গোপন অধিবেশনে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রত্যেক থানা ও মহকুমার মুখপাত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বিপ্লবী" নাম দিয়া দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করা হয়। সুশীল বাবু বিদ্যুৎ বাহিনীকে সেনা বিভাগের কাজে নিযুক্ত করেন। সুশীল বাবু জাতীয় সরকারের চতুর্থ ডিক্টেটর নিযুক্ত হন। এই সময় বন্দী অবস্থায় তিনি পলায়ন করেন। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে তিনি জাতীয় সরকার বাতিল ঘোষণা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। বিদ্যুৎ বাহিনীর দায়িত্ব, সর্ব্বাধিনায়কের দায়িত্ব ও ব্রিটিশ সরকারকে অস্বীকার করা—প্রতিটি অপরাধের জন্য তাঁহার আড়াই বৎসর হিসাবে মোট সাড়ে সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়

এবং বন্দী অবস্থায় পলায়নের জন্য তাঁহার আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

[মেদিনীপুরে জাতীয় সরকারের কর্ম্মপদ্ধতি ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দমননীতি সম্বন্ধে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত ও সম্পাদক শ্রীঅনঙ্গ মোহন দাস, মেদিনীপুরের এড্‌ভোকেট শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, তমলুক থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক বিশেষ তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। এই রিপোর্টের দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই রিপোর্টে বর্ণিত প্রত্যেক ঘটনাই সত্য। এই পুস্তকে এই রিপোর্টে বর্ণিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।]

কাঁথি মহকুমায় বিপ্লব

কাঁথিতে সরকারি দমনকার্যের বিবরণ:—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাস হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত কাঁথি মহকুমায় যে আন্দোলন চলিয়াছিল তৎসম্পর্কে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন; ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল—

(১) গুলিবর্ষণের ফলে মৃত্যু ৩৯ ও আহত ১৭৫, (২) নারীধর্ষণ ও নারীধর্ষণের চেষ্টা—২২৮, (৩) গৃহদাহের সংখ্যা—৯৬৫, (৪) গৃহদাহের ফলে ক্ষতি—৫, ৪১, ৪৩৪ টাকা, (৫) গ্রেপ্তার ও বে-আইনী আটক—১২, ৬৮১, (৬) দণ্ডিতের সংখ্যা —৬৭২, (৭) লুণ্ঠিত গৃহের সংখ্যা—২০৫৯, (৮) লুণ্ঠনে ক্ষতির পরিমাণ— ৩১৫২৪৬ টাকা, (৯) লাঠির আঘাতে ঘায়েল লোকের সংখ্যা—৬৬৮১, (১০) পাইকারি জরিমানা—৩০০০০ টাকা, (১১) স্পেশ্যাল কনষ্টেবলের সংখ্যা— ৪৬৮, (১২) গৃহত্যাগিণী স্ত্রীলোকের সংখ্যা (মুসলমানের সাহায্যে)—১০।

বিপ্লবাত্মক কার্যের বিবরণ:—(১) ধ্বংস ও ভস্মীভূত—থানা—২টি, ডাকঘর—২৫টি, সাবরেজেষ্টারি অফিস—৩টি, খাস-মহল অফিস—৪০টি,

ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত ইউনিয়ন অফিস—৪০টি, ঋণসালিসী বোর্ড, জুট অফিস, চুঙ্গী অফিস, পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ওভারসিয়ার অফিস ও খাসমহল অফিস—২৬টি, ডাক বাংলা—১২টি, মাদক দ্রব্যের দোকান—৭টি, সেতু—২৮টি, খেয়া নৌকা—১৭ খানা, মালবাহী নৌকা—৩ খানি। বিপ্লবীরা খাসমহল সাব ম্যানেজার, থানা অফিসার, কনষ্টেবল ও সশস্ত্র পুলিশকে গ্রেপ্তার করে। খেজুরী থানায় সমস্ত টেলিগ্রাফের থাম এবং অন্যান্য থানায় অনেক থাম অপসারিত হয়, বহু তার কাটা হয়। এগরা থানার ৬৩ জন চৌকিদারের ও ৮ জন দফাদারের উর্দ্দি ভস্মীভূত করা হয়। জনতা বহু মেলব্যাগ নষ্ট করে, নানাস্থানে রাস্তা কাটে এবং ১৩টি বন্দুক হস্তগত করে। গুলি চালনার ফলে মহিষাগোটে ৬ জন, বেলবনীতে ১০ জন, ভাইটগড়ে ২ জন, ভগবানপুরে ১৬ জন, অলিনগিরিতে ২ জন, পিন্ড্রাইতে ১ জন, তাপের-পাড়ায় ১ জন, গোবিন্দপুরে ১ জন মোট ৩৯ জন নিহত হয়।

কাঁথি মহকুমায় বিপ্লবের দিনপঞ্জী :—১৪ই সেপ্টেম্বর—১৪টি শোভা-যাত্রা কাঁথি সহর প্রদক্ষিণ করে। ২০শে সেপ্টেম্বর—বিক্ষোভের ফলে গোপীনাথ-পুর ক্যাম্পে ধৃত স্বেচ্ছাসেবকগণের মুক্তি, কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে ও নিখিল ভারত চরকা সংঘের দোকানে পুলিশের হানা, কংগ্রেস অফিস তালাবদ্ধ, শিল্প ভাণ্ডার লুণ্ঠিত।

২৪শে সেপ্টেম্বর—পুলিশ কর্ত্তৃক দুগ্ধবতী গাভী অপহরণ। ২৭শে সেপ্টেম্বর চন্দনপুর ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রহার করিয়া জলে ডুবান, বেলবনী ক্যাম্পে হানা ও গুলি বর্ষণ, ফলে ১০ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত, সান্ধ্য আইন জারি—শঙ্খ ধ্বনি ও চারিজনের অধিক লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর খেজুরী ও পটাসপুর থানা আক্রমণ, অফিসার ও কনষ্টেবল গ্রেপ্তার, থানা বাড়ী ও কাগজপত্র ভস্মীভূত, ভগবানপুর থানা আক্রমণ, গুলি বর্ষণে ১৬ জন নিহত ও ৮৭ জন আহত ; বহু সরকারী অফিস, মাদক দ্রব্যের দোকান, সেতু ও খেয়াঘাট ধ্বংস ও ভস্মীভূত।

৩০শে সেপ্টেম্বরে রাত্রে রাস্তা মেরামতের আলোর জন্য পুলিশ কর্তৃক মারিসদা বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ। কাঁথি কলেজে মাসিক সাহায্য বন্ধ, পটাসপুর, খেজুরী, রামনগর ও ভগবানপুর থানায় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা।

১লা অক্টোবর ভগবানপুর থানায় ডাকঘর, সাবরেজেষ্টারি অফিস, পল্লী-সংস্কার এবং ডাক বাংলা অফিস প্রভৃতি ভস্মীভূত হয়, ভাইটগড়ে গুলি বর্ষণে ২ জন নিহত ও ১ জন আহত হয়। মারিসদায় ২৫ খানি বাড়ী ভস্মীভূত হয়। সমগ্র মহকুমায় পাঁচ শত সৈন্য মোতায়েন থাকে।

২রা অক্টোবরে পটাসপুর থানার অন্তর্গত খড়ে গুলি বর্ষণে ১ জন নিহত ও ১ জন আহত হয়।

আন্দোলন আরম্ভ ঃ—৬ই আগষ্ট কাঁথি মহকুমা কমিটির অধিবেশন হয় এবং কংগ্রেস কর্ম্মীগণ "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের মর্ম্ম মফঃস্বলে প্রচার করিতে থাকেন। গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৪ই আগষ্টে পটাসপুর, ভগবান-পুর ও খেজুরি থানার সর্ব্বত্র এবং ২২শে কাঁথিতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। ২৩শে আগষ্ট তারিখে কাঁথির শ্রীনিকুঞ্জ মাইতি, শ্রীরামবিহারি পাল, শ্রীঈশ্বর মাল, শ্রীবিপিন অধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীগণ গ্রেপ্তার হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে দণ্ডিত হয় এবং অনেকে আটক থাকে। কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষককে দুই বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপরাধ-হরতাল ও সভা করা। ২৮শে আগষ্ট পুলিশ মহকুমা কংগ্রেস অফিসে হানা দিয়া সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে এবং স্বেচ্ছাসেকগণকে গ্রেপ্তার করে।

সংগঠন কার্য ঃ—কংগ্রেসের কর্ম্মসূচী কার্যে পরিণত করিবার জন্য ও মহকুমায় সর্ব্বত্র সংগঠনের জন্য প্রায় ৮ সহস্র লোককে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং প্রায় প্রতি ইউনিয়নে শিবির (মোট ৮২টি) স্থাপিত হয়। সর্ব্বত্র অতি ব্যাপক আকারে সংগঠন কার্য চলিতে থাকে। মহকুমায় এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে সংগঠন কার্য করা হয় নাই। পুলিশ অধিকাংশ সভায় উপস্থিত হইতে বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সাহসী হইত না। মহকুমার সমুদয় স্কুলের

ও প্রভাত কুমার কলেজের অধিকাংশ ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভূক্ত হয়। অনেক শিক্ষক কর্ম্মত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দেন। মহকুমার সর্ব্বত্র শত শত জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং অসংখ্য শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়।

কাঁথি সহরের অবস্থা—১৪ই সেপ্টম্বরে ঠিক তিনটার সময় ১০ হাজার লোকের ১৪টি শোভাযাত্রা ৮টি রাজপথ দিয়া কাঁথি সহরে প্রবেশ করে। সহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা ভয়ে অফিসের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। তমলুকে যেমন পুলিশের সঙ্গে শোভাযাত্রীদের সংঘর্ষ হয় কাঁথিতে পুলিশ শোভাযাত্রীদের প্রথমে কোন বাধা দেয় নাই। বাজার বন্ধ করার চেষ্টা হয়, কাঁচা তরকারির বিক্রেতাদিগকে সহরে না আসিতে অনুরোধ করা হয়। ২০ শে আগষ্ট হরতাল করার সঙ্গে এই বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হয়। একমাত্র কাঁথি কলেজে ও কয়েকটি বিদ্যালয়ে পিকেটিং ও ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে। পুলিশ ৪০ জন ধর্ম্মঘটিদের গ্রেপ্তার করে। এগরায় পিকেটিংএর পর তৎকালীন মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে পুলিশদল দোকানদারদের গুরুতর প্রহার করে। ইহার ফলে কলেজ ও স্কুল সমূহ বন্ধ হইয়া যায়। ৬ই সেপ্টেম্বরে মহকুমা হাকিম যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থে নৃত্যের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা শোভা-যাত্রা করিয়া ও দরজায় পিকেটিং করিয়া উহা বয়কট করে। শোভাযাত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন জনের কারাদণ্ড হয়। পুলিশ পিকেটারদের গুরুতর প্রহার করে। চারজনের কারাদণ্ড হয়। অনেকে গভীর রাত্রে ১০ মাইল দূরে আটক থাকে। কাঁথি বাজারের স্থায়ী দোকানদারগণ ব্যতীত একজন বিক্রেতাও বাজারে যায় নাই। স্থায়ী দোকানদারগণও কলিকাতা হইতে মালপত্র আনা বন্ধ করিয়া দেয়, ফলে সহর তিন সপ্তাহ জনশূন্য থাকে এবং সরকারী অফিস ও আদালত বর্জ্জিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ভারত রক্ষা আইন বলে কয়েক জন ধনী ব্যক্তির খাদ্যদ্রব্য আটক করে। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বহু চৌকিদার ও দফাদার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে। অনেক চৌকিদার থানায় হাজিরা দেওয়াও বন্ধ করে। পুলিশ পিছাবনীতে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবকদের

গ্রেপ্তার করে. কিন্তু জনতা পুলিশকে ঘেরাও করিলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়।

মহিষাগোটে গুলি চালনাঃ—স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে পুলিশ হানা দিবে বলিয়া সরিষা বেড়িয়ায় (মহিষাগোট) কাঁথি-রামনগর জেলা-বোর্ডের রাস্তা কাটিয়া দেওয়া হয়। ২২ শে সেপ্টেম্বরে মহকুমা হাকিম পুলিশ সহ ঐঅঞ্চলের কতকগুলি লোকের বাড়ী ঘেরাও করেন এবং জোরপূর্ব্বক তাহা-দিগকে রাস্তা মেরামত করিতে বাধ্য করেন। পুলিশ পুরুষদের অনুপস্থিতিতে দরজা ভাঙ্গিয়া কোন কোন বাড়ীতে প্রবেশ করে। এই ব্যবহারের প্রতিবাদে বহু গ্রামবাসী সেই স্থানে সমবেত হয় কিন্তু জেলাবোর্ডের ওভার-শিয়ার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হওয়ায় জনতা চলিয়া যাইতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রবল বারিবর্ষণ হওয়ায় নিরীহ জনতা কিয়দ্দূরে পুকুরের পাড়ে গাছতলায় আশ্রয় লয়। এদিকে কাঁথি সহর হইতে বহু পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়। মহকুমা হাকিম পুলিশ সহ জনতার দিকে যাইলে জনতার মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি মহকুমা হাকিমের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র পুলিশ প্রবলভাবে লাঠি চালনা করে। জনতা হটিয়া যায়। পরে উভয় পক্ষ হইতে প্রবল ইষ্টক বৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুলিশ প্রায় ৩৫ বার গুলি চালনা করে। লাঠি ও গুলি চালনা ও ইষ্টক বৃষ্টির ফলে প্রায় ২৪ জন আহত হয়। একটি বালক আহত ব্যক্তিগণকে জল দিতে যাইলে পুলিশ তাহাকে আক্রমণ করে। পুলিশ পুকুর পাড় হইতে তিন জন আহত ব্যক্তিকে পা ধরিয়া টানিয়া রাস্তায় লইয়া যায়। তথা হইতে ট্রাকে তাহাদিগকে কাঁথি সহরে আনা হয়। পথিমধ্যে দুইজন মারা যায় এবং হাঁসপাতালে এক-জন মারা যায়। ঘটনা স্থলে তিন জন বেসরকারী চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। কোন সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় জন।

গোপীনাথপুর শিবির আক্রমণঃ—২০শে সেপ্টেম্বরে পুলিশ বাহিনী গোপীনাথপুর স্বেচ্ছাসেবক শিবির আক্রমণ করে। ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে

প্রহার ও গ্রেপ্তার করিয়া থানার দিকে লইয়া যাইতে থাকে। ধানতলায় আনুমানিক ১০ হাজার লোকের জনতা ইহাদিগের মুক্তি দাবি করে। পুলিশ লাঠি চালনার পর ১১ জন বাদে সকলকে ছাড়িয়া দেয়। জনতা থানা পর্যন্ত যায়। মহকুমা হাকিম ১১ জনের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলে জনতা থানা ত্যাগ করে কিন্তু মহকুমা হাকিম প্রতিশ্রুতি পালন না করায় বিক্ষুব্ধ জনতা হাকিমের মোটরলঞ্চ ও নৌকা ধ্বংস করে।

কংগ্রেস ভবন ভস্মীভূত :—২০শে সেপ্টেম্বরে পুলিশ কংগ্রেস অফিসের সমুদয় কাগজ ও জিনিষপত্র আটক করে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া আফিস বন্ধ করিয়া দেয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ দরজা ভাঙ্গিয়া ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান অরে। অতঃপর পুলিশ কংগ্রেস অফিস অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে এবং গৃহের মালিককে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের খাদ্য সংগ্রহ :—কাঁথি বাজার বন্ধ হওয়ায় ২৪শে সেপ্টেম্বরে গভীর রাত্রে মহকুমা হাকিম ও পুলিশ সাহেব কনষ্টেবল সহ শ্রীসতীশ দিন্দা, শ্রীধরনীধর দিন্দা এম; এ বি, এল প্রভৃতি কয়েক জনের বাড়ী ঘেরাও করিয়া দুগ্ধবতী গাভী লইয়া যায়। পুলিশ ভারত রক্ষা বিধানের ৭৫ ধারা মতে কয়েক জন গৃহস্থের বাড়ী হইতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায়। ভারত রক্ষা বিধানের চমৎকার প্রয়োগ!

চন্দনপুর ও বেলবণী শিবির আক্রমণ :—২৭ সেপ্টেম্বরে পুলিশ কাঁথি থানার চন্দনপুর স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হানা দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে এবং হাত পা বাঁধিয়া তাহাদিগকে পুকুরে ফেলিয়া দেয়। তথা হইতে যাইয়া পুলিশদল রামনগর থানার বেলবুনীর শিবিরে ঘুমন্ত স্বেচ্ছাসেবক-দের প্রহার করে এবং শিবিরের জিনিষপত্র ভস্মীভূত করে। পুলিশদল গ্রামে প্রবেশ করিলে জনতার সম্মুখীন হয়। পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে তিন জনের মৃত্যু হয় এবং ১৪ জন আহত হয়। ফিরিবার সময় পুলিশদল আর এক জনতার সম্মুখীন হয়; এখানেও গুলি বর্ষণের ফলে দুইজন মারা যায়। বহু

ব্যক্তি আহত হয়। বেলবনির গুলি বর্ষণে মোট ১০ জন ব্যক্তি নিহত ও ৬০ জন আহত হয়। প্রথম তিন জন নিহত ব্যক্তির শব ও তিন জন আহত ব্যক্তিকে পুলিশ লইয়া প্রস্থান করে। কয়েকজন আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করে।

পটাশপুর থানায় বিপ্লব ঃ—১৯শে সেপ্টেম্বর পটাশপুর থানা আক্রান্ত হয়. অফিসার পলাইয়া যায়, বিপ্লবী জনতা কনষ্টেবলদের নিরস্ত্র ও বন্দী করে। থানার সমস্ত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হয়। জনতা পটাশপুর সাব-রেজেষ্টারি অফিসের সমস্ত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলে এবং ঋণসালিশী বোর্ড, ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড ও আটটি পঞ্চায়েত ইউনিয়নের সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট করে। বিপ্লবী জনতা পটাসপুর ও মহলামারো আবগারি দোকানের কাগজ-পত্র নষ্ট করে, চারিটি স্থানের ডাকবাংলার সমস্ত আসবাবপত্র ও গৃহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং দফাদার ও চৌকিদারের পোষাক পোড়াইয়া ফেলে। এগরা, বজকুল ও নতাত জংকা রাস্তায় ২০টি পাকা পয়ঃপ্রণালী নষ্ট করা হয়। জনতা জনৈক খাসমহল তহশীলদারের কাগজপত্র পোড়াইয়া দেয়। তাহারা ডাক বিভাগের একজন ওভার সিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া পরের দিন ছাড়িয়া দেয়।

খেজুরী থানায় বিপ্লবাত্মক কার্য ঃ—২৮শে সেপ্টেম্বরে জনতা খেজুরী থানা আক্রমণ করে, অফিসার ও তিন জন কনষ্টেবলকে নিরস্ত্র ও বন্দী করে। তাহারা থানা, সাব রেজিষ্ট্রী অফিস, ঋণসালিশী বোর্ড, ৩টি ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, ৫টি পঞ্চায়েত ইউনিয়নের ও পাটের অফিসের সমস্ত কাগজপত্র, হেনরিয়া খাসমহল অফিসের সমস্ত কাগজপত্র ও নোট পোড়াইয়া ফেলে। বিপ্লবীরা খাসমহলের সাব ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করিয়া তিন দিন পরে ভাড়া ও বস্ত্রাদি দিয়া ছাড়িয়া দেয়। খাসমহলের আট জন তহশীলদারের কাগজপত্র চেক এবং রসুলপুর, কামরকা ও বীরবন্দরের ডাকবাংলা পোড়াইয়া দেওয়া হয়। তৎপর বিপ্লবীরা হেনরিয়া, হলুদবাড়ী, কলাগাছিয়া, অজয়, জংকা ও খেজুরী পোষ্ট অফিসের সমস্ত পোষ্ট কার্ড, খাম ও টিকিট প্রভৃতি পোড়াইয়া থানার মধ্যস্থিত সমস্ত

টেলিগ্রাফ পোষ্ট তুলিয়া লয়; তারপর জনতা কালিনগরের টোল অফিস এবং সাব ওভারসিয়ারের অফিসটি ধ্বংস করে। জনতা কলাগাছিয়ার স্কুল, সাব ইনস্পেক্টরের অফিস ও স্যানিটারি ইনস্পেক্টরের অফিস নষ্ট করিয়া সমস্ত জিনিষ-পত্র পোড়াইয়া ফেলে। ক্ষুব্ধ জনতা তিনটি কাঠের পুল ধ্বংস করে এবং লতাত জংকা ও কালীনগারর ও ঠকুর নগরের মধ্যে রাস্তার ২০ জায়গায় কাটিয়া ফেলে। তারপর জনতা দুইটি আবগারী দোকানের সমস্ত আফিং, কাগজপত্র ও আসবাব পোড়াইয়া ফেলে, পলবানিয়া পুল ধ্বংস করে, এরাঞ্চী ও তল্লায় খেয়া নৌকা নষ্ট করে। চিন্দুর :দনিয়ায় খেয়া নৌকা জাতীয় সরকারের অধীনে আনা হয়। থানা অফিসার ও কনষ্টেবলদের গৃহ পোড়াইয়া ফেলা হয়। খাস মহল অফিসের বাটীও ধ্বংস করা হয়। সরকারি ও মিলিটারি কর্ম্মচারীদের জন্য মাল বোঝাই তিন খানি নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

সার্কেল-অফিসার গ্রেপ্তার—এই বিপ্লব দমনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ খেজুরী ও ভগবানপুরের সার্কেল অফিসারকে ১১জন কনষ্টেবল সহ পাঠান হয়। রসুলপুর নদী পার হইবামাত্র বিপ্লবীগণ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদিগের ১১টী বন্দুকও আটক করে। কংগ্রেস বন্দীশালায় ১০দিন আটক রাখার পর তাহাদিগকে সুন্দরবনে লইয়া পাথেয় দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ভগবানপুর থানা আক্রমণ—বিশ হাজার বিপ্লবী ২৯শে সেপ্টেম্বরে ভগবানপুর থানা আক্রমণ করে। থানা কাঁটা তার দিয়া ঘেরা ও সুরক্ষিত ছিল। গুলি বর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলেই ১৩জনের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৯০জন আহত হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় একজন বিপ্লবী ৩০ ঘণ্টা থানা হাজতে জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তাহাকে খাদ্য বা জল পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণ কুমার চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি যখন একজন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দিতেছিলেন তখন তাঁহাকে গুলি করা হয়। তিনি পুকুরে পড়িয়া যান। তাঁহার মৃতদেহ পর দিনও পুকুরে ভাসিতেছিল। আহতদের মধ্যে একজন হাসপাতালে ও একজন থানা হাজতে মারা যান।

নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নির্য্যাতন:—২৯শে সেপ্টেম্বরে জনতা কাঁথি-বেলদা রাস্তায় বরনালগেরিয়ার একস্থানে কাটিয়া দেয় এবং স্থানে স্থানে গাছ কাটিয়া ফেলে। তাহারা প্রায় দুই মাইল স্থানের তার কাটিয়া দেয় এবং পোষ্ট তুলিয়া ফেলে, পুলিশ দল রসুলপুর, বরনালগেরিয়াও তাজপুর গ্রামের ভদ্রলোকদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। প্রহৃত ভদ্রলোকদের মধ্যে ৭০, ৬৫ ও ৯৬ বৎসরের তিন জন বৃদ্ধ ছিলেন। এই তিন জনকে ও অপর ১০ জনকে কাঁথি সাব জেলে বহুদিন আটক রাখা হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দ্বারা জোর পূর্ব্বক সাধারণ কুলির মত রাস্তা মেরামত করিয়া লওয়া হয়। পুলিশ একজনের পাকাবাড়ী পেট্রোল সাহায্যে ভস্মীভূত করে।

বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কার্য্য—১লা অক্টোবর বিপ্লবীরা তোতানালা, কাজলাগড়, মুগবেড়িয়া, বড়বেড়িয়া ও ভীমেশ্বরী পোষ্টাফিস, একটি টেলিগ্রাফ অফিস, কাজলাগড় সাব রেজেষ্টারি অফিস, পাট অফিস, চৌকিদার দফাদারের পোষাক ও ২টি মেলব্যাগ, আটটি খেয়া নৌকা পোড়াইয়া দেয়, একটি পাকা পুল নষ্ট করে, রাস্তা দুই স্থানে কাটিয়া দেয়। জনতা বাসুদেবপুর, বলিঘাই, পাঁশরোল, চোরপলিয়া ও বহুতা বাজার পোষ্টাফিসের, বাসুদেবপুর, বাসুনিয়া ও চোরপলিয়া ঋণ সালিশী বোর্ডের এবং বাসুদেবপুর, তাজপুর, বাথুয়ারী প্রভৃতি ৭টি ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত কাগপত্র নষ্ট করে এবং ৩৬জন চৌকিদার, ৬ জন দফাদারের পোষাক পোড়াইয়া ফেলে। জনতা পাঁশরোল, পানিশ্বারুল ও বেহুতায় আফিংএর দোকান ধ্বংস করে। ২৭শে আগষ্ট হইতে ২৯শে আগষ্টের মধ্যে কাঁথিনগর ও কাঁথি রসুলপুর রাস্তার বহুস্থান কাটিয়া দেওয়া হয় এবং একটি কাঠের পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। জনতা সাতমাইল, কালীনগর, সুসুনিয়া, কালুয়া, রসুলপুর ও পেটোয়াতে খেয়া নৌকা পোড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে কাঁথি হইতে ভগবানপুর, খেজুরী ও এগরা যাইবার পথ বন্ধ হয়।

জোর পূর্ব্বক রাস্তা মেরামত ও গৃহদাহ—৩০শে সেপ্টম্বরে কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্যে ছাত্র ও অন্যান্য লোকদিগকে ইট বোঝাই লরী মরিসদা

পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাইতে ও রাস্তা মেরামত করিতে বাধ্য করে। রাত্রিতে রাস্তা মেরামত করিতে আলো দরকার হইলে মরসিদা স্কুল গৃহে পুলিশ আগুন লাগাইয়া দেয়। পুলিশ চলিয়া গেলে রাত্রিতে লোকজন আবার ইট সরাইয়া ফেলে। কর্ত্তৃপক্ষ পরদিন ক্ষিপ্ত হইয়া সৈন্য দ্বারা নিকটস্থ ২৫টি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে এবং ব্রজ মোহন জানা নামক এক ব্যক্তিকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করে। রাস্তা মেরামত করিয়া তাহারা ভৈতগড়ে চলিয়া যায়। পথে নাচিন্দা বাজারে বহু দোকানের জিনিষপত্র নষ্ট করে। ৮ই অক্টোবর পুলিশ দণ্ড-পুরুলিয়া গ্রামে কয়েকটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। ইহাতে এক হাজার মণ ধানও পুড়িয়া যায়।

ভৈতগড়ে গুলি চালনা—ভৈতগড় মোটর স্টেশনে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক গুলি চালনার ফলে এক ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। আর এক ব্যক্তিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ব্রিটিশ সৈন্য গলায় লাথি মারায় সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। সৈন্যগণ ফিরিবার সময় নাচিন্দা বাজারের ১৫জন গ্রামবাসী ও দোকানীকে গ্রেপ্তার করে। ইহাতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া নাচিন্দা ডাকঘর ও অন্য একটী ডাকঘর পোড়াইয়া ফেলে এবং চারটি স্থানে মেলব্যাগ ছিনাইয়া লয়।

মহকুমায় সামরিক শাসন—বিপ্লবীদের এইরূপ ধ্বংসাত্মক কার্যে কর্ত্তৃপক্ষ উত্তেজিত হইয়া সমগ্র মহকুমায় দমন নীতি অবলম্বন করে। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বত্র সামরিক শাসন চলিতে থাকে। ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে বাহির হইতে কাঁথি যাইবার একমাত্র রাস্তা কাঁথি-বেলদা রোড সম্পূর্ণরূপে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে যায়। ভারত-রক্ষা-আইন অনুসারে নিম্নলিখিত আদেশ জারি করা হয়:—(১) কাঁথি হইতে সাত মাইলের মধ্যে কেহ রাস্তা, খেয়াঘাট, টেলিগ্রাফের লাইন ক্ষতি করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হইবে। (২) সমগ্র মহকুমায় সরকারী ও জেলাবোর্ডের কর্ম্মচারি ও এম,বি ডাক্তার ছাড়া কেহ রাত্র ৮টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইবে না। (৩) একস্থানে ৪ জনের বেশী জনতা করা, লাঠি ও লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বহন করা, এবং ধর্ম্মোৎসব

ব্যতীত শঙ্খধ্বনি করা নিষিদ্ধ হয়। (৪) সমস্ত বাস আটক করিয়া মহকুমার সমুদয় বাস সার্ভিস বন্ধ করা হয়। একমাত্র ডাকবাহী বাস Contai Road স্টেশন হইতে ৩৬ মাইল দূরবর্তী—কাঁথি সহরে যাতায়াত করিতে থাকে। সরকারী চাকুরিয়াও বিশেষ অনুমতি পত্র সহ কয়েকজন গভর্ণমেণ্টের অনুগত বেসরকারী লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই বাসে চলিতে দেওয়া হইত না। জনসাধারণ মহকুমার সর্ব্বত্র পায়ে হাঁটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। (৫) ডাকঘরে প্রত্যেক চিঠিপত্র পার্শ্বেল পরীক্ষা না করিয়া ছাড়া হয় না। (৬) মহকুমার সমস্ত কংগ্রেস কমিটি হইতে জাতীয় বিদ্যালয়, তরুণ-সঙ্ঘ বে-আইনী ঘোষিত হয়। (৭) ১লা অক্টোবর হইতে ১২টি শিবিরে পাঁচ শত সৈন্য মোতায়ান করা হয়। (৮) প্রতিদিন বিমান সমূহ মহকুমার সর্ব্বত্র টহল দিত।

সৈন্য ও পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালনা ও গৃহদাহ—

(১) ২রা অক্টোবরে খড়গ্রামে মহকুমা হাকিমের আদেশে পুলিশের গুলিতে একব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ ও সৈন্য আট হাজার লোকের জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গুলি করে।

(২) ৮ই অক্টোবরে তেপারপাড়ার বাঁধে কিছু লোক সমবেত হইলে মহকুমা হাকিমের আদেশে সৈন্যের গুলিতে একজন স্বেচ্ছাসেবক নিহত ও নয়জন আহত হয়। খড়গ্রাম ও তেপারপাড়া পটাশপুর থানার অন্তর্গত।

(৩) ১৩ই অক্টোবর সৈন্য ও পুলিশ আলিনগিরি গ্রামে তাহাদিগের নিকট হইতে সিকি মাইল দূরে কয়েকজন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গুলি করে। তিনজন নিরীহ গ্রামবাসী মারা যায়।

(৪) সৈন্যগণ বলিয়া-গোবিন্দপুর গ্রামে হানা দিয়া জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্ব্বিচারে গুলি চালায়। তিন ব্যক্তি নিহত হয়।

(৫) মহকুমাবাসীদের ভীতিগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে (Policy of fearfulness) কর্ত্তৃপক্ষ গৃহলুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ নীতি নির্বিচারে অনুসরণ করে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে শুধু কংগ্রেস কর্ম্মীদের নহে, নিরীহ গ্রামবাসীদের গৃহ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়।

প্রত্যেক শিবিরে অবস্থিত সেনারা তিন চার দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে গ্রামে প্রবেশ করিত এবং কংগ্রেস সেবীদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত। লোকজন যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে না পারে সেইজন্য বিমান সমূহ নীচু দিয়া টহল দিত। উদ্ধবপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগ কালে ইহারা গুলি চালায়। তাজপুর গ্রামে কৃষ্ণ মাইতির কোঠা বাড়ী পেট্রোলে পোড়ান হয়। দুর্ভিক্ষের সময় অনেকের গোলাভর্ত্তি ধানও পোড়ান হয়। শেষে অবস্থা এতই সঙ্গীন হইয়া পড়ে যে পুলিশ দল দেখিলে অত্যাচারের ভয়ে নরনারী ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ধানক্ষেতে লুকাইয়া থাকিত, যেমন হয়েছিল বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে। এমন কি আহারের সময় পুলিশকে আসিতে দেখিলে গ্রামবাসীগণ ভাত ও কলার পাতা লইয়া ধানক্ষেতের বাঁধে বা পুকুরের পাড়ে আহার করিত। পুলিশ যে কোন লোককে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া বিদ্যুত-বাহিনীর সন্ধান করিত এবং অলঙ্কার রাখিবার লুক্কাইত স্থান জানিতে চেষ্টা করিত। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে এইরূপে ৭৬৮টি বাড়ী ভস্মীভূত হয়।

পুলিশ ও সৈন্য কর্ত্তৃক লুঠতরাজ—বাড়ী খানাতল্লাসী ও অগ্নিসংযোগ কালে দায়িত্বশীল কর্মচারিদের উপস্থিতিতে ও উৎসাহে নগদ টাকাকড়ি ও গহনাপত্র প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পুলিশ ও সৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

যথা:—(১) ৮ই অক্টোবর কাঁথি থানার শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার শী ও কানাই দীঘির শ্রীরাধা রঞ্জন দাসের বাড়ী পুলিশ লুণ্ঠন করিয়া একটি লরী যোগে তাঁহাদের বাড়ী হইতে কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, পাঁচ বস্তা সুতা কাঁথিতে পাঠায়। তৎপরে তাহারা বাড়ী দুটিতে অগ্নিসংযোগ করে। (২) পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে তাজপুর গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ মাইতি ও তাহার আত্মীয়দের গৃহ লুণ্ঠন করে। (৩)

বালিঘাই গ্রামের পদ্মলোচন গিরির বাড়ীতে পাঁচ হাজার টাকা দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়। (৪) পুলিশ দায়ুদপুরের হরি নারায়ণ মাইতির নগদ পাঁচ শত টাকা ও সতীশ চন্দ্র রায়ের অংশীদারদের নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লুণ্ঠন করে। (৫) জঙ্গা গ্রামের শ্রীদিগম্বর দাসের বাড়ীতে মাটির নীচে লুক্কাইত চার হাজার টাকা পুলিশ লুণ্ঠন করে। (৬) বাসুদেবপুরে দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় নিজেদের গুলিতে একজন শ্বেতাঙ্গ সৈন্য মারা যায়। (৭) পুরুলবড় গ্রামের রাধা গোবিন্দ মাইতির বাড়ী হইতে পুলিশ দশ তোলা সোণা ও তিন শত টাকা লইয়া লইয়া যায়। (৮) পুলিশ বর্তান গ্রামে ভীমেশ্বর দাসকে বন্দুক দেখাইয়া ১০০ টাকা আদায় করে। (৯) কিশোরপুরের জমিদার শ্রীমন্ত পাত্রের নিকট হইতে পুলিশ বন্দুক ও ১৫০ টাকা লয়। (১০) ৫০ হইতে ১৫০ জন পুলিশ ও সৈন্য ভগবানপুর থানার নিকটস্থ বাড়ী ও দোকান হইতে খাবার দ্রব্য লুণ্ঠন করিত। (১১) স্পেশাল অফিসার শিলিবাড়ীতে শ্রীরামহরি মণ্ডলের ব্যাঙ্কের বই, চেক, ও ৫০ হাজার জমার রসিদ বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।

মুসলমানদিগকে উৎসাহদান :—পুলিশ দোষীকে সনাক্তকরণ, বাড়ী লুঠতরাজ ও গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে। সরকারকে সহায়তা করার জন্য মুসলমানদিগকে ঘুষ দেওয়া হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ দ্বারা বাধ্য করা হয়। মুসলমানদিগকে সরকার সর্ব্ব-প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইতে রেহাই দেওয়া হবে এই আশ্বাস দেওয়া হয়। মুসলমানদের বাড়ী অর্ধচন্দ্র দিয়া চিহ্নিত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। খেজুরী ও পটাশপুর থানার এলাকায় মুসলমানগণ সরকারী কর্মচারীদের প্রেরণায় হিন্দুর বাড়ী লুঠতরাজ করে। মুসলমান ও সরকারী কর্মচারিদিগকে পাইকারী জরিমানা হইতে রেহাই দেওয়া হয়। তবে ঘূর্ণিব্যাত্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য সমস্ত পাইকারী জরিমানা আদায় হয় নাই।

সরকারী সাহায্য বন্ধ :—কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ, মডেল ইনষ্টিটিউসন ও অনেক উচ্চ ইংরাজি ও বহু মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের মাসিক

সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়। কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রত্যাহৃত হয়। কলেজের ও অনেক বিদ্যালয়ের এখন পর্য্যন্ত অনুমোদনের ব্যবস্থা হয় নাই।

দিনে সাহায্য দান ও রাত্রিতে গৃহে হানা :—দুর্ভিক্ষের পর একজন কর্ম্মচারিকে দিনে সাহায্য বিতরণ করিতে ও রাত্রিতে গৃহস্থের বাড়ীতে সৈন্য লইয়া হানা দিতে বলা যয়। এই কর্ম্মচারিটি মহকুমা হাকিমকে এই কাজের ঔচিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আপনাকে দুই কাজই করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই।"

বেসরকারি সাহায্য প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সরকার নানা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করিত। সাহায্য বিতরণের কার্য্যে এইরূপ বাধাদানের ফলে বহুলোক সময়মত সাহায্য না পাইয়া মারা যায়।

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা :—ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবার পর জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পটাসপুর ও খেজুরী থানায় প্রায় এক মাস পূর্ণ দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত থাকে ও সরকারি কর্ত্তৃত্বের কোন চিহ্ন ছিল না। একজন সর্ব্বাধিনায়কের অধীনস্থ মন্ত্রি সভা অনুসারে শাসন কার্য চলিত।

মন্ত্রীদের অধীনে স্বরাষ্ট্র বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দপ্তর থাকিত। প্রত্যেক থানা কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক অঞ্চল জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েত বোর্ড দ্বারা শাসিত হইত। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। অপরাধীদের ও 'শত্রুদের' গ্রেপ্তার করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জেলে রাখা হইত। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কর ধার্য্য হইত, জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সেই কর দিত। জরিমানার টাকা দিয়া দুর্গত লোকদিগকে সাহায্য করা হইত। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নির্ব্বিচারে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। অমানুষিক নির্য্যাতন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষজনিত দুঃখকষ্ট বেশী দিন জনসাধারণ সহ্য করিতে পারে নাই; সেইজন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্টের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

দুর্দান্ত, ব্রিটিশ সিংহ ব্যাত্য ও বন্যা বিধ্বস্ত অনশনে অর্ধাশনে মৃত্যুপথ যাত্রী নিরস্ত্র নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া, নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া যে হীনতা দেখাইয়াছে এবং মেদিনীপুরবাসী সেই অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য না করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অভিযান করিয়া ও আত্মবলি দিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মেদিনীপুরবাসীগণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সংগঠন শক্তির ও একতার পরিচয় দিয়াছে।

বালুরঘাটে (দিনাজপুর) বিপ্লব

বালুরঘাটের অধিবাসীগণ আগষ্ট আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়া ২৪ ঘণ্টার জন্য উক্ত অঞ্চল হইতে বিদেশী শাসন লুপ্ত করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল এমন কি ৩০ মাইল দূর হইতে ১০০টির অধিক বিপ্লবীর দল বালুরঘাট সহরের তিন মাইল দূরে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে সমবেত হয়। বালুরঘাট সহরের প্রথম সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীসরোজ রঞ্জন চ্যাটার্জ্জী বিপ্লবীদের নদীর তীরে সম্বর্দ্ধনা জানান। ঐ স্থানে পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। পূর্ব্ব পরিকল্পনানুসারে ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বিপ্লবীরা নদী পার হইয়া "করেঙ্গা ইয়ে মরেঙ্গা" ধ্বনি করিতে করিতে সহরের দিকে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রায় আরও লোক যোগদান করে। বেলা ৮টায় বিপুল শোভাযাত্রা সহরে প্রবেশ করে। পূর্ব্ব হইতেই সহরে হরতাল ঘোষিত হয়। সরোজ বাবু ট্রেজারির প্রহরী ও কর্মচারিদিগকে চাকরি ছাড়িয়া বিপ্লবীদের সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করে। জনতা আদালত, ডাকঘর, রেজেষ্টারি অফিস ও অন্যান্য সরকারি আধাসরকারি ভবন সমূহে হানা দেয় এবং সাব্-রেজেষ্টারি অফিস, দেওয়ানী আদালত ভবন, কো-অপারেটিভ ভবন পোড়াইয়া দেয়। তাহারা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি বিকল

করিয়া দেয়। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত দেওয়ানী আদালতের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গে এবং সরকারী গুদাম হইতে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে। শোভাযাত্রীরা বেলা ১১॥ টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নদী পার হয়। বিপ্লবীরা সরকারি ধান গুদাম হইতে ধান লইয়া দরিদ্রের মধ্যে বিলি করে। পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ বাহিনী সহ উপস্থিত থাকিলেও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ১৫ই সেপ্টেম্বরে তেলী ঘাটের দিকে ২০০ গ্রামবাসী ধান রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র বাহিনী সহ ঐ স্থানে যাইয়া জনতার উপর গুলি চালান এবং ছয় জন লোককে গ্রেপ্তার করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরে সমগ্র মহকুমায় সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়।

২২শে সেপ্টেম্বরে গভীর রাত্রে পুলিশ দল শোভাযাত্রী ফুলচাঁদ মণ্ডলের ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাহার স্ত্রী ও শিশুদের উপর অত্যাচার করে, তাহাদের জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে; একদল গ্রামবাসী বাধা দিলে পুলিশ গুলি চালায় কিন্তু বিপ্লবীরা পুলিশ দলকে পরাজিত করিয়া ছয় জণ পুলিশকে দড়ি দিয়া বাঁধে। পরদিন গ্রামবাসীদের এক সভায় স্থির হয় যে পুলিশ যদি কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে এবং সরকারি চাকরি ছাড়িয়া দেয় তবে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। পুলিশ এই সর্ত্তে রাজি হওয়ায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বরে পুলিশ পরিলাহাটে দুইজন নিরীহ রাজবংশীকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে; গ্রামবাসীগণ তাহাদের মুক্তি দাবি করিলে পুলিশ গুলি চালায়। সাঁওতালগণ তীরধনুক লইয়া পুলিশদলকে আক্রমণ করে। পুলিশ দল অবস্থা সঙ্গীন বুঝিতে পারিয়া ধৃত দুই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় এবং বেপরোয়া ভাবে গুলি বর্ষণ করিতে করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। পুলিশ ৬৬টি কার্ত্তুজ ও ১০টি গুলি ব্যবহার করে। একজন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ সহ তিন ব্যক্তি নিহত হয় এবং বহু ব্যক্তি আহত হয়। কংগ্রেস কর্মীগণ গুলির আঘাত শান্তভাবে মাটিতে বসিয়া গ্রহণ করে।

সরোজ চ্যাটার্জ্জিকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার এক হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে। তাঁহার বাড়ী তালা বন্ধ করা হয় এবং পরে জিনিষপত্র নিলাম বিক্রয় করা হয়। মোরাডাহা গ্রামে ৪২টি গৃহ ধ্বংস হয়। বালুরঘাট সহরের একাংশের হিন্দুদের উপর মোট ৭৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হয়। ভারত রক্ষা আইনুসারে ১৩৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ৩৭ জনকে দণ্ড দেওয়া হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে গভর্ণমেণ্টের গুলি চালনা, বাড়ী খানা তল্লাসী ও হানা দেওয়া, খাদ্যশস্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্ম্মিগণ সহরে ও গ্রামে সম্পূর্ণরূপে অহিংস ছিলেন।

বাংলার অন্যান্য স্থানের বিপ্লবের কাহিনী

বাংলার দেশের অন্যান্য স্থানে গণ-বিপ্লব তাদৃশ সাফল্য অর্জ্জন না করিলেও সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত জন-জাগরণ দেখা যায়। কর্ম্ম পরিচালনার কোন যোগাযোগ না থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক স্থানেই কর্ম্মপদ্ধতির সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথমেই গভর্ণমেণ্ট কঠোর দমননীতি অবলম্বন করেন। তারপর বিপ্লবীরা প্রায় সর্ব্বত্রই বিদেশী শাসন যন্ত্রকে বিকল করিবার জন্য থানা, সরকারি অফিস, পোষ্টাফিস, রেলওয়ে আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তার কাটিবার প্রবল চেষ্টা করে। অনেক স্থানেই বিপ্লবীরা অহিংস উপায় অবলম্বন করে।

কলিকাতা—১০ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাঃ কংগ্রেস কমিটি বে-আইনি ঘোষিত হয়। ১১ই তারিখে কলিকাতার ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থানে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা ও সভা করে। ১৩ই হইতে ১৬ই পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে মেসিনগান সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ীতে ব্রিটিশ সৈন্য নিরস্ত্র জনগণের উপর গোলাবর্ষণ করে। তারপর বিপ্লবীরা ধ্বংসাত্মক কার্য্যে রত হয়।

১৩ই আগষ্ট দ্বিপ্রহর হইতেই কলিকাতায় গণ-আন্দোলন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ওয়েলিংটন পার্কে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতি-

বাদে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ এক ছাত্র-সভায় পুলিশ অকারণে লাঠি চার্জ্জ করে। ছাত্রগণ ট্রাম ও বাসের যাত্রীগণকে হাঁটিয়া যাইতে অনুরোধ করে। এইরূপে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়; জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া তিনটি ট্রামগাড়ী পোড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীমানী বাজারের নিকট গুর্খা পুলিশ দুইবার গুলি চালায়। গুলির আঘাতে বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত নামক এক বীর যুবক মারা যায়। ইহার মৃত্যুর সঠিক কারণ সংবাদ-পত্রে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

১৪ই আগষ্ট শুক্রবার গণ-বিক্ষোভ ও সরকারের রুদ্রনীতি তীব্রতর হয়। চৌরঙ্গী ছাড়া কলিকাতায় সর্ব্বত্র বিপ্লব দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং দোকানপাট বন্ধ হয়। এই দিনে পুলিশের গুলিতে মোট ছয় জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয় এবং লাঠির আঘাতে ৬৬ জন আহত হয়। এই দিনে জনতা প্রথমে সকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির সম্মুখে ট্রামের দড়ি কাটিয়া দেয়, রাস্তার উপর ডাষ্টবিন, গরুর গাড়ী রাখিয়া পথ আটকাইয়া ফেলে। পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনতা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ট্রামের তার কাটে, পোষ্ট বাক্স ভাঙ্গে, পথচারীর টুপি ও নেকটাই পোড়ায়, টেলিফোনের তার কাটে; পুলিশ বহুবার লাঠি চালনা করে এবং কয়েকবার গুলি চালায়। দিলীপকুমার ঘোষনামক একজন কলেজ ছাত্র ভগ্নির বিবাহের জন্য বাজার করিতে যাইতেছিল এমন সময় গুলি চালনা দেখিয়া ভুবন সরকার লেনে ঢুকিলে একজন সার্জ্জেণ্ট তাহার বুকে গুলি করে। সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। দিলীপের পিতা পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া আর্তনাদ করিবার সময় লরী হইতে মিলিটারী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি গুলির আঘাতে আহত হন এবং অপর একজন নিহত হন। একজন টেলিফোন মিস্ত্রী লাইন মেরামত করিবার সময় সৈনিকের গুলিতে নিহত হন। বিদ্যাসাগর কলেজের সম্মুখে একজন লোক নিহত হন। নিমতলা ঘাটের নিকট পুলিশের গুলিতে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। জনতা বিডন ষ্ট্রীটে একখানি মিলিটারি লরী এবং বহুবাজার, ভবানীপুর ও অপার সারকুলার রোডে তিনটি ট্রাম পোড়াইয়া দেয়। অন্যত্র তাহারা ট্রামের তার

কাটিয়া দেয় এবং পথচারীর টাই, প্যাণ্ট, টুপি ছিঁড়িয়া দেয়। পুলিশ অপার সারকুলার রোডে বার বার, হাজরা রোডের মোড়ে কয়েকবার গুলি চালায়। উক্ত দিবসে ই, আই, আর লাইনের চারিটি ট্রেণ হাওড়া হইতে ছাড়ে নাই। ১৫ই আগষ্ট শনিবার অবস্থা অতীব সংগীন হয়। সহরের সকল রাস্তা বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া সমস্ত দিন মিলিটারি লরীসমূহ টমিগান ও ব্রেনগান দ্বারা নির্ব্বিচারে গুলি চালনা করে। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রিটের একাংশের লোকজনকে পুলিশ মারপিট করে। সমস্ত দিন ট্রাম বন্ধ থাকে।

১৬ই সমস্ত দিন আন্দোলন সমভাবেই চলে। সর্ব্বত্র মিলিটারী গাড়ী টহল দেয়। প্রাঃতে বালিগঞ্জের একটি পোষ্টাফিসে আগুণ লাগে, তারপর হইতেই বালিগঞ্জ অঞ্চলে মিলিটারি পাহাড়া দেয়। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটেও কয়েকবার গুলি ও লাঠি চলে, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে জনতা একখানি ট্রাম পোড়াইয়া ফেলে, রাস্তা বন্ধ করে, টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয়। কয়েক স্থানে গুর্খা ও সার্জ্জেনরা রিভলবার দেখাইয়া ভদ্র যুবকদের দিয়া রাস্তা হইতে ডাষ্টবিণ প্রভৃতি সরাইয়া লয়। কয়েক ক্ষেত্রে পুলিশ বাড়ীর ও দোকানের ভিতর ঢুকিয়া অত্যাচার করে। পুলিশ ২০ জন কংগ্রেস কর্ম্মিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের গুলিতে ২০ জন নিহত ও ১৮৭ জন আহত হয়। হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পর প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়, (সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় নাই)। ৫ই অক্টোবর গড়পাড় পোষ্টাফিসে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

বিপ্লবের সংবাদ প্রকাশের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ইহার প্রতিবাদে সমস্ত সংবাদ-পত্র ১৮ই আগষ্ট হইতে এক পক্ষ কাল বন্ধ থাকে।

হাওড়া—হাওড়ায় বহু কল কারখানা আছে। শত শত কারখানার শ্রমিকগণ, স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ আন্দোলনে যোগ দেয়, ট্রামগাড়ী আক্রমণ করে, টেলিগ্রাফের তার কাটে, আলোর স্তম্ভ ধ্বংস করে। প্রতিবাদে পুলিশ কয়েক জায়গায় লাঠি চালায়। হাওড়ার কোথাও গুলি চলে নাই।

হুগলী—কারখানার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করে। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রভৃতি সহরের মিউনিসিপাল কমিশনারগণ পদত্যাগ করেন। বিপ্লবীরা চণ্ডীতলায় সরকারী কুঠি এবং আরামবাগে খাসমহল অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ও পোষ্টাফিস অগ্নিদগ্ধ করে, একস্থানে টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করে। একস্থানে পুলিশ গুলি চালায়।

বর্দ্ধমান—সহরের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়। ছাত্রগণের নেতৃত্বে একটি শোভা-যাত্রা ১৭ই আগষ্ট বর্দ্ধমান কোর্টে পিকেটিং আরম্ভ করে। পুলিশ লাঠি চালনা করিয়া উহাকে ছত্রভঙ্গ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করে। ১৩ই আগষ্ট কালনায় হরতাল হয় এবং পোষ্টাফিস লুণ্ঠিত হয়। কাশিয়ারা পোষ্টাফিস, কালনার ডাকবাংলা ও ষ্টেশন, বামালিয়া গ্রামের ক্যানাল অফিস, জামালপুরের পোষ্টাফিস, রেলষ্টেশন, আবগারী দোকান ও থানা দগ্ধ করা হয়। নবস্থা পোষ্টাফিস লুণ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমান জেলায় আন্দোলন অনেক দিন স্থায়ী হয়।

বোলপুর—২৯শে আগষ্ট বিপ্লবীরা বোলপুর ষ্টেশন আক্রমণ করে এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন ধ্বংস করে। পুলিশ গুলি চালায়, সাত জন আহত হয়।

নদীয়া—কুষ্টিয়ায় ছাত্রছাত্রীগণ প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করে। জনতা রাণাঘাটে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন ধ্বংস করে। তাহারা কৃষ্ণনগরে চারিটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ী, মুড়াগাছা ষ্টেশন এবং শ্যামনগর, শান্তিপুর, ফটকাবাড়ী ও রামপুরের পোষ্টাফিস সমূহ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করে। নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির সাতজন কমিশনার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। রাণাঘাট রেল লাইনে কার্য্যরত কুলীদিগকে বিমান হইতে নির্ব্বিচারে গুলি করা হয়।

মুর্শিদাবাদ—বিক্ষুব্ধ জনতা বেলডাঙ্গা ও আজিমগঞ্জের রেল ষ্টেশন এবং বহরমপুর জজকোর্ট আক্রমণ করে। কয়েকটি শোভাযাত্রায় পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করে।

ঢাকা—১০ই আগষ্ট স্কুল ও কলেজের সমস্ত ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করে

এবং সহরে সর্ব্বত্র হরতাল পালিত হয়। ১১ই পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করিয়া ধর্ম্মঘট ছাত্রদের গার্লস কলেজের সম্মুখে ছত্রভঙ্গ করে। ১৩ই ক্ষিপ্ত জনতা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কাটে, মুনসেফী কোর্টের দলিল পত্রাদিতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে একজন নিহত ও একজন আহত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে এই সঙ্গে হরতাল ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। জনতা ১৪ই আগষ্ট ঢাকা সহরের ৬টি পোষ্টাফিসের সমস্ত কাগজপত্র ভস্মীভূত করে। ১৫ই আগষ্ট সৈন্য কর্ত্তৃক গুলিবর্ষণের ফলে পাঁচজন নিহত হয় এবং বহু লোক আহত হয়। ক্ষিপ্ত জনতা গেণ্ডারিয়া ষ্টেশন ধ্বংস করে। সরকার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লাইন বন্ধ করিয়া দেয়। ১৭ই আগষ্ট হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনতা কয়েকটি অফিসের রেকর্ড নষ্ট করে, তিনটি পোষ্টাফিস ধ্বংস করে এবং দুইটি আবগারী দোকান লুণ্ঠন করে। জনতা নবাবগঞ্জ থানা আক্রমণের চেষ্টা করে। মুন্সীগঞ্জ সবডিভিশনের বহু টেলিগ্রাফের তার ও পোষ্ট ধ্বংস হয়। এই সময়ের মধ্যে পুলিশ দুইবার গুলি করে, তাহাতে ৪ জন নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। একজন কনষ্টেবলকে হত্যা করা হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বরে ঢাকা সহরে তালতলা বাজারে তিনজন গুলির আঘাতে নিহত হয়।

বরিশাল—সরকার সর্ব্বপ্রথমে বরিশাল অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র পাঠাইয়া দেয়। জনতা ইহাতে প্রতিবাদ করিলে তাহারা পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ছাত্র-ছাত্রীগণ আদালতে পিকেটিং করে। ক্ষিপ্ত জনতা ষ্টীমার ষ্টেশন ও পোষ্টাফিস ধ্বংস করে।

ফরিদপুর—মেদিনীপুরের পর ফরিদপুরে বিপ্লব ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথমে সহরে ছাত্রগণ হরতাল পালন করে এবং শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান করে। তারপর জনতা পোষ্টাফিস ও কয়েকটি সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ ফরিদপুর ও মাদারিপুর সহরে, চিকান্দীতে, থাগড়া বাজারে ও পালংএ লাঠি চার্জ্জ করিয়া শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে। নারিয়াতে শ্রমিকনেতা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিবার সময় বিপুল জনতা

প্রবল ভাবে বাধা দিলে পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করিয়া বহুলোককে আহত করে। জনতা রাধাগঞ্জে সরকারী ভবন ও গোঁসাইএরহাট পোষ্টাফিস পোড়াইয়া দেয়। ভাঙ্গা গ্রামে উত্তেজিত জনতা একজন পুলিশ সাব ইনস্পেটারকে হত্যা করে। ইহার পরে ভাঙ্গার অধিবাসীদের উপর সরকারি দমন-নীতি নির্ম্মমভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ত্রিপুরা—১২ই আগষ্ট আন্দোলনের আশংখার ব্রাহ্মণবাড়িয়া কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ছাত্রগণ অনির্দ্দিষ্ট কাল হরতাল ঘোষণা করে। জনতা কুমিল্লার ইনকমট্যাক্স অফিসের নথিপত্র পোড়াইয়া ফেলে এবং একটি ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। উহারা একটি রেল ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া ও একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করিয়া বহু ক্ষতি করে।

ময়মনসিংহ—সহরে হরতাল পালিত হয়। ১৯শে আগষ্ট বিরাট শোভাযাত্রা বিনা বাধায় সহর পরিভ্রমণ করে। ৩১শে আগষ্ট জনতা কতকগুলি অফিস আক্রমণ করে এবং ১২ই সেপ্টেম্বরে মুক্তাগাছা পোষ্টাফিসে অগ্নিসংযোগ করে। ৪ঠা অক্টোবরে আঠারবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে তিন জন নিহত হয়। ইহারা হাট আক্রমণ করে।

অন্যান্য স্থান—যশোহরে ও খুলনায় পুলিশ সভা ও শোভাযাত্রা বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করে। জনতা খুলনার ও বগুড়ার আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করে, ভালুরপাড়া রেল ষ্টেশনের দুইখানি বগি ধ্বংস করে এবং টেলিগ্রাম লাইন ধ্বংস করে। মালদহ জেলায় রতন থানার অন্তর্গত পোষ্টাফিস, আবগারী দোকান, ইউনিয়ন বোর্ড, অন্যান্য সরকারি অফিস ভস্মীভূত হয়। শিলিগুড়িতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা থানার নিকটবর্তি হইলে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিতে বলে। জনতা অস্বীকার করায় পুলিশ গুলি চালায়। ফলে তিন ব্যক্তি নিহত হয় এবং বার জন আহত হয়। বাকুড়ায় একটি ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস ও পোষ্টাফিস, মদের দোকান অগ্নি দগ্ধ হয়। সান্তাহরের কাছে ট্রেণের দুইটি বগিতে আগুন দেওয়া হয়।

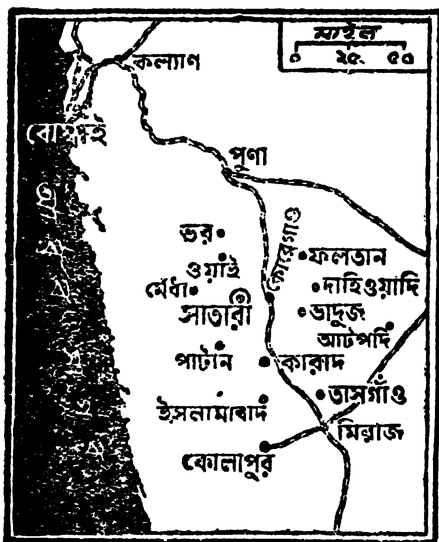
আগষ্ট বিপ্লবের তীর্থভুমি সাতারা জেলায় জাতীয় সরকার

সাতারার ইতিহাস—সাতারা জেলা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। মহারাষ্ট্র গৌরব ছত্রপতি শিবাজী এইখানে রাজত্ব করিতেন। এই জেলায় ১৩৩৬টি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাতারা ব্রিটিশের পদানত হয়; কিন্তু এখানকার অধিবাসিগণ খুব নির্ভীক। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন সাতারা অধিবাসিগণের মধ্যে নব চেতনার সঞ্চার করে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বিলাসী নামক ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসিগণ বন-আইন অমান্য করে এবং চারি হাজার লোক বনে একটি বড় গাছ কাটিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দেয়। প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিলাসী গ্রাম ঘেরাও করে এবং গুলি চালায়। ফলে কয়েক জন নিহত হয়।

"মোরচা বাহিনী"—প্রথমে কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" মন্ত্রের সাধনায় সাতারার লোকগণ অহিংস মার্গ অবলম্বন করিয়াছিল। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর জনসাধারণ নিজেরাই গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া "ভারত ছাড়" মন্ত্র প্রচার করিল। ২৪শে আগষ্ট এক হাজার লোকের শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র কৃষাণ-বাহিনী ("মোরচা" নামে খ্যাত) কারাদ গ্রামে মামলতদারের কাছারিতে হানা দিয়া জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। এইখানে প্রথম বক্তা কুন্দলকর গ্রেপ্তার হইবার পর জনতা শান্তিপূর্ণভাবে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মোরচা পাটানে তৃতীয় মোরচা তাসগাঁয়ে কাছারিতে হানা দেয়। তাসগাঁয়ে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য ঘটে। শোভাযাত্রা কাছারিতে হাজির হইলে মামলতদার ও তাহার কেরাণীরা বাহিরে আসিলে জনতার ইচ্ছায় তাঁহারা গান্ধী টুপী পড়িয়া ও জাতীয় পতাকা

লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। (সরকারের খাজনা আদায়কারীকে মামলতদার বলে)।

পুলিশের জুলুম—পুলিশ ভাদুজায় সমবেত সহস্রাধিক নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ নরনারীর উপর নির্ম্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। এই বাহিনীর নেতা পরশুরাম গাজে হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়া স্বত্বেও পশ্চাদপদ হন নাই। শেষে এই বীর নেতা পরপর তিনটি গুলির আঘাতে স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন বিসর্জ্জন দেন। এই দিনে যে কত অহিংস ও বীর শহীদ মৃত্যুবরণ করেন তাহার সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই। পুলিশ জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত মৃতদেহগুলি পদতলে পিষ্ট করে এবং এবং সমস্ত গ্রাম তছ্‌নছ্‌ করিয়া চারিশত লোককে গ্রেপ্তার করে।



সাতারার বিপ্লবভূমি

ইসলামাবাদে পঞ্চম 'মোরচা' সংগঠিত হইলে পুলিশের গুলিতে অনেকে হতাহত হয়। এখানে দশজন গ্রেপ্তার হয়। ইহাদের মধ্যে পাণ্ডু মাষ্টার যারবেদা জেল হইতে পলায়ন করেন।

গোপন আন্দোলন—ইহার পর পুলিশের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। পুলিশের অত্যাচার এড়াইবার জন্য কর্ম্মীরা গোপনে আন্দোলন আরম্ভ করেন। অন্যান্ত প্রদেশের গোপন আন্দোলনকারীরা পরিচিত কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ

করিয়া অপরিচিত স্থানে প্রতিরোধবাহিনী গঠনের চেষ্টা করিতেন ; ইহাতে নূতন লোকের মধ্যে কাজের খুব অসুবিধা হইত। কিন্তু সাতারার গোপন আন্দোলনকারীরা পুলিশকে এড়াইয়া চলিতেন না। কর্ম্মীরা পরিচিত কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই। জনসাধারণ কর্ম্মীদিগকে এতই শ্রদ্ধা করিত যে কোন গ্রাম বাসিই কোন দিনই কর্ম্মীদিগের কোন হদিস বা তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পুলিশকে কোন সন্ধান দেয় নাই। জনসাধারণের বিশ্বাসের জন্য ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল আন্দোলন সাফল্যের সহিত চলিতে থাকে।

ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ—১৯৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বৃটিশ শাসন অচল করিবার উদ্দেশ্যে ধ্বংসযজ্ঞ চলিতে থাকে। এই উপলক্ষে জনতা ডাক বাংলা, সরকারী নথিপত্র ও রেল ষ্টেশনে অগ্নিসংযোগ করে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটে, মালগাড়ী লাইনচ্যুত করে। অসংখ্য লোক এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যে যোগদান করে। অহিংস নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী একদল কর্মী এই সকল যোগবিহীন ও পরিকল্পনাহীন কার্য্য নিবারণে ও বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকারীদিগকে একত্রিত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করে। কংগ্রেস কর্ম্মীরা সরকারের শস্যসংগ্রহ কর্মচারিদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করেন।

গুপ্তচর নিয়োগ—এই সময় পাঁচ শতেরও অধিক কর্মী আত্মগোপন করিয়া সাতারা জেলার বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্য করিতেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই সব ফেরারী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করেন ঃ—(১) একটু প্রশ্রয় দিয়া গভর্ণমেণ্ট দুর্ব্বৃত্ত চোর-ডাকাত ও খুনীদিগকে হাত করিয়া কংগ্রেসী ফেরারীদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। (২) প্রত্যেক ফেরারীর পিছনে ডজন খানেক গুপ্তচর নিয়োগ করেন। কর্মীরা সন্ধান পাইলে বহুক্ষেত্রে গুপ্তচরদিগের কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন।

দুর্দ্দান্ত গুপ্তচর বাপুরাও দেশমুখ একদা কোন রাজনৈতিক ফেরারীর

বাসভবনে পুলিশসহ উপস্থিত হইয়া তাহার সন্ধান জানিতে চাহিলে তাহার যোগ্যা স্ত্রী উত্তর দেন, "আমি তাঁহার কোন খবর রাখি না"। ইহাতে দেশমুখ নির্লজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি যদি স্বামীর সহিত বাস না কর তবে তোমার পেট উঁচু হইল কিরূপে?" এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে দেশমুখের হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার পর গুপ্তচররা একটু ভদ্রভাবে চলিতে থাকে। বিপ্লবী শ্রীপাণ্ডু মাষ্টারের সংবাদ না জানার অপরাধে কুব্‌লা গ্রামের শ্রীগণপৎ পাতিলকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

পাইকারী জরিমানা আদায়—এই কার্য্যে পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। চারণ ও বিলাসী গ্রামের জরিমানা আদায়ের সময়ে সামরিক লোকদের সাহায্য লওয়া হয়। কোন্‌থাও গ্রামের পুলিশ তিন জন মহিলাকে বেত্রাঘাত করে।

গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠা—বিদ্রোহীরা এত অত্যাচারেও ব্রিটিশ সরকারের নিকট মস্তক অবনত করে নাই। অত্যাচারে ও অনাচারে আরও জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে কৃতসংকল্প হয়। এই প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টার ফলে জন্মলাভ করে সাতারার গ্রামে গ্রামে ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দী **জাতীয় সরকার**। এই সরকারের নাম হয় **পত্রী সরকার**। প্রায় চার শত গ্রামে পত্রী সরকার বা **গণপঞ্চায়েৎ** প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা একটি কেন্দ্রীয় গণ প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন নাই। কর্মীগণ ট্রেণ ধ্বংস করিয়া, লাইন উল্টাইয়া, তার কাটিয়া সহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ছিন্ন করে এবং ব্রিটিশ রাজকে সাতারা জেলা শাসনে অক্ষম করিয়া তোলে। তাহারা গ্রামগুলিকে বিচক্ষণতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করেন। বিপ্লবীরা "স্বতন্ত্র ভারত" নামক হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা জাতীয় ভাবধারার ধারক ও বাহক ছিল এবং জনগণের স্বাধীনতার ন্যায্য দাবী ইহাতে ব্যাখাত হইত।

দস্যু দমন—শস্য সংগ্রহ পদ্ধতির অনাচার ও দুর্নীতি নিবারণের পর কর্মীরা চোর ডাকাতের উপদ্রব নিবারণে দৃষ্টি দেয়। আগষ্ট বিপ্লবের চরম সুযোগ লইয়া চোর ডাকাতদের দল নূতন পদ্ধতিতে তস্কর্য্য চালাইতে থাকে। এই সকল দুর্ব্বৃত্ত মাথায় গান্ধী টুপি পরিয়া "মহাত্মার জয়" চীৎকার করিয়া ডাকাতি ও নারী উৎপীড়ন করিতে থাকে। সমস্ত স্থান বিশেষতঃ ওয়ালওয়ে তালুক মগের মুলুকে পরিণত হয়। রাজনৈতিক ফেরারীদের গ্রেপ্তারের জন্ম পুলিশ এই দুর্ব্বৃত্তদের সাহায্য লওয়ায় ইহারা প্রশ্রয় পাইয়া প্রকাশ্য ভাবেই নিজেদের ব্যবসা চালায়। পুলিশ কয়েকজন বিখ্যাত দস্যুকে ফেরারীদের গুলি করিয়া মারিবার হুকুম পর্য্যন্ত দেয়। কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি বিখ্যাত ডাকাত জ্ঞানু কুম্ভের অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া বলে, "কোন রাজনৈতিক ফেরারীর সন্ধান দিতে পারিলে ডাকাত হইলেও তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

কংগ্রেস কর্মীরা জনসাধারণের সহযোগিতায় ডাকাতদের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করে। অপহৃত সমস্ত ধনসম্পত্তি মালিকদের প্রত্যর্পণ করে।

সংগঠন কার্য—মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সাতারার জনসাধারণের মধ্যে যে আত্মচেতনা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। পত্রী সরকার শুধু বিপ্লবাত্মক কার্য করেন নাই, ইহারা গ্রামে গ্রামে গঠন মূলক কার্যের অনুষ্ঠান করেন। গ্রাম্য রাজের আমলে বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা নিবারণ, সুরাপান, বে-আইনী মদ্য প্রস্তুত প্রভৃতি নীতি বিগর্হিত কাজগুলি নিষিদ্ধ করা হয়। পত্রী সরকার পঞ্চায়েত করিয়া মামলার বিচার করেন। সকলেই স্বেচ্ছায় তাহাদের রায় মানিয়া লইত।

নেতাদের পরিচয়—সাতারা বিপ্লবের প্রধান পুরোহিত ছিলেন—নানা পাতিল, পাণ্ডু মাষ্টার, কিষাণ বীর, আপ্পা মাষ্টার, শ্রীনাথ লাল, ডাঃ উত্তম রাও। নানা পাতিল ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। পাণ্ডু মাষ্টার ছিলেন ডিক্‌টেটর। তিনি একদিকে ধ্বংসাত্মক কার্য্যের সঠিক রূপ দিতেন, অপরপক্ষে গঠন

মূলক কার্যও পরিচালনা করিতেন। গ্রেপ্তারের পর ইনি যারবেদা জেল হইতে পলায়ন করিয়া দেশের কাজে আত্মগোপন করেন। আপ্পা মাষ্টার **তুফান সেনা বাহিনী** গঠন করেন। মেদিনীপুরের বিদ্যুৎ বাহিনীর ন্যায় তুফান বাহিনা স্বাধীন সাতারার শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক ছিলেন। শ্রীনাথ লাল ছির্লেন গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার কর্ণধার। তিনি কার্য্যাবলী পরিচালনা করিতেন। ডাঃ উত্তম রাও ছিলেন নব নব পরীক্ষার ও প্রচেষ্টার প্রেরণা-স্থল।

বোম্বাই এর বর্তমান কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট সাতারার দণ্ডিত ১৭ জন বিপ্লবীকে মুক্তির আদেশ দেন এবং ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা প্রত্যাহার করেন।

———

আসামে আগষ্ট বিপ্লব

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম বীর নেতা মণিরাম দেওয়ানের কর্ম্মভূমি আসাম ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবে অভূতপূর্ব্ব সাড়া দেয়।

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার—প্রথমেই ব্যাপকভাবে আসামের বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা ও কর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। কর্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে গ্রেপ্তারের ফলে অবস্থা আয়ত্বাধীনে আনা যাইবে। কিন্তু গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। জনসাধারণ "কর না হয় মর" মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সঙ্গে সঙ্গে হইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বহু অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও জনগণ অহিংসার পথ ত্যাগ করে নাই। পুলিশ ও মিলিটারি কর্তৃক গুলি ও লাঠি চালনা সত্বেও আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়েই পরিচালিত হইয়াছিল।

শোভাযাত্রা আক্রমণ—১৫ই আগষ্ট পুলিশ গোয়ালপাড়ায় ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা আক্রমণ করে। লাঠি ও সঙ্গীনের আঘাতের ফলে নয়জন গুরুতরভাবে আহত হয়। চারজনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পুলিশ-রাজ—আসামে গভর্ণমেণ্ট পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক অবাধে জনসাধারণকে উৎপীড়ন করিতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট আইন সভার কংগ্রেসী সদস্য-দিগকে হাজতে রাখিয়া বিপ্লব দমন করিবার চেষ্টা করে। গভর্ণমেণ্ট পুলিশ বাহিনীর দমন কার্যে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিতে থাকেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী জোড়হাট জেলের ভিতরে অসহায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বেপরোয়া লাঠি চালানোর ফলে ১৮১ জন বন্দী গুরুতররূপে আহত হয়। এই সব উৎপীড়ন বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপিত করা দূরের কথা, ইহাতে জনগণ খুব তিক্ত ও উত্তেজিত হয় এবং প্রদেশের সর্ব্বত্র হরতাল পালন, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান হইতে থাকে।

থানা আক্রমণ—অস্ত্রশস্ত্রহীন পুরুষ-নারী বালক-বালিকার বিরাট শোভা-যাত্রা দরং জেলার গোপুর, বেহালি, ঢেকিয়া থানা আক্রমণ করে। প্রত্যেক স্থানে জনতা পুলিশের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

আসাম গৌরব কনকলতা—২০শে সেপ্টেম্বর তরুণী কংগ্রেস কর্ম্মী কনকলতার নেতৃত্বে অগণিত নরনারী বালক-বালিকার একটি বিরাট শোভাযাত্রা গোপুর থানার দিকে অগ্রসর হইয়া থানা বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে দাবী জানায় এবং থানার কর্ম্মচারিদিগকে বিদেশী সরকারের চাকুরি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করে। ইহাতে পুলিশ গুলি করিবে বলিয়া হুম্‌কি দেখায়। তেজস্বী কনকলতা গর্ব্বিতকণ্ঠে উত্তর দেন, "তোমরা গুলি করিতে পার, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব।" এই বলিয়া জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া থানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পুলিশ তখন গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম গুলিই এই মহীয়সী নারীকে বিদ্ধ করে। তিনি দেশমাতার বেদীমূলে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া বিপ্লবের প্রথম শহীদ হইবার গৌরব অর্জ্জন করেন। অতঃপর মুকুন্দ কাওতি নামক এক যুবক কনকলতার হস্তস্থিত পতাকা লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলে পুলিশের গুলিতে তাঁহারও প্রাণবায়ু নির্গত হয়। গুলি বর্ষণের ফলে বহু শোভাযাত্রী দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু উৎপীড়নেও বিপ্লবীদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা একটুও দমিত হয় নাই। গুলিবৃষ্টির মধ্যে একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া থানার গৃহের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

গোপুর থানায় গুলি চালনার পর চতুষ্পার্শ্ববর্তী চা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকরা পিস্তল ও বন্দুক লইয়া ঐ অঞ্চলে পাহাড়া দেয়। ভারতীয়দের রক্ত শোষণকারী এই সব শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের "গুণ্ডা" নামে অভিহিত করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই।

ঢোকাই জুলি থানা আক্রমণ—২০শে সেপ্টেম্বর দশ হাজার নরনারীর এক শোভাযাত্রা ঢোকাইজুলি থানা বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার জন্য অগ্রসর হয়। তদ্দৃষ্টে পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালনা করিতে থাকে। ফলে ২০ জন শোভাযাত্রী নিহত হন। ইহাদের মধ্যে ফুলেশ্বরী নামক একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাও ছিল। এই গুলিবর্ষণের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক অসীম সাহসের সহিত থানা বাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলে সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সহর হইতে সৈন্য বাহিনী ডাকাইয়া আনে। গভর্ণমেণ্ট ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে জনগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করে। নারী শ্রমিকগণও ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। ঘটনার দিন বাজার বন্ধ ছিল। সহর হইতে আগত একদল সৈন্য বাজারের লোকদিগকে শোভাযাত্রী মনে করিয়া বেপরোয়া গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই যোল জন নিহত ও শতাধিক জন লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। মৃতব্যক্তির মধ্যে তিন জন নারী ছিলেন।

২১ তারিখে তেজপুর সহরে গোপুর ও ঢোকাইজুলী থানায় পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃক গুলি চালনার প্রতিবাদে এক সভা আহূত হয়। এই সংবাদে পুলিশ সহরে প্রবেশের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করিয়া দেয়। তৎসত্ত্বেও কয়েকজন লোক টাউন ময়দানে সমবেত হয়। পুলিশ এই ক্ষুদ্র অহিংস জনতার উপর নির্বিচারে লাঠি ও গুলি চালায়। প্রায় শতাধিক লোক গুরুতরভাবে আহত হয়।

নিরীহ ছাত্র নিহত—২৫শে সেপ্টেম্বরে পাটচারকুচি থানার জোলাহাট গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সভার শেষে নিরীহ গ্রামবাসী যখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখন এক দারোগার গুলিতে দুইটি ছাত্র নিহত হয়।

নিরীহ গ্রামবাসীগণের উপর অত্যাচার—২০শে আগষ্ট বেজবীয়া সেতুর নিকট সৈন্যগণ লুকাইয়া থাকে, পরে বাহির হইয়া নিরীহ গ্রামবাসী-

গণের উপর বিনাকারণে গুলি চালায়। ফলে দুইজন যুবক নিহত হয়। পরদিন গৌহাটি হইতে ছয় মাইল দূরে একটি সৈন্য খেয়ালবশতঃ গুলি চালাইয়া একটি যুবককে হত্যা করে। সৈন্যগণ মধ্যরাত্রে বেজবীয়া গ্রামে হানা দেয় এবং নিরীহ নরনারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার করে। পরদিন সৈন্যগণ বিনা অপরাধে জোরপূর্ব্বক গ্রামের চারিশত লোককে নয় মাইল পথ হাঁটাইয়া থানায় লইয়া যায়। এই সঙ্গে তাহারা তিন দিনের শিশুসহ একজন মহিলাকেও টানিয়া লইয়া আসে। শিশুটি পথিমধ্যে মারা যায়।

শান্তিসেনা শিবির আক্রমণ—বেজবীয়ার সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে কিছুকাল যাবৎ সৈন্য ও পুলিশের নৈশ অভিযান চলিতে থাকে। রাত্রিতে ইহাদের আগমন সংবাদ জানাইয়া গ্রামবাসিগণকে সতর্ক করিবার জন্য একদল স্বেচ্ছা-সেবক গঠিত হয়। ইহাদিগের নাম হয় 'শান্তিসেনা'। একদিন রাত্রিতে শ্রীতিলক ডেকা নামক পাহারারত একজন শান্তিসেনা সৈন্যদল দেখিয়া সিঙ্গা বাজায়। পুনরায় সিঙ্গা বাজাইতে চেষ্টা করিলে সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন তাহাকে নিষেধ করে। তখন তিনি ক্যাপ্টেনের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া সিঙ্গা বাজান। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই গুলির আঘাতে তাহার মাথার খুলি উড়িয়া যায়। গুলির আওয়াজ শুনিয়া বহু গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে, তখন সৈন্যগণ বেপরোয়া গুলি চালায়। ৫।৬ জন লোক গুরুতর ভাবে আহত হয়।

পরদিন সৈন্যগণ তিন শত লোককে গ্রেপ্তার করে এবং গুরুতরভাবে প্রহার করে। একজন ব্রিটিশ অফিসারের নির্দ্দেশে সৈন্যগণ শান্তিসেনা শিবিরে আগুন লাগাইয়া দেয়। একজন শান্তিসেনা প্রতিবাদ করিলে তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়।

বিমানঘাঁটি আক্রমণ—২৬শে আগষ্ট জনতা কামরূপ জেলার সোর-ভোগ বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়া বাংলো ও কোয়াটারে আগুন ধরাইয়া দেয়। ক্ষতির পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা হয়।

সৈনিকের স্বেচ্ছাচারিতা—রোহা হাইস্কুলের বাড়ীতে ৫।৬ বৎসর যাবৎ জাতীয় পতাকা উড্ডীন ছিল। একদিন ছাত্ররা হরতাল করে এবং সেই সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক শিক্ষকগণকে পতাকা সরাইয়া লইতে বলিলে শিক্ষকগণ অসম্মত হন। তখন শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব শিক্ষকগণকে বেদম প্রহার করে।

নির্ম্মম অত্যাচার—১৬ই সেপ্টেম্বর নওগাঁ সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে একটি কংগ্রেস অফিসের সম্মুখে বহু নরনারী ও শিশু সমবেত হয়। পুলিশ ও সৈন্য আসিয়া মেয়েদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লয়। এই গোলমালের সময় জনৈক সার্জ্জেণ্ট রত্নমালা নাম্নী এক রমণীকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। ইহাতে রত্নমালার ঠাকুরমা বৃদ্ধা ভোগেশ্বরী ফুকুনানী রাগান্বিতা হইয়া উক্ত সার্জ্জেণ্টকে পতাকাদণ্ড দিয়া আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ সার্জ্জেণ্টটি নিরস্ত্র অবলাকে গুলি করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করে। এই মহীয়সী নারী গুলির আঘাতে পতাকাহস্তেই প্রাণত্যাগ করেন। জনতা নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার্থ ছুটিয়া আসিলে সৈন্যরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বেপরোয়া গুলি চালায়। গুলিতে বালুরাম ও থানুরাম নামক দুই ভাই ও যুবক লক্ষ্মীরাম নিহত হয়। লক্ষ্মীরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া জনতার হাতে দেশের জন্য দান করেন। সামান্য হইলেও ছয়টি মুদ্রা জাতীয় সম্পদ বলিয়া সংরক্ষিত হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষের সরবরাহ বন্ধ—সহরে সৈন্য, কণ্ট্রাক্টার ও পুলিশ যাহাতে কোন খাদ্য-দ্রব্য না পায় তজ্জন্য গ্রাম হইতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, দুধ, চাউল, তরিতরকারি প্রভৃতির সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং গ্রামবাসিগণের উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি, সঙ্গীন চালাইতে থাকে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। জোড়হাটের পঞ্চাশ জন কর্মীর চিরকালের মত অঙ্গহানি হয়। তেওকারে সরবরাহ বন্ধ করার জন্য একদিন কংগ্রেস অফিসের নিকট সমবেত তিন সহস্রাধিক জনতার উপর

পুলিশ ও সৈন্যরা বেপরোয়াভাবে লাঠি ও বেয়নেট চার্জ্জ করে। ইহার ফলে প্রায় ২০।২৫ জন নারী ও পুরুষ গুরুতররূপে আহত হয়। পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গীনের খোঁচা সত্ত্বেও মহিলাদের কাছ হইতে জাতীয় পতাকা অপসারিত হয় নাই। ২০শে সেপ্টেম্বরে শিবসাগর সহরে সমবেত পনর সহস্র লোকের উপর পুলিশ সঙ্গীন চালাইয়া ২০ জন লোককে গুরুতররূপে আহত করে।

পাইকারী জরিমানা আদায়ের জুলুম—শ্রীহট্ট, দরং, শিবসাগর, লখীমপুর কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় মোট ১৮৭২৮৭ টাকা জরিমানা ধার্য হয়; অবশ্য ইহা সরকারি হিসাব। প্রকৃত পক্ষে ইহার দ্বিগুণ টাকা জরিমানা ধার্য হয়। এই টাকা আদায়ের জন্য সৈন্যগণ দরিদ্র গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়া বাসন তৈজসপত্র লইয়া যায়। জরিমানা আদায়ের জুলুমের একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল। (ঘটনাটি আসাম পরিষদে শ্রীরোহিণী কুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক বিবৃত ও প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক স্বীকৃত):—

"কোকিয়া গ্রামের নিধন রাজবংশীর উপর ধার্য্য মাত্র আট টাকা কর আদায়ের জন্য একজন কনষ্টেবলকে পাঠান হয়। গরীব নিধন টাকা দিতে অসামর্থ্য জানাইলে কনষ্টেবল তাহার একজোড়া হালের বলদ লইয়া যাইতে থাকে। নিধন হালের বলদ লইয়া যাইতে নিষেধ করায় কনষ্টেবল তাহাকে গালাগালি ও মারধর করিয়া চলিয়া যায়। লোকটি কনষ্টেবলকে দাও দিয়া আঘাত করিয়াছে বলিয়া কনষ্টেবল অভিযোগ করে কিন্তু ইহা সত্য নয় কারণ তাহার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। রাত্রি ২টার সময় মহকুমা হাকিম এই মিথ্যা রিপোর্ট পাইয়া তুইজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার সহ তুই লরী বোঝাই সশস্ত্র সিপাহী লইয়া একজন নিরীহ প্রজাকে উৎপীড়ন করিবার জন্য রাজবংশীর বাড়ী যান এবং লোকটিকে ঘরের বাহিরে আসিতে আদেশ করেন। রাজবংশী ভয়ে আদেশ অগ্রাহ্য করিলে হাকিম ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়া গুলি করার আদেশ দেন। একজন শ্বেতাঙ্গ ছয় বার গুলি ছোঁড়ে। একটি গুলি লোকটির হাঁটু ভেদ করে, সে পড়িয়া যায়। অপর

একটি গুলি দেওয়াল ভেদ করিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে একজন সিপাহীর বুকে বিদ্ধ হয়। সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তৎপর সিপাহীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া লোকটির জীবন নাশ করে।" এইরূপ বহু ঘটনা সংঘটিত হয়। একজ নিরপরাধ নিরস্ত্র নিঃসহায় লোককে বহু সৈন্য সাহায্যে নির্মম ভাবে হত্যা করিয়া বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এই হাকিমের পরে পদোন্নতি হয়।

বীর অহম্ কর্ম্মী—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পার্বত্য জাতিভুক্ত কমলা মিরি কংগ্রেস সংস্রব ত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে সরকার তিনি আন্দোলনে যোগদান করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিতে বলেন। তিনি ঘৃণার সহিত এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে এই দেশপ্রেমিকের জীবনাবসান হয়।

বীর অহম্‌রা ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব্বে ছয় শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তাঁহাদের বংশধর কৌশল কনবর বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন। সরুপাথর রেলগাড়ী ধ্বংস মামলায় রাজসাক্ষীর সাক্ষীতে তাহার ফাঁসি হয়। তিনি "পার কর দীননাথ সংসার সাগর" এই প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ফাঁসির রজ্জু নিজ হাতে গলায় পরেন।

ধ্বংসাত্মক কার্য—গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে আন্দোলন গুপ্তপথ অবলম্বন করে। জনতা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ধ্বংসকার্য অনুষ্ঠিত হয়:—(১) রাস্তাঘাট ধ্বংস, (২) আদালত বাড়ী ধ্বংস, (৩) চারি গাঁও, হাতীগড়, তেওকা প্রভৃতি স্থানে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, (৪) রেল লাইন ধ্বংস, (৫) নভেম্বর মাস হইতে ডাকবাংলো, পোষ্টাফিস, P. W. D. অফিস, সৈন্য-নিবাস, বিমান-ঘাঁটি ধ্বংস, (৬) টেলিগ্রাফ অফিস ও রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বোমা নিক্ষেপ, (৭) ছয় স্থানে ট্রেণ লাইনচ্যুত; ২৬শে নভেম্বরে সৈন্য বোঝাই ট্রেণ লাইনচ্যুত, (৮) সরুপাথর নামক স্থানে সৈন্যদের মাল বোঝাই গাড়ী ধ্বংস, (৯) ছাত্রগণ

দ্বারা 'মৃত্যুকামী বাহিনী' গঠন, (১০) আসামে চারিমাস বেসামরিক গভর্ণমেণ্ট অচল হইয়াছিল। হবিগঞ্জে ট্রেণ ধ্বংসে ১০ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়।

আসামে বিপ্লবের ইতিহাস খুব গৌরবমণ্ডিত হয়। কামান, পিস্তল, বুলেট ও লাঠি চার্জ্জের মুখে আসামের অগণিত দেশপ্রেমিক জাতীয় আদর্শের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে।

উড়িষ্যায় বিপ্লব

কোরাপুট জেলায় বিপ্লব :—সমগ্র কোরাপুট জেলা একটি জমিদারের অধীন। অনুন্নত দেশীয় রাজ্যের মত এই জেলায় জমিদারের উৎপীড়নমূলক শাসনপদ্ধতি প্রচলিত। বেঠী ও বেগারপ্রথা এখানে পুরাদমে চলে। জেলার একাংশে জমিদারের শাসন ও অপরাংশে সরকারি শাসন প্রচলিত। কংগ্রেস "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কোরাপুট জেলার কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সাপ্তাহিক হাটে জনসাধারণকে মাথাপিছু এক পয়সা কর দিতে হইত। এই কর বন্ধ করিবার জন্য ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার জন্ম পুলিশ ও জমিদারের কর্মচারী প্রজাদের উপর যুগপৎ উৎপীড়ন আরম্ভ করে।

মালাকান গিরি তালুকের অন্তর্গত মাথিলি গ্রামে হাটের নিকট লক্ষ্মণ নায়কের নেতৃত্বে দুই হাজার লোকের একটি সভা হয়। নায়ক গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে জনতাকে নিষেধ করে এবং তাহাদিগকে গণরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করে। এই অপরাধে নায়ককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিরাট জনতা নেতাকে অনুসরণ করিয়া থানা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ লাঠি ও গুলি চালনা আরম্ভ হয়।

ঘটনাস্থলেই ছয় জনের মৃত্যু হয় এবং ১০০ জন আহত হয়। জমিদারের একজন কর্মচারী এই কার্যে সাহায্য করেন।

বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীকে তাহাদের জমি, গৃহপালিত পশু ও জিনিষপত্র হইতে বঞ্চিত করা হয়। পুলিশ অসংখ্য কংগ্রেস কর্মীকে বিবস্ত্র করিয়া তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করে। এই বর্বরতা হইতে স্ত্রীলোকও রক্ষা পায় নাই; পুলিশ কংগ্রেসের নিজস্ব মটরগাড়ী, নগদ দুই হাজার টাকা ও যাবতীয় আসবাব কাড়িয়া লয়। এই খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্তও এইগুলি কংগ্রেসকে ফেরৎ দেওয়া হয় নাই।

কোরাপুট জেলে মাত্র ২৫০ জন কয়েদীর স্থান আছে কিন্তু সেই জেলে প্রায় একই সঙ্গে ৭০০ হইতে ৮০০ জন কয়েদীকে জোরপূর্ব্বক রাখা হইত। জেল কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অব্যবস্থা এমনই চরমে উঠে যে এই জেলেই ৫০ জন বন্দী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অত্যাচারে কোরাপুট জেল জার্মানীর "বেলসেন" শিবিরকেও হার মানাইয়াছে। কোরাপুটে একজন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, ২৫ জন গুলি বর্ষণের ফলে এবং ২ জন লাঠি-চালনার ফলে নিহত হয়। শেষোক্ত ২ জনার মধ্যে ১ জন ৪ বৎসর বয়স্ক শিশু ছিল। ৫০ জনের জেলে মৃত্যু হয়, ৩২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। যে গ্রামে কংগ্রেসের চারি আনার একজন সদস্যও ছিল সে গ্রামও অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই।

উড়িষ্যায় ভদ্রক ষ্টেশনে আটজন গুলির আঘাতে নিহত হয়। পুরী ট্রেণের নয়খানি বগি ও চারিটি ষ্টেশন অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়।

অন্যান্য স্থানের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বোম্বাই:—৯ই আগষ্ট পুলিশের গুলিতে বোম্বাইতে ৫ জন নিহত ও ২০ জন আহত, আমেদাবাদে ১ জন এবং পুনাতে ১ জন নিহত হয়। এই তারিখেই বোম্বাইএর মেয়র মিঃ মেহের আলি, কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১১ই আগষ্ট পুলিশের গুলিতে বোম্বাইতে ১৩জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়, এবং ১২ই আগষ্ট ১টি শিশু ও ১ জন স্ত্রীলোক নিহত হয়। শোলাপুরে পুলিশের ছয়জন নিহত হয়। ১৩ই পর্যন্ত বোম্বাইতে ৩০ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বরে ও ১লা অক্টোবরে আমেদাবাদে বোমা বিস্ফোরণে দুই দিনে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ২৩শে অক্টোবরে তিন জন কনষ্টেবল আহত হয়, পুণায় সরকারী ভবন দগ্ধ হয়। ১লা নভেম্বরে কংগ্রেসের বেতার যন্ত্র ধরা পড়ে ও আটক হয়। সাতারার বিবরণ পৃথক দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইতে লাঠি চালনায় ১১ জন বালিকা আহত হয়। যারবেদা জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের লাঠি চার্জ্জ করা হয়।

বিহার:—১০ই আগষ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীকৃষ্ণসিংহ গ্রেপ্তার হন। কাটিহারে পুলিশের গুলিতে ৫ জন নিহত হন। রাঁচি জেল আক্রান্ত হয়। ২৯শে আগষ্ট সীতামারীর মহকুমা হাকিমকে বর্শা দিয়া আঘাত করা হয় এবং দুই জন দারোগা জীবন্ত দগ্ধ হয়। বিদপুরে সৈন্যের গুলিতে আটজন নিহত হয়। ভাগলপুর জেলে কয়েদীরা বিদ্রোহ করে এবং জেলের ডেঃ সুপারিণ্টেডেণ্ট ও কার্ডিং মাষ্টারকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয় এবং ২৮জনকে হত্যা করা হয়। এই অপরাধে তিন জনের ফাঁসি ও তিন জনের দ্বীপান্তর হয়। সাহাবাদ জেলায় মিলিটারির গুলিতে ছয় জন নিহত হয়। বিহারে একস্থানে জনতা ও পুলিশের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। লাহেরিয়া সরাইতে মিলিটারির গুলিতে নয় জন নিহত হয়। চম্পারণে মিলিটারির গুলিতে দুই জন নিহত হয়। ভাগলপুরে ৯০টি পোষ্টাফিস আক্রান্ত হয়। বিহারের একটি সহরে ২০০০ লোক থানা আক্রমণ করিলে পুলিশের গুলিতে দুই জন নিহত হয়। বিহারের একটি মামলায় পুনর্বিচারে দশ জনের ফাঁসি এবং পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ছাপরায় পাঁচ জন সৈন্য ও একজন ফিরিঙ্গি নিহত হয়।

বিহার প্রদেশের পশ্চিমাংশে বিপ্লব ভীষণাকার ধারণ করে।

যুক্ত প্রদেশ—১২ই আগষ্ট এলাহাবাদে পুলিশ গুলি চালায়। আলিগড়

ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত হয়। মজফঃরনগর জেলে ৬ জন কয়েদী ও ২ জন সিপাহী নিহত হয়। বালিয়ার কাহিনী পৃথক দেওয়া হইবে। বেণারসে গুলি বর্ষণে একজন নিহত ও ১২ জন আহত হয়. লক্ষৌতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

মাদ্রাজ :—১৪ই আগষ্টে মাদ্রাজে ৪ জন নিহত হয় এবং ১০ জন আহত হয়। ১৭ই আগষ্টে মাদ্রাজ সহরে সরকারী ভবনে ও ষ্টেশনে আগুণ দেওয়া হয়। ১৩ই বাঙ্গালোরে গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়। রামনাদে ৬ জন নিহত হয়। গোদাবরী জেলায় ৫ জন নিহত হয়। কুম্ভকোণমে ১০,০০০ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব জনতা কতৃক প্রহৃত হন। রামনাদে সরকারী অফিস, সাবজেল, সাবট্রেজারি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। মাদ্রাজের লবণ গোলা আক্রান্ত হয় এবং সহকারী ইনসপেক্টর নিহত হয়। নিলগিরিতে ১ জন নিহত হয়। মহীশূর রাজ্যে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। মাদুরায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়।

মধ্য প্রদেশ :—১৩ই আগষ্ট নাগপুরে ৬ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। ১৬ই আগষ্টে নাগপুরে তিন স্থানে গুলি বর্ষিত হয়, ওয়ার্দ্ধায় ৫ জন নিহত হয়। অস্তি ও চিমুরের কাহিনী পৃথক দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীতে :— ৭ দিনে ৪০ জন নিহত হয় ও ৫৫ জন আহত হয়। নভেম্বরের প্রথমে মিলিটারির গুলিতে তিন ব্যক্তি নিহত হয়।

অস্তি ও চিমুর কাহিনী

জনতা কর্তৃক ব্যাপক হত্যা—মধ্য প্রদেশের ওয়ার্দ্ধা জেলায় অস্তি ও চন্দা জেলায় চিমুর নামে দুইটি গ্রাম অবস্থিত। অস্তি ও চিমুরের নাম আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। ১৬ই আগষ্ট তারিখে বিক্ষুব্ধ জনতা অস্তি ও চিমুর থানা আক্রমণ করে। অস্তি থানায় একজন সাবইনসপেক্টর ও

সাতজন কনেষ্টেবল ছিল। তাহারা জনতা কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। তখন জনতা সাব ইনস্‌পেক্টর ও চারজন কনষ্টেবলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত যে সাবইনস্‌পেক্টারকে ইট দিয়া পিটিয়া মারা হয় এবং দুইজন কনষ্টেবলকে কেরোসিন তৈল দিয়া পোড়াইয়া মারা হয়। জনতা চিমুরে ডাকবাঙ্গলায় একজন মহকুমা হাকিম ও একজন নায়েব তশহীলদারকে এবং চিমুর থানায় একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ও দুইজন কনষ্টেবলকে হত্যা করে। সার্কেল ইনস্‌পেক্টর তিন জন কনষ্টেবলকে লইয়া ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় জনতার সহিত লড়াই করিতে করিতে দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করে।

সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মম অত্যাচার—চন্দার ডেপুটি কমিশনার ১৯শে আগষ্ট তারিখে ২০০ ব্রিটিশ সৈন্য, ৫০ জন ভারতীয় সৈন্য ও ৫০ জন পুলিশ সহ চিমুরে আগমন করেন। তাঁহারা চিমুরের অধিবাসীদের ঘর ভাঙ্গিয়া দেয়, স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে, পুরুষদের বেপরোয়া গ্রেপ্তার করে। সর্ব্বত্রই বল প্রদর্শন করা হয়। তাঁহারা ২৬শে পর্যন্ত চিমুরে অবস্থান করেন। চিমুরে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বাস করে। ২০শে আগষ্টের পর গ্রামে শুধু স্ত্রীলোক ও শিশুরা ছিল। পুরুষরা হয় ভয়ে পালিয়েছিল না হয় গ্রেপ্তার হইয়াছিল।

পাশবিক অত্যাচার সম্পর্কে বেসরকারি তদন্ত—২২শে আগষ্ট চন্দার উকিল সভা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রথম পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ দেন। ২২শে সেপ্টেম্বর চীফ সেক্রেটারি একখানি লিখিত অভিযোগ পান। হিন্দু মহাসভার নেতা—ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে ও মিঃ এম, এন, ঘাটেট ২৬শে সেপ্টেম্বর চিমুর পরিদর্শন করিয়া ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া চিমুরের পাশবিক অত্যাচারের একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই তদন্ত ব্যাপারের সময় নাগপুরের ডিভিশনাল কমিশনার ও চন্দার ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্টে সৈন্য কর্ত্তৃক ছয়টি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের বিষয় ও ব্যাপকভাবে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের কথা উল্লিখিত হয়।

ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরের পত্নী ও মধ্য প্রদেশের আইন সভার সভ্যা শ্রীমতী রমা বাই ট্যাম্বে ও আর চারিজন উচ্চশিক্ষিতা ও পদমর্য্যাদাসম্পন্না মহিলা ডাঃ মুঞ্জের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও নির্ভুলভাবে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে এগারটি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়। ইহা ব্যতীত দায়িত্বশীল লোকের নিকট হইতে অভিযোগ আসে।

প্রকাশ্য তদন্তে গভর্ণমেণ্টের অসম্মতি—দুই রিপোর্টেই গভর্ণমেণ্টকে প্রকাশ্য তদন্ত করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এইরূপ একটা জরুরী বিষয়ে নানা অজুহাতে তদন্ত করিতে অস্বীকার করিয়া একটি বিবৃতি দেন অথচ হত্যার জন্য কয়েকজন গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। গভর্ণমেণ্ট বিনা অনুমতিতে বাহিরের লোককে গ্রামে প্রবেশ বা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

গভর্ণমেণ্ট বিবৃতিতে উল্লিখিত অজুহাতগুলি এইরূপ : (১) কোন হাকিমের নিকট শপথ গ্রহণ করিয়া অভিযোগ করা হয় নাই। (২) অভিযোগগুলি ১৯শে হইতে ২১শে আগষ্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঘটনা সম্পর্কে। (৩) চীফ সেক্রেটারির নিকট অভিযোগে দুইটি পাশবিক অত্যাচারের কথা আছে। (৪) চন্দার উকিল সভার সংবাদে কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের উল্লেখ নাই কেবল গুজবের উল্লেখ আছে। (৫) ডাঃ মুঞ্জের তদন্তের সময় পাঁচটি ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা একটি পাশবিক অত্যাচারের কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু এই অভিযোগকারিণী নিজে অভিযোগ না করিয়া বৌদিদির দ্বারা করাইয়াছে। (৬) মহিলাদের রিপোর্টে উল্লিখিত সমস্ত পুরুষদের গ্রেপ্তারের কথা মিথ্যা; কারণ চিমুরের অধিবাসির সংখ্যা ৫০০০, গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২২৫। (৭) চারিটি পৃথক বেসরকারি রিপোর্টে বর্ণিত ঘটনাবলীর পরস্পর কোন মিল নাই। (৮) ১৯শে হইতে ২১শের মধ্যে বহু স্ত্রীলোক আটক বন্দীদের প্রত্যহ খাবার দিতে আসিত। ডাঃ সুব্রামানিয়ন ডেপুটি কমিশনার যিনি বরাবর

উপস্থিত ছিলেন তাহার কাছে কেহ কোন দিন কোন অভিযোগ করে নাই। (৯) ২১ আগষ্ট তারিখে কতকগুলি স্ত্রীলোক ডেপুটি কমিশনারের নিকট লুণ্ঠনের অভিযোগ করে কিন্তু কোন পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ করে নাই। (১০) মিঃ রাউ কমিশনার ৬ই সেপ্টেম্বরে চিমুর পরিদর্শন করেন কিন্তু ১০ই পর্য্যন্ত তিনি কোন অভিযোগ পান নাই।

অধ্যাপক ভান্‌সালির অনশন—চিমুরের ব্যাপারের সঙ্গে অধ্যাপক জে, পি, ভানসালির নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনি বোম্বাই কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। শেষে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও ঋষিতুল্য লোক। বর্তমানে তিনি গান্ধীজীর সেবাশ্রমে বাস করেন। রাজনীতির সহিত তাঁহার সংস্রব নাই। চিমুরের অত্যাচারের কাহিনী ও গভর্ণমেণ্ট পক্ষের তদন্তে অস্বীকৃতি শুনিয়া তিনি খুব বিচলিত হন। ইহার প্রতিকারার্থে ১লা নভেম্বরে তিনি দিল্লীতে বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্য মিঃ এম্, এস এ্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ এ্যানে চিমুরের পার্শ্ববর্তী-গ্রামের অধিবাসী। মিঃ এ্যানে তদানীন্তন অবস্থায় ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পরে কোন প্রতিকার করিতে অসামার্থ্য জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ভান্‌সালি মিঃ এ্যানের বাড়ীতে অনশন আরম্ভ করেন কিন্তু বিকালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী জেলে লওয়া হয় এবং জোরপূর্ব্বক খাওয়ান হয়। ৭ই নভেম্বরে তাঁহাকে দিল্লী হইতে সেবাগ্রামে লইয়া মুক্তি দেওয়া হয়। ভান্‌সালি ১০ই তারিখে ৬২ মাইল দূরস্থিত চিমুর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে যাইয়া ১১ই তারিখে পুনরায় অনশন আরম্ভ করেন। ১৩ই তারিখে তাঁহাকে চিমুর হইতে জোরপূর্ব্বক পুনরায় সেবাগ্রামে আনা হয় কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি অনশনাবস্থায় দুর্ব্বল শরীরে পুনরায় ১৯শে তারিখে পদব্রজে ৫৬ ঘণ্টায় ৬২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া চিমুরে পৌছান। গভর্ণমেণ্টও জিদ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ষ্ট্রেচারে করিয়া সেবাগ্রামে

পাঠাইয়া দেয়। তিনি দুইপক্ষ কাল অনশন করিবার পর কেবল মানসিক শক্তিবলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় চিমুর অভিমুখে অতি মন্থর গতিতে যাত্রা করেন কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌছিবার বহু পূর্ব্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেবাগ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তৎপরে ভান্‌সালির অনশন বা চিমুরের কাহিনী সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করেন। ভান্‌সালি অনশনাবস্থায় সেবাশ্রম হইতে চিমুর তীর্থ যাত্রার সময়ে মিঃ কে, এম, মুন্সীকে বলেন, **"যাহাতে এই ঋষিমুনির দেশে কোন নারীর মর্য্যাদা হানি না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি।"**

যাহা হউক সংবাদপত্রে আন্দোলন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিবাদে ১২ই জানুয়ারী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং ভবিষ্যতে নারীদের প্রতি যাহাতে সৈন্য বা পুলিশ কোন অসম্মান প্রদর্শন না করে বা কোন নারী ধর্ষণ না করে সেই বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দেন। চিমুরে পরিদর্শকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। মিঃ ভান্‌সালি ১২ই জানুয়ারীতে ৬২ দিন পরে অনশন ভঙ্গ করেন। মিঃ এ্যানে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে অর্থাৎ ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে চিমুর পরিদর্শন করেন।

অষ্টি ও চিমুর মামলায় নিম্ন আদালতে ২০ জনার ফাঁসি ও ২৫ জনার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। অন্যান্য অনেক আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। উচ্চ আদালতে ১৫ জনার ফাঁসির আদেশ বহাল থাকে। প্রায় আড়াই বৎসর পর অনেক আবেদন নিবেদনের পর সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধীর আবেদনে মহামান্য বড়লাট ফাঁসির আদেশ মকুব করেন।

আগষ্ট বিপ্লবের কতকগুলি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

(এই ঘটনাগুলি আইন পরিষদের বিভিন্ন সভ্যের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)।

(১) **ডিনামাইট দ্বারা বাড়ী ভূমিসাৎ**—ছাপরার সভ্য শ্রীরাম বিনোদ সিং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন তারিখে বিহার পরিষদে বলেন, "আমি এখন পথের ভিখারী। ৯ই আগষ্টে আমার গ্রেপ্তারের পর আমার কন্যা গ্রামে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে থানা দখল করে। ১০ই তারিখে নর্দার্ণ রেঞ্জের D. I. G. মিঃ টেনব্রুক বিরাট পুলিশ বাহিনীসহ আমার গ্রামে আসেন। গ্রামের চারিপাশে মেসিন গান স্থাপন করিয়া গুলি চালান, পাঁচ জন মারা যায়। তিনি আমার কন্যাকে দেখিবামাত্র গুলি করিবেন এইরূপ ঘোষণা করেন এবং আমার বাড়ীতে তাহার সন্ধানে যান। পূর্ব্ব রাত্রে আমার পরিবারস্থ সকলে গ্রাম ত্যাগ করে। তখন মিঃ টেনব্রুক আমার যত জিনিষপত্র ছিল সবই কেরোসিন ঢালিয়া আগুণ ধরাইয়া দেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আমার দ্বিতল বসত বাটি ডিনামাইট সাহায্যে ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কুকুরের মত আমার স্ত্রী ও কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়; শেষে মজঃফরপুরে আমার কন্যাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাটনা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে যখন আমার জামাতা মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলেন তখন আমার কন্যার কাতরোক্তিতে ও মরণোন্মুখ জামাতার করুণ আবেদনে আমার কন্যাকে এক ঘণ্টার জন্যও স্বামীর শয্যাপার্শ্বে যাইতে দেওয়া হয় নাই।"

(২) স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় পরিষদে "ভারতবর্ষের অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ২৫০টি রেল ষ্টেশন (তন্মধ্যে ১৮০টি বিহারে ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বভাগে)

ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ২৪টি ট্রেণ লাইনচ্যুত হয়, ৫৫০টি পোষ্টাফিস আক্রান্ত হয়, ৫০টার বেশী পোষ্টাফিস ধ্বংস হয়, ২০০টি পোষ্টাফিস সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ৩৫০০ বেশী তার কাটা হয়। পোষ্টাফিস হইতে এক লক্ষ টাকা নগদে ও ষ্ট্যাম্পে চুরি যায়, ত্রিশজন পোষ্টাল কর্ম্মচারি আহত হয়। ৭০ টি থানা ও ৮৫ টি সরকারী ভবন দগ্ধ হয়। সর্ব্বসমেত এক কোটি টাকার ক্ষতি হয়। (ম্যাক্সওয়েলের বক্তৃতার মর্ম দ্বিতীয় খণ্ডে 'মহাত্মার অনশন' প্রসঙ্গে পরে দেওয়া হইয়াছে।)

(৩) ১৫ই সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্দ্দার সন্ত সিংহ বলেন, "করাচির বার জন বিশিষ্ট বণিকের একটি কমিটি সরকারি জুলুমের তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, 'কয়েকজন নিগৃহীত ছাত্র যাহারা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সন্তান কমিটির নিকট বলে যে থানায় তাহাদিগকে কিল চড় ঘুষি লাথি দিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহারের পর একটি কামরায় লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদের চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া প্রত্যেকের বুকের উপর একটি সাদা পোষাক পরিহিত লোক বসে। তাহাদের পা উঁচু করিয়া ধরিয়া খালি পায়ের তলায় ১০ হইতে ২০ ঘা বেত মারা হয়। তাহাদিগকে থানা অফিসারের জুতা নাক দিয়া স্পর্শ করিতে এবং মাটির উপর বসিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে (সিন্ধু প্রদেশে ইহাকে "গিঁসি" বলে) বাধ্য করা হয়।'

ইহার পর যে ঘটনা ঘটে তাহা শুনিলে যাহার ভিতরে একটুও মনুষ্যত্ব আছে তিনিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। পুলিশ অফিসারের আদেশে বলাৎকারের উদ্দেশ্যে মাকরাণি একটি বালককে (যে খুব সাংঘাতিক-ভাবে প্রহৃত হইয়াছে) টানিয়া ঘরে লইয়া জোরপূর্ব্বক তাহার পায়জামা ও underwear খুলিয়া ফেলে, তখন বালকটি চীৎকার করায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।" (এখানে মনে রাখা দরকার যে মিঃ ম্যাক্সওয়েলের উক্তি অনুসারে সিন্ধুপ্রদেশ আগষ্ট বিপ্লবের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। তবুও এখানে এইরূপ অত্যাচার করা হয়।)

(৪) ১৫ই সেপ্টেম্বরে মিঃ লাল চাঁদ নাভালরায় কেন্দ্রীয় পরিষদে বলেন, "করাচি কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ 'যে সব সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাহাদের আইনসঙ্গত কার্য্যে পদব্রজে বা গাড়ীতে যাইতেছিলেন তাঁহারা পুলিশ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন। পুলিশ পাঠাগার, রেঁস্তোয়া এবং ক্লাবে ঢুকিয়া উপবিষ্ট সভ্যদের বেপরোয়াভাবে প্রহার করে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ অনেক সময়েই বিনাকারণে ছোট ছেলেদের তাড়া করে, কতকগুলিকে লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করে এবং এই সকল লোকের বাসগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে।"

(৫) ২২শে সেপ্টেম্বরে Council of State এ রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ মাহথা (বিহার) বলেন, "১১ই আগষ্ট পর্যন্ত আমার প্রদেশে:বিশেষ সাংঘাতিক ধরণের কিছু ঘটে নাই কিন্তু সেই দিন বিকালে পাটনা সেক্রেটেরিয়েটের সামনে একদল হাঙ্গামাকারী লোকের উপর গুলি বর্ষিত হইবার পর ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। চারিদিকে হিংসাত্মক কার্য্য সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয়। গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্রোহানল প্রশমিত করিতে যে উপায় অবলম্বন করে তাহা হাঙ্গামাকারীদের হিংসাত্মক কার্য্যাবলী হইতে সহস্রগুণ বেশী সুশৃঙ্খলিত হিংসাত্মক। পুলিশ ও সৈন্যদিগকে বেপরোয়াভাবে পাড়াগায়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিহারে National War Frontএর নেতা হিসাবে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিবার সময় আমি পুলিশ ও সৈন্যদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা, সাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠন, সমগ্র গ্রাম পোড়ান, গ্রেপ্তারের ভয় প্রদর্শন ও শারীরিক নিপীড়ন দ্বারা অর্থ আদায় প্রভৃতি নানা অত্যাচারের রিপোর্ট পাইয়াছি। আমি মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ও চীফ সেক্রেটারির নিকট নিষ্ঠুর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সম্বলিত একটি বিবৃতি পেশ করিয়াছি। এই বিবৃতিতে আমি ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সহি করিয়াছি।

"আমার এই দুইটি চোখ যাহা গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছে—বাজারে সমস্ত

ধনী বণিকের দোকান লুণ্ঠন করিতে, পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃক সমগ্র গ্রাম আগুণে পোড়াইতে দেখিয়াছি—তাহা আমি চীফ সেক্রেটারির নিকট ও গভর্ণরের পরামর্শদাতার নিকট বর্ণনা করিয়াছি।...এই আন্দোলনের ব্যাপকতা, গভীরতা ও উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধ হয় নাই। **ইহা ছাত্র আন্দোলন নহে বা কংগ্রেস আন্দোলন নহে কিংবা ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য পঞ্চম বাহিনীর আন্দোলন নহে।** যে জাতির সম্মুখে আপনারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রস্তাব ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যে জাতি মানবীয় ধৈর্য্যের সীমার বাহিরে উত্তেজিত হইয়াছে, যে জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করে না সেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যতিক্রম দেখিয়াছে এই আন্দোলন সেই জাতির হতাশার অভিব্যক্তি।"

(৬) রায় বাহাদুর লালা রামশরণ দাস Council of State-এ বলেন, "আমার সংবাদ এই যে বিহারে কতকগুলি জেলায় যেখানে ভারতীয় I. C. S. অফিসার, কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার ছিলেন সেখানে যৌথ দায়িত্বে ইউরোপীয়ান I. C. S. অফিসার নিযুক্ত হন যেহেতু ভারতীয় I. C. S. অফিসারদের উপর গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ছিল না।...জনসাধারণের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করে না, তাহার ব্রিটিশের শাসনে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। যখনই ব্রিটিশ কোন যুদ্ধে জয়লাভ করে জনসাধারণ তাহা বিশ্বাস করে না; যখনই ব্রিটিশরা হারিয়া যায় তখন তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে।"

(৭) পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুন্‌জরু বলেন, "এলাহাবাদে একটি ঘটনা ঘটে। আমি তদন্ত করিয়াছি। একজন ব্যক্তির মাথায় গান্ধী টুপি ছিল বলিয়া একজন সৈন্য তাহাকে ধরে এবং টুপি খুলিতে বলে। সে টুপি খুলিতে অস্বীকার করে। দু' তিন জন সৈন্য আসিয়া তাহাকে প্রহার করে। সেও তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে। তখন একজন সৈন্য গুলি ছোঁড়ে। তাহাতে একজন নিরীহ পথিক মারা যায়।

"...আর একটি ঘটনা গাজিপুর জেলার মান্‌জা গ্রামে ঘটে। সেই গ্রামের জমিদার যিনি বৎসরে ৪০০০ টাকা রাজস্ব দেন গভর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ঘটনাটি এই—২৪শে আগষ্ট চারজন ব্রিটিশ সৈন্য,—আমার মনে হয় চারিজন ব্রিটিশ অফিসার—, নন্দগঞ্জ থানার দারোগা ও প্রায় ১০০ হইতে ১৫০ সৈন্য লইয়া মান্‌জা গ্রামে আসেন এবং গ্রামের সমস্ত পুরুষকে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিতে ও রাস্তার একধারে দাঁড়াইতে বলেন। গ্রামবাসীগণ ভয়ে সেই আদেশ পালন করে। তারপর তাহারা প্রত্যেক বাড়ীতে ঢুকিয়া জোর করিয়া মেয়েদের অলঙ্কারাদি গাত্র হইতে খুলিয়া দিতে বাধ্য করে। তাঁহারা অলঙ্কার, নগদ টাকা ও মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইয়াছিল সবই আত্মসাৎ করে এবং অনেকগুলি ঘরে আগুণ লাগাইয়া দেয়। তৎপর প্রত্যেক পুরুষকে দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন লোক বেত মারে। এই জমিদারের বাড়ীও লুণ্ঠিত হয়। এই জমিদার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনকে দমন করিতে ও এই যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিতে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করে। তিনি যুদ্ধ তহবিলে টাকাও দিয়াছেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট। রাজভক্ত জমিদারের যদি এই দশা হয় তবে সাধারণ লোকের কি অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এইরূপ বহু অভিযোগ পাইয়াছি।"

(৮) মিঃ কে, সি, নিয়োগী বলেন, "নির্দ্দোষ ভারতবাসীকে যেমন নাগপুরের স্যার মাধব রাও দেশপাণ্ডেকে রাস্তা হইতে আবর্জ্জনা অপসারিত করিতে বাধ্য করা হয়। (এই সংবাদের সত্যতা মিঃ এম্ এস্ এ্যানে অস্বীকার করেন।) নোয়াখালি জেলায় কয়েকটি মুসলমান-প্রধান গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের উপর সৈন্যগণ নির্ব্বিচারে ব্যাপকভাবে পাশবিক অত্যাচার করে। এই ঘটনাটি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে পরদিন কতকগুলি স্ত্রীলোককে মৃতাবস্থায় এবং কতকগুলিকে অর্ধ মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। মুসলীম লীগ এই সম্পর্কে প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি Star of Indiaতে প্রকাশিত হওয়ায়

অভিযোগের তদন্ত বা প্রতিকার করা দূরের কথা উক্ত কাগজ প্রকাশ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়।

(৯) মিঃ কে, সি, নিয়োগী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় পরিষদে মিলিটারির ও পুলিশের জুলুমের তদন্তের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাব দুই দিন আলোচনার পর পাঁচমাস মুলতুবি থাকিয়া ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যাখ্যাত হয়।

মিঃ নিয়োগী বলেন, "গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ছয় প্রকার অভিযোগ আছে: (ক) হাঙ্গামাকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা অনাক্রান্ত সব জায়গাতে পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, যথেচ্ছাভাবে সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই সব ঘটনা বেশী সংঘটিত হয়।

(খ) আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য হাঙ্গামাকারী দ্বারা অনধ্যুষিত অঞ্চলেও এলোমেলোভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়। কলিকাতায় এই ঘটনা বিশেষ ঘটে।

(গ) কোন হাঙ্গামার জায়গায় হাঙ্গামাকারীগণের পলায়নের পর নির্দ্দোষ লোককে গুলি করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য পলায়িত হাঙ্গামাকারীদের শাস্তি দিতে অপারক হইয়া স্থানীয় লোকদিগের উপর প্রতিশোধ লওয়া। এইরূপ দমন নীতি কলিকাতা ও দিল্লীতে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়।

(ঘ) পূর্ব্বে সাবধান না করিয়া অহিংস জনতা বা ব্যক্তিকে আঘাত বা গুলি করা হয়। নির্দ্দোষ ও ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সান্ধ্য আইন নামমাত্র ভঙ্গ করিলে দেখামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হয়—তাহাতে অনেক সময়েই মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াছে ইহাই সাধারণ ধারণা। এই ঘটনা বিশেষতঃ দিল্লীতে ঘটে।

(ঙ) অহিংস জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়।

(চ) পাইকারি জরিমানা আদায়ের যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে সেই নীতি অনুসারে সকলকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার বিশেষতঃ বেত্রাঘাত, অপমান করা হয়।

কলিকাতার প্রকৃত দৃষ্টান্তগুলি নিগৃহীত লোকদিগের সত্যপাঠস্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগ আমার নিকট আছে।

মিঃ নিয়োগী তাহার অভিযোগের সমর্থনে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দেন: (ক) Council of State এ রায় বাহাদুর নারায়ণ মাহাথার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) মিঃ নিয়োগী গাজীপুরের মান্‌জা গ্রামের ঘটনা বিবৃত করেন (৭ নং ঘটনা)। নন্দগঞ্জের দারোগা ব্রিটিশ অফিসারকে জমিদারের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করেন কারণ তিনি রাজভক্ত জমিদার। অফিসার দারোগাকে বলে, "চুপ রহ"। তৎপর সৈন্যগণ জমিদারের বাড়ী লুণ্ঠন করে। জমিদার ভারত গভর্ণমেণ্টের নামে ৩০৪০৫ টাকার খেসারতের নালিশ করেন। ঐ গ্রামে সৈন্যগণ জমিদারের ২০জন প্রজার ঘরে আগুন দেয়,অন্যান্য লোকদের সহিত জমিদারের ম্যানেজারকে ব্যাঙের মত বসাইয়া খালিপিঠে বাখারি দিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। জমিদারের পিয়নকে প্রতিবাদ করার জন্য নির্দ্দয়ভাবে ৩০ ঘা বাখারি দিয়া প্রহার করা হয়। জমিদারের মেয়ে ও স্ত্রী অলঙ্কার অপহরণের জন্য আইনতঃ নোটিশ দিয়াছেন। মান্‌জা গ্রামের ঘটনা আদর্শ ঘটনা। বালিয়া, গোরক্ষপুর, আজমগড় ও জৌনপুর জেলায় এইরূপ পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহু অত্যাচারের কাহিনীর বিশদ বিবৃতি আমার নিকট আছে। বিবৃতিতে প্রত্যেক গ্রামের নাম, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, গৃহদাহের সংখ্যা, লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা এই বিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন তাহাদের সততায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

(গ) যুক্তপ্রদেশের বণিক সম্প্রদায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ৭ই আগষ্টে লিখিত পত্রে কাণপুর সহরে বিশেষতঃ নারায়ণগঞ্জ বাজারে বণিকদের নির্ব্বিচারে প্রহার; আঘাত ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেন। এই সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ আমার নিকট আছে।

(ঘ) ২৪শে তারিখের পত্রে তাঁহারা জানান, "কাণপুর সহরে বংশ ও

পদমর্যাদা নির্ব্বিশেষে লোকগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, নিজেদের বাড়ীতেই অপমানিত ও প্রহার করা হইয়াছে, পুরুষদিগের অবর্ত্তমানে পুলিশ কর্ত্তৃক মহিলাগণ অপমানিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন।”

(ঙ) ১৪ই আগষ্ট কাণপুরের হিন্দু সংঘ এক পত্রে জানান, “ব্যাপক গ্রেপ্তার ছাড়াও পুলিশ বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া, জিনিষ ও আসবাব পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মূল্যবান সামগ্রী লইয়া যাইত।”

(চ) মিঃ ওঙ্কার প্রসাদ সাকসেনা একজন গভর্ণমেন্ট চাকরিয়া। তাঁহার বাড়ীর অত্যাচারের বর্ণনায় তিনি বলেন, “পুলিশ ক্ষিপ্তের ন্যায় গ্রামোফন ভাঙ্গে, রেডিওকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, রাস্তার উপর বাসন পত্র ভাঙ্গে, রান্নার জিনিষ, কাচাপত্র, ফটো ও ছবির এই দশা হয়। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা বাড়ীর মহিলাদের গালাগালি করিতে ও লাথি মারিতে অগ্রসর হয়। তাহারা অবাক হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা নগদ ২১০ টাকা ও ১৫০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া যায়। কালেক্টরগঞ্জ থানায় আমি ডাইরি করিতে চাইলে থানার লোক ডাইরি লইতে অস্বীকার করে।”

(ছ) কলিকাতার একস্থানে হাঙ্গামার চব্বিশ ঘণ্টা পরে পুলিশ আসিয়া গুলি বর্ষণ করিয়া স্থানীয় কয়েক জনকে হত্যা করে। ডাঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জির এই ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে।

(জ) ভারতীয় বণিক Chamber এর পরিচালনাধীনে ৩৪টি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ১৭ই আগষ্ট একটি প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃক গৃহস্থকে, কর্ম্মরত বণিককে ও পথচারীকে দিয়া রাস্তা হইতে বাধা ও জঞ্জাল অপসরণ করাইবার বিরুদ্ধে এবং বাসস্থান, গদি ও দোকান হইতে যাহারা হাঙ্গামায় লিপ্ত নহে এরূপ নির্দোষী লোককে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

(ঝ) Bombay Chronicle এ সংবাদ প্রকাশিত হয় “বোম্বাইএর সকল সংবাদপত্রে কোন কোন অঞ্চলের পথিক ও গৃহস্থ দিয়া রাস্তা ঝাট দেওয়ার কথা

বিবৃত হইয়াছে। আমাদের রিপোর্টাররা নিজের চোখে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এমন কি বন্দুক দেখাইয়া ভদ্র মহিলাদিগকে রাস্তা ঝাট দিতে বলা হইয়াছে।"

(ঞ) ১৬ই আগষ্ট Search Lightএ এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়—"পুলিশ পাটনার বিভিন্ন মহল্লার লোকদিগকে এমন কি উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক-দিগকে বাড়ী হইতে টানিয়া আনিয়া রাস্তা হইতে অবরোধ অপসারণ করিতে বাধ্য করে। এই কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে তাহারা নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াছে। অদ্য সকালে পাটনা বারের প্রবীণ উকিল, হিন্দু মহাসভার সহকারী সভাপতি ও পাটনা সহরের বিশিষ্ট সম্মানিত অধিবাসী শ্রীনবাব কিশোর প্রসাদ (নং ১) যখন প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হন তখন সহসা তাঁহাকে ধরিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে আদেশ দেওয়া হয়। পাটনা সহরের বিখ্যাত ডাক্তার দামোদর প্রসাদকে তাঁহার বাড়ীর দ্বিতলে তাঁহার রোগশয্যা হইতে টানিয়া আনিয়া পাটনা কলেজিয়েট স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। পরে সৈন্যরা তাঁহার মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত করে, ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। পুলিশ প্রবীণ মোক্তার মৌলভী সাকারুল্লাকে বাড়ী হইতে টানিয়া সাংঘাতিকভাবে প্রহার করে।

(১০) মিঃ এন, এম, যোশী মিঃ নিয়োগীর তদন্ত প্রস্তাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি Bombay Civil Liberties Unionএর সভাপতি।

(ক) বোম্বাইতে একটি বালককে "গান্ধী মহারাজকি জয়" এই বলার অপরাধে গুলি করা হয়।

(খ) কায়রা জেলার কতকগুলি ছাত্র গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন তাহারা এইরূপ প্রচার করিয়া ট্রেণ ধরিবার জন্য কোন ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য নিয়োজিত একদল সশস্ত্র পুলিশ ট্রেণ হইতে নামিয়া ছাত্রদিগের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদলের

নেতা পুলিশদলের কর্ত্তাকে বলে যে তাহারা সত্যাগ্রহী; যদি পুলিশ তাহাদিগকে. গ্রেপ্তার করিতে চাহে তাহাতে তাহারা বাধা দিবে না। ইহা বলা সত্ত্বেও পুলিশ নিরস্ত্র নিরীহ ছাত্রদিগের উপর গুলি বর্ষণ করে। তিন জন ছাত্র নিহত হয়; বহু ছাত্র আহত হয়। শুধু ইহাই নহে পুলিশ আহতদিগের কোন প্রকার সাহায্য এমন কি তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতে গ্রামবাসীকে বাধা দেয়। রেলওয়ে ষ্টাফ আহতদিগকে জল দিতে চায়, পুলিশ তাহাদিগকেও পর্য্যন্ত বাধা দেয়।

(গ) মিরাটের গান্ধী আশ্রমের ম্যানেজার রামস্বরূপ শর্ম্মা একদিন নিকটস্থ ভানধারী নামক গ্রামে যাইলে অন্য কাজে তাহার নিকট ৫০।৬০ জন লোক আসে। এই নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনতা দেখিয়াও একদল পুলিশ ইহাদিগকে হাঙ্গামাকারী ভাবিয়া সেইস্থানে আসিয়া বেয়নেট চার্জ্জ করিতে আরম্ভ করে। জনতা বেয়নেট চার্জ্জের প্রতিবাদে প্রত্যাক্রমণ করিলে পুলিশ গুলি চালায়, তিন চারজন নিহত হয়। ব্যাপার এইখানেই শেষ হয় না। ম্যানেজারকে নিহত বা আহতদের মধ্যে না দেখিয়া একজন পুলিশ তাহাকে জনতার মধ্য হইতে খুজিয়া বাহির করিয়া তিন বার গুলি করিয়া হত্যা করে।

(ঘ) বোম্বাই প্রদেশের ধুলিয়া জেলায় ছোট সহর ননদারবারে পাঁচ হইতে ১৫ বৎসরের ছোট মেয়েছেলেরা ৯ই আগষ্ট স্কুলের ছুটির পর নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একটি ছোট শোভাযাত্রা করিয়া বাড়ী ফিরিতে থাকে। ইহাতে বাহিরের লোক কেহ ছিল না। এই সময়ে একজন লোক যাহাকে স্থানীয় অধিবাসিরা পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরের শত্রু বলিয়া জানে সাব ইনস্‌-পেক্টরকে ঢিল ছুড়িয়া আহত করে। এই লোকটি শোভাযাত্রী ছিল না। সাব ইনস্পেক্টর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীকে শাস্তি না দিয়া শোভাযাত্রী ছাত্রছাত্রীদের উপর পূর্ব্বে সতর্ক না করিয়া গুলি বর্ষণ করে। ইহারা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। তিন জন ছাত্র মারা যায়।

(এই সকল ঘটনা Bombay Civil Liberties' Union এর সহকারী সভাপতি (যিনি একজন অভীজ্ঞ সলিসিটার) তদন্ত করেন।)

(১১) স্যার সুলতান আমেদ (বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য) মিঃ নিয়োগীর তদন্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন :—তাঁহার যুক্তি এইরূপ :—

"(ক) হোম মেম্বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যদি কোন প্রয়োজনাতিরিক্ত জুলুম হইয়া থাকে তবে সেই শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করিলে ও তাহারা সন্তুষ্ট হইলে যাহা করা উচিৎ তাহা তাহারা করিবেন।

"(খ) এই তদন্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :—প্রথমতঃ আন্দোলনের স্বরূপ, সর্ব্ব প্রকার আক্রমণাত্মক নীতি, গভর্ণমেণ্ট সম্পত্তি নাশের প্রত্যেক উপায়, আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রত্যেক অবলম্বিত পন্থা বিবেচনা করা উচিৎ। যে অফিসার মানুষ বা সম্পত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই আক্রমণ করা হয়েছে। এইরূপ সব ব্যাপার তদন্ত করা খুব অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ যে অঞ্চলে এই আন্দোলন চলিতেছে তাহা এত ব্যাপক যে তদন্ত করা সম্ভব নয়। পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু-প্রদেশ ব্যতীত সাড়া ভারতময় এই আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিহার ও আসাম ব্যতীত পুলিশ ২৮৯ স্থানে গুলি বর্ষণ করে। বিহার ও আসামের রিপোর্ট এখনও আসে নাই। বিহারে একস্থানে হাঙ্গামাকারীগণ বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল, সব জায়গায় এখনও আন্দোলন একবারে বন্ধ হয় নাই। কাজেই এখন তদন্ত চলিতে পারে না।

"যখন হাঙ্গামাকারীগণ অসাধারণভাবে সাংঘাতিক কিছু করিয়াছে তখনই পুলিশ বা মিলিটারি গুলি করিয়াছে। পুলিশ পক্ষে ৩১ জন নিহত, হাঙ্গামাকারীগণের পক্ষে ৬৫৮ জন নিহত হইয়াছে। ১৬ই আগষ্ট কংগ্রেস পতাকা লইয়া কংগ্রেস কর্ম্মীগণ দ্বারা পরিচালিত ৫০০০ লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিহার প্রদেশে মিনাপুর থানা আক্রমণ করে। সাব ইনস্পেক্টরকে থামে বাধিয়া

জীবন্ত দগ্ধ করা হয়, কয়েকজন পুলিশ জখম হয়, থানা বাড়ী ধ্বংস করা হয়। সীতামারিতে মহকুমা হাকিম (যিনি একজন অনুগত সরকারি অফিসার), পুলিশ ইনস্‌পেক্টর, হেড্ কনস্‌টেবল ও আরদালিকে একখানা মটরে যাইবার সময় মটর আটকাইয়া জনতা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাহাদের দেহের প্রত্যেক অংশ কাটিয়া পৃথক করা হয়।

"পূর্ণিয়া জেলার রূপৌলীতে দশ হাজার লোকের জনাতা থানা ঘেরাও করে এবং কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করে। বড় ইনস্‌পেক্টর ও থানার অন্যান্য কর্মচারি আপত্তি করায় আক্রান্ত হইয়া বাসায় পলাইয়া যায়। ছোট ইনস্‌পেক্টর ও দুইজন কনস্‌টেবলকে ধরিয়া দেহে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আগুনে পোড়ান হয়।

"১৮ই আগষ্ট বিহারে নারায়ণপুরের পশ্চিমে একখান বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহাতে চালক মারা যায় কিন্তু জনতা বিমানের অন্য পরিচালকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। মারহোয়ারাতে (Marhowra) একজন ব্রিটিশ অফিসার ও চারজন অন্য ব্রিটিশ কর্মচারি যেমন এক মাঠে মটর হইতে অবতরণ করিলেন অমনি তাহাদিগকে বর্শা দিয়া হত্যা করা হয়। বিমান বিভাগের দুইজন ক্যানাডিয়ান অফিসার একটি ট্রেণে সাধারণ যাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করিবার সময় ট্রেণটি জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। জনতা কামরার জানালায় ঢিল ছুড়িতে থাকে। অফিসারদ্বয় জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কোনই ফল হয় না। তাহারা ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদিগকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরে একখানি এক্কা করিয়া তাহাদিগের মৃত দেহ সহরময় ঘোরান হয়। ট্রেণখানিও পোড়ান হয়।

"জনতার অপরাধের গুরুত্ব, আন্দোলনের ব্যাপকতা, গুলিবর্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া তদন্তের পক্ষে কোন প্রাথমিক যুক্তি নাই।

"সৈন্যগণের আন্দোলন দমন করা কাজ নয়, কাজেই তাহারা এই সকল কাজে যোগদান করিতে সাধারণতঃ অনিচ্ছুক। সৈন্যবাহিনী খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

ইহাদিগকে জরুরী কাজে বিশ্বাস করা উচিৎ। যদি তাহারা বোঝে প্রত্যেক কাজের জন্য তাহাদিগকে তদন্ত কমিটির নিকট ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে হবে তবে তাহারা এই সকল কাজে বেসামরিক শাসন বিভাগকে সাহায্য করিবে না। গভর্ণমেণ্ট নানা রিপোর্ট হইতে সন্তুষ্ট যে পুলিশ ও মিলিটারি সঙ্কটজনক অবস্থায় তাহাদের কর্তব্য উত্তমভাবে সম্পাদন করিয়াছে। যদি পুলিশ বা মিলিটারির অত্যাচারের অভিযোগ করা হয় তবে প্রাদেশিক গভর্ণর ও সৈন্য-বিভাগ তাহার তদন্ত করিবেন। অনেক ঘটনা যাহা এখানে বিবৃত হইয়াছে তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তদন্ত করিলে পুলিশ ও মিলিটারির নৈতিক অবনতি হইবে।”

(১২) সর্দ্দার শান্ত সিং বলেন, “শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নহে পরন্তু আন্দোলনকারীগণকে ভয় দেখাইয়া আন্দোলন দমন করিবার জন্য (Policy of frightfulness) এবং তাহাদিগকে বশে আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পুলিশ ও মিলিটারি দ্বারা অত্যাচার অনুষ্ঠিত করিতেছে।

“আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—সুরজ নারায়ণ রায় নামক একজন অবসর প্রাপ্ত পুলিশের সাব ইনস্‌পেক্টর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরের নিকট এক Memorial দিয়াছেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, “আমি ও আমার পরিবারস্থ সকলেই সরকারের বিশ্বাসী ও রাজভক্ত প্রজা সত্ত্বেও গাজিপুর জেলায় সেরপুর কালানে আমার গ্রাম্য বাড়ী অন্যান্য লোকের বাড়ী সহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়েছে। ২৫,০০০ টাকা নগদ, ১০,০০০ টাকার অলঙ্কার ১০,০০০ টাকার কাপড় চোপড় ও আসবাব পত্র লুণ্ঠিত হয় এবং মিলিটারির আদেশে সেইগুলি নষ্ট করা হয়। আমার মূল্যবান রেজেষ্টারি ও বেরেজেষ্টারি দলিল সবই ভস্মীভূত করা হয়। সিনিয়র সাব ইনস্‌পেক্টর একদল কন্‌ষ্টেবল লইয়া উক্ত গ্রামে আসে এবং লুঠতরাজ আরম্ভ করে, অধিবাসিদিগকে বেপরোয়াভাবে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। আহত ও নিহত সকলকেই জলে নিক্ষেপ করা হয়। অনেক আহত ব্যক্তি উপযুক্ত চিকিৎসা পাইলে হয়ত বাঁচিয়া যাইত।”

(১৩) মিঃ কৃষ্ণমনাচারি বলেন,

"জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে তাঞ্জোর ও কুম্ভকোণমে গুলি করা হয়। রামনাদে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে তিনটি গ্রাম পোড়াইয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগকে উৎপীড়ন করা হয়। লোকদিগকে মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ও বশে আনার জন্য মাদ্রাজ প্রদেশের বহু জেলায় পুলিশ জুলুম চলে।"

(১৪) মিঃ গোবিন্দ দেশমুখ বলেন,

"ভোর বেলায় নাগপুরের উপকণ্ঠ হইতে আগত গোয়ালাদিগকে মিলিটারিরা গুলি করে। তাহারা পাড়াগায়ের লোক, সান্ধ্য আইন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাহারা cycleএ দুগ্ধের ভাঁড় লইয়া যাতায়াত করে। যে গোয়ালা ভাঁড় লইয়া cycleএ যাতায়াত করে তাহাকে গুলি করায় কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

"নাগপুরে গোলমালের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন মিলিটারি পৌঁছিল তখন সেখানে কোন হাঙ্গামাকারী ছিল না। তবুও মিলিটারি এলো-মেলোভাবে গুলি করিতে আরম্ভ করে। আমি সর্ব্বাঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত এরূপ বহু লোককে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে গুলির সময়ে অনেকে নিজেদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, অনেকে দোকানে কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। সেই অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হন। শান্তি স্থাপনের পরও সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ী হইতে বাহির করে রাস্তা পরিষ্কার করিতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার ও উকিল ছিলেন। জজের ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পিয়নকে গুলি করিয়া মারা হয়।"

(১৫) মিঃ লালচাঁদ নাভালরায় বলেন, "দুইটি জিনিষ বিবেচনা করা দরকার; যখন জনতা উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন বলপ্রয়োগ আইন সঙ্গত। যখন কোন অফিসারের জীবন বিপন্ন হয় তখন তাহার গুলি চালান আইন সঙ্গত। বেত্রাঘাত বিশেষ ক্ষেত্রে আইন সঙ্গত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বর্ত্তমান ছিল কি না তাহা তদন্ত সাপেক্ষ।

"মিঃ এ্যানে ও হোম মেম্বার বলিয়াছেন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারি বিভাগ প্রকৃত প্রয়োজনাতিরিক্ত গুলি চালনা ও বল প্রয়োগের অভিযোগ তদন্ত করিবেন কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—পুনায় ১২ই আগষ্ট মিলিটারির বেপরোয়া গুলি চালনায় অন্য সকলের সহিত নির্দোষ গৃহকর্ত্রীগণ নিজেদের বাড়ীতে গুলির আঘাতে নিহত হন। তাঁহারা রাস্তায় কিংবা হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে ছিলেন না। মিঃ ম্যাগুলিক বোম্বাই আইন পরিষদের সভ্য। তিনি উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন। তিনি মিঃ এ্যানের বিবৃতি অনুসারে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করেন। তাহাতে কোন প্রতিকারই তিনি পান নাই। মিঃ এ্যানের বিবৃতির কি মূল্য আছে?"

(১৬) স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল মিঃ নিয়োগীর তদন্ত প্রস্তাবের বিপক্ষে বলেন, "পুলিশ জুলুমের অভিযোগ তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশ অভিযোগ হয় ভিত্তিহীন না হয় আংশিক সত্য কিংবা এক তরফা। নানদরবারে (১০ঘ দেখুন) পুলিশ লাঠি হাতে এক হাজার লোকের উত্তেজিত জনতার সম্মুখীন হয়। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে আদেশ দেয়, জনতা আদেশ পালন করে না, তখন পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। জনতা ঢিল ছোড়ে, সাব ইনস্পেক্টরকে চোখে ও পেটে ছোরা মারে। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট গুলি ছুড়িতে আদেশ দেন। ১৯ বার গুলি ছোড়া হয়। ইহাই প্রকৃত ঘটনা, শোভাযাত্রায় স্কুল-ছাত্র ছিল না। (এই তদন্ত কে করিয়াছে বা কি ভাবে হইয়াছে মিঃ ম্যাক্সওয়েল তাহার কোন উল্লেখ করেন না। এক তরফা গোপন তদন্তের উপর দেশবাসীর আস্থা নাই।) মিরাটের ব্যাপার গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত হয় নাই।

"৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৯ জন পুলিশ, ১৪ জন মিলিটারি অফিসার নিহত হইয়াছে। ১৩৬৩ জন পুলিশ ও ৭০ জন মিলিটারি আহত হইয়াছে। ১০৩ রেলওয়ে গাড়ী, ১৯২ থানা, ৪৯৪ গভর্ণমেণ্ট অট্টালিকা, ৩১৮ রেলওয়ে

ষ্টেশন, ৩০৯ পোষ্টাফিস, ১১,২৮৫ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ধ্বংস বা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

"১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ৬০,২২৯ জন লোক গ্রেপ্তার হয়, ১৮০০০ লোক ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা মতে অবরুদ্ধ থাকে, ৯০৪ জন নিহত হয়, ১৬৩০ জন লোক আহত হয়; (অবশ্য ইহা হইল সরকারি রিপোর্ট। সরকারি অত্যাচারের আসল সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক বেশী।)

"বিহারে কাটরা নামক স্থানে ১৫ই আগষ্ট ৫০০০ সশস্ত্র লোকের জনতা থানা আক্রমণ করে এবং গুলি করিবার পূর্ব্বে জনতা সাব ইনস্পেক্টারকে ও ৮ জন কনেষ্টবলকে আঘাত করে। সাব ইনস্পেক্টার অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এক জনকে হত্যা করা হয়, বাকী কনষ্টেবলদের নিরস্ত্র করিয়া সাংঘাতিকভাবে প্রহার করা হয়। সাব ইনস্পেক্টরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয় এবং থানা বাড়ী পোড়ান হয়। এইখানে যদি পুলিশ প্রথমেই গুলি করিত তবে ঘটনাটি এইরূপ হইত না।

"২৩শে আগষ্ট মুঙ্গেরে জনতা কতকগুলি লোককে, যাহারা জনতার সঙ্গে যোগদান করিতে চাহে নাই, ধরিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করে। জনতা তিন জনের একটি করিয়া চোখ বর্শার ফলা দিয়া উপরাইয়া দেয়, একজনের চোখ পোড়াইয়া দেয়, চারজনের আঙ্গুল কাটিয়া দেয়। বোম্বাইতে একটি বোমা বিস্ফোরণে পাঁচজন আহত হয়, পানধরপুর সহরে একটি বোমা বিস্ফোরণে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। আহমেদাবাদে রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণে তিনটি বালিকা আহত হয়।

(১৭) ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই বিহার পরিষদে আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে সরকারি কর্ম্মচারিদিগের অমানুষিক অত্যাচারের ব্যাপারে তদন্ত দাবি করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই সময়ে বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল। সেই সম্পর্কে ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন, "পাটনা সরকারি দপ্তরখানার সম্মুখে গুলি বর্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিগণ আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি মনে করি গুলি বর্ষণের সময় মানুষের জীবন লইয়া যেরূপ ছেলেখেলা

হইয়াছিল ও নিষ্ঠুর ভাবে অপব্যবহার হইয়াছিল সেরূপ আর কখনও হয় নাই।"

মিঃ রাম বিনোদ সিং (১নং ঘটনা দেখুন) এই প্রসঙ্গে বলেন, "একজন ভারতীয় অফিসারের কার্য্যাবলী চিরকালের জন্য কলঙ্ক হইয়া থাকিবে। এই অফিসার কংগ্রেস কর্মীদের মুখে মদ ঢালিয়া দিতে তাহার চাপরাশিকে আদেশ করেন এবং নাবাথপুর থানা এলাকায় জনতাকে অনুধাবন ও গুলি করিতে সৈন্যগণকে আদেশ করেন। এই বীরত্বব্যঞ্জক কার্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের অধীনেও এই রকম অফিসার দেখিয়া আমি দুঃখিত।"

মিঃ বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ বলেন, "একমাত্র দ্বারভাঙ্গা জেলাতে পুলিশের গুলিতে ৪৯ জন আহত হয়। দ্বারভাঙ্গার জজ সাহেব মিঃ সালিসবারি নিজ হাতে আইনের ভার গ্রহণ করিয়া মধুবনীর চরকা সংঙ্ঘের সমস্ত গৃহ ভস্মীভূত করিয়া দেন। তাহার আদেশে বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষিত হয়। একস্থানে ত্রিশ জন মহিলাকে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় ও নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়।" তিনি পরিষদে একটি বালিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্র পাঠ করেন "পত্রে কিরূপে পর পর চারজন সৈন্য বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাহার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।"

মিঃ বাসুদেব সিং বলেন, "কাটিহারের কিশোরী লাল কুণ্ডু এম, এল, এ মহাশয়ের অল্প বয়স্ক পুত্র জাতীয় পতাকা বহন করিবার অপরাধে গুলিতে নিহত হয়। মিঃ ট্যানব্রুকের অত্যাচারে সমস্ত সীতামারি মহকুমা বিভীষিকার রাজত্ব হয়। বহু লোককে দড়ি দিয়া ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া টানিয়া লওয়া হয়।"

উপরোক্ত Council of State ও Central Assemblyতে বিবৃত ঘটনাগুলি আমরা উল্লেখ করিলাম কারণ উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বশীল সভ্যগণ কর্তৃক উক্ত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। তাঁহারা প্রকাশ তদন্ত না করিয়া

কিংবা নিজে সন্তুষ্ট না হইয়া ঘটনা বিবৃত করেন নাই। ঘটনাগুলির সত্যতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যদিও ঘটনাগুলি যোগশূন্য তবুও উহাদের গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা উল্লেখ করিলাম। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে অন্য কতকগুলি স্থানের আগষ্ট বিপ্লবের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হইয়াছে।

সরকারি কর্মচারিদের উৎপীড়ন ও পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদ

আগষ্ট বিপ্লবের সময় অনেক ক্ষেত্রে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও গুলি বর্ষণ এবং পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বহু দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারি ও মন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই স্বীকৃতির ফলে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারির দুর্ভোগের সীমা ছিল না। অনেকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমরা দু'একটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিলাম। ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে জুলুমের অভিযোগ মোটেই ভিত্তিহীন নহে।

মামলার রায়ে জুলুমের স্বীকৃতি:—ঢাকাজাতি গুলি-চালনা মামলায় মিঃ এস্. কে. দাস্ নিম্নলিখিত রায় দেন:—"পুলিশ পলায়মান জনতার প্রতি ও যে কোন লোকের প্রতি গুলির পর গুলি চালাইতে লাগিল; বোধ হয় অন্য কেহ পলায়মান জনসাধারণের পশ্চাদ্ধাবনও করে। হাটখোলা থানা বাড়ীর দক্ষিণে একটি মৃত দেহ, থানার নিকটস্থ পুলের দক্ষিণে একটি মৃত দেহ, সতীশ বিশ্বাসের দোকানের সম্মুখে একটি ছোট বালিকার মৃত দেহ পাওয়া যায়। থানা হইতে এক মাইলের বেশী দূরে একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। হাটখোলার মৃত দেহটি একটি ভিখারীর। ইহা হইতে প্রমাণ পুলিশের গুলি চালনা বেপরোয়া, অনিয়ন্ত্রিত, কাপুরুষোচিত হইয়াছিল।" এইরূপ বহু মামলার রায়ে পুলিশ জুলুমের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ বহু মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ ফজলল হকের স্বীকৃতি ও পদত্যাগ :—বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলল হক একটি বিবৃতিতে স্বীকার করেন যে মেদিনীপুরে, ঢাকা জেলে গুলি বর্ষণ ব্যাপারে এবং নোয়াখালি জেলায় সানোয়া নামক স্থানে নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচারের ব্যাপারে সরকারি চাকরিয়ারা জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছে। সানোয়া ব্যাপারে অতিরিক্ত মহকুমা হাকিম একখানি টেলিগ্রামে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিবার অপরাধে বদলি হইয়া যান। বাংলার আইন পরিষদে সরকারি কর্মচারিদের বিশেষতঃ মেদিনীপুরের ব্যাপারে জুলুম ও উৎপীড়নের তদন্ত করিবার একটি কমিটি গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রধান মন্ত্রী তাহাতে সম্মতি দিয়া বলেন, "অভিযোগগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ অথচ নির্দ্দিষ্ট যে সম্পর্কিত কর্মচারিদের স্বার্থের জন্য এই তদন্ত করা দরকার।" তিনি তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্ট তদন্তের পক্ষপাতী ছিলেন না যদিও স্যার ম্যাক্সওয়েল ও মিঃ এ্যানে প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রত্যেক গভর্ণরই অভিযোগের তদন্ত করিবেন। এই মতভেদের জন্য ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হয়। ইহাতে বোঝা যায় গভর্ণমেণ্ট সরকারি কর্মচারিদের এই বিষয়ে উৎসাহ দান করেন।

বিহারের গভর্ণর স্যার টমাস ষ্টুয়ার্টের পদত্যাগ :—স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট (বিহারের গভর্ণর) ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাতে চাকরিতে ইস্তফা দেন। চাকরি ত্যাগের আসল কারণ অন্যরূপ। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ "হিন্দু" পত্রিকাতে পদত্যাদের কারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট বাহির হয়।

"'এখন দেখা যাচ্ছে স্যার টমাস সমস্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সারকুলার দ্বারা জানাইয়া দেন যে তাঁহারা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্য তাহাদের বিশ্বাস ও সদিচ্ছা অর্জ্জন করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাহারা পুলিশের জুলুমের সমস্ত অভিযোগ গুরুত্বের সহিত মনোযোগ দিবেন। আইন ভঙ্গতা ও হাঙ্গামা নিবারণের অজুহাতে পুলিশ লুণ্ঠন,

জোর জুলুম ও অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে—এই অভিযোগের ফলে যেন লোকের মনে তিক্ততা না থাকে।...লোকের মনে যদি না ধারণা হয় যে গভর্ণমেণ্ট নিম্নতম কর্মচারিদের উৎপীড়ন সত্যই সহ্য করিবে না তবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সফল হইবে না। কতকগুলি অফিসারের গুরুত্বপুর্ণ অভিযোগের তৎপরতার সহিত বিবেচনা করিবার অনিচ্ছা দেখিয়া গভর্ণর দুঃখ প্রকাশ করেন। স্যার টমাস কয়েক জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে যাহারা ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করিয়াছেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।"

অনেকের মতে গভর্ণরের এই সব কাজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনঃপুত হয় নাই। এই সব কারণে গভর্ণর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

মিঃ মুনের পদত্যাগ—মিঃ মুন আই, সি, এস পঞ্জাব গভর্ণরের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের দমননীতির নিন্দা করিয়া এক বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই পত্র Censorএ ধরা পড়ায় তাঁহাকে চাকরি ত্যাগ করিতে হয়।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই Statesman পত্রিকা এই বিষয় লেখে :— "মিঃ মুনের পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট বড় অস্বস্তিকর। পঞ্জাবের বিখ্যাত বংশীয়া উচ্চ শিক্ষিতা একজন প্রবীণ মহিলার গ্রেপ্তারের পর মিঃ মুন পঞ্জাবের একজন উচ্চ পদবিশিষ্ট অফিসারের নিকট হইতে অনুসন্ধানে জানিতে পান যে মহিলাকে নিম্নশ্রেণী কয়েদীভুক্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও জানেন যে গভর্ণমেণ্টের মতে আগষ্ট বিপ্লবের কংগ্রেসী অন্তরীণদের সম্বন্ধে খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে। মিঃ মুন মহিলার ভ্রাতার নিকট যিনি অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদবিশিষ্ট কর্মচারি একখানি পত্র দেন। এই পত্রে তিনি গভর্ণমেণ্টের নীতির সমালোচনা করেন। এই পত্র Censorএ ধরা পড়ার ফলে মিঃ মুনকে পদত্যাগ করিয়া পেন্সনহীন অবস্থায় বিলাতে ফিরিতে হয়।" বুরোক্রাসির কি মহিমা!

মিঃ আর্থার মুরের পদত্যাগ—মিঃ আর্থার মুর Statesman পত্রিকার

সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বাধীনমতাবলম্বী ও নির্ভীক লেখক ছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড লিনলিথগোর দমননীতির সমালোচনা করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। যতদূর জানা যায় গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় Statesman পত্রিকার স্বত্বাধিকারীগণ মিঃ মুরকে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জ্জির ঐতিহাসিক পদত্যাগ পত্র— ভারত-বরেণ্য নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ভারত গভর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রতিবাদে ও মন্ত্রীদের প্রত্যেক কাজে বাংলার গভর্ণরের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া গভর্ণরের কাছে ১৯৪২ সালে ১৬ই নভেম্বরে এক পত্র দেন। তাহাতে তিনি মেদিনীপুরের অফিসারদের জুলুম সম্বন্ধে ও গভর্ণমেণ্টের দমননীতির সম্বন্ধে ভীষণ প্রতিবাদ করেন:—

"প্রিয় স্যার জন,

আমার পদত্যাগের তুইটি কারণ:—প্রথমতঃ বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ও ভারত গভর্ণমেণ্টের নীতি আমি অনুমোদন করি না। দ্বিতীয়তঃ আপনি অকারণে মন্ত্রিদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছেন। আপনি বাংলায় বিশ্বাস ও সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করিতে পারিতেন। যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বহু পূর্ব্বে আপনি ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান দমন নীতির সংবাদ পাইয়াছিলেন তখন বিশ্বাস করিয়া প্রধান মন্ত্রী ছাড়া অন্য মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিতে সাহস করেন নাই যদিও আপনি অনেক সরকারি কর্ম্মচারিদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। আপনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর ৯ই আগষ্ট আমাদিগকে হয় ভারত গভর্ণমেণ্টের দমননীতি অনুমোদন করিতে না হয় মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগ করিতে বলেন। আপনি যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে আমাদিগের সাহায্য আশা করেন অথচ এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি আমাদিগকে বিশ্বাস ও পরামর্শ করিতে অস্বীকার করেন। আমার সেই সময় দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল ভারত গভর্ণমেণ্টের নিষ্ঠুর দমননীতি অবলম্বন না করিয়া সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক

মীমাংসা করা উচিত ছিল। আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বড়লাটকে সেই উদ্দেশ্যে পত্র দিই। ...ইহা এখন সুস্পষ্ট যে বর্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার সদিচ্ছা গভর্ণমেণ্টের নাই। ইত্যবসরে আমি বিশিষ্ট রাজনৈতিকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি বড়লাট আমাকে দেন নাই। (এখানে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের যুক্তি দেখান।)

"বর্তমান অচল অবস্থা অবসান করার দায়িত্ব ভারত সরকারের হস্তে। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা না দেওয়া হয় ততদিন পর্য্যন্ত অচল অবস্থার সমাধান হইবে না।

"...ইংরাজরা তাঁহাদের জন্মভূমিতে যেরূপ স্বাধীনভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে আমরা আমাদিগকে সেইরূপ স্বাধীনভাবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী বলিয়া মনে করি। ভারতীয়দের একতার অভাব ব্রিটিশের মিথ্যা অজুহাত।

"ব্রিটিশরা যদি Divide and rule এর পুরাতন খেলা না খেলিয়া প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার মনস্থ করে তবে ভারতে সমস্ত দল নিজেদের স্বার্থের খাতিরে একত্র হইবে। আসল কথা ইংরাজরা যে কোন উপায়ে ভারতকে পরাধীন রাখিবে। পরাধীন জাতি কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রাণ দিয়া লড়াই করিতে পারে না। ভারত স্বাধীন হইয়া অন্যান্য স্বাধীন জাতির সহিত একযোগে এক্সিস্ শক্তির কবল হইতে মানব জাতিকে মুক্ত করিতে চায়।...সকলের চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে যখন ব্রিটিশ শক্তি এশিয়ার পুর্বাঞ্চলে ইহার অধীনস্থ বৃহৎ ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের মনে স্বাধীনতা রক্ষার নিরতিশয় আগ্রহ সঞ্চার করিতে না পারায় সেই সকল ভূমিখণ্ড ইহার হস্তচ্যুত করিতেছে তখন ভারতের ব্যাপারে সেই ভুল নীতি অনুসরণ করিবার একগুয়েমি দেখান হইতেছে। যদি নিজের দেশকে স্বাধীন দেখিবার ও বৈদেশিক প্রভুত্ব অবসান করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অপরাধ

হয় তবে প্রত্যেক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ভারতবাসীই অপরাধী। ভারতের অনেক শাসনকর্ত্তা ভারতের সহর ও গ্রামের রাস্তাঘাটে পঞ্চমবাহিনীকে ঘুরিয়া বেড়াইতে স্বপ্ন দেখেন।...আমরা চাই আপনারা যথাসম্ভব শীঘ্র নিরাপদে নিজের দেশে চলে যান। এখন ইহা আপনাদের ভাবা কি যুক্তিসঙ্গত যে যে জাতি বিরাট ভূমিখণ্ড অধিকারের অতৃপ্ত বাসনা ও উগ্রম হৃদয়ে পোষণ করে সেই নূতন (জাপানী) প্রভুকে আমরা ভারতে আহ্বান করিব? আমরা এই ভারত-ভূমিকে আমাদের নিজস্ব করিতে চাই এবং আমরাই ইহাকে শাসন করিতে চাই। ...ইংরাজরা ভারতের হিতৈষী অছিস্বরূপ—এই নীতির মুখোস খুলিয়া গিয়াছে এবং আপনারা আমাদের চক্ষে আর ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না।...

"ভারতবাসী যদি মনে না করে তাহারা স্বাধীন এবং যে কোন মূল্য দিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে তবে ভারতবাসীকে চীন ও রাশিয়ার মত লড়াই করিতে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না—এই বিষয়টি ব্রিটিশরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

"স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিপ্লব দমন করিবার জন্য এই তিন মাস গভর্ণমেণ্ট দমননীতির শাসন চালাইয়াছে।...**এই তিন মাসে জনসাধারণ বুলেটের ভয় হারাইয়াছে**। ভারতকে পদানত রাখিবার পরবর্ত্তী কি উপায় হইবে? আজ ভারতের সর্ব্বত্র অসন্তোষ ও তিক্ততা বিরাজ করিতেছে। একটা নিরস্ত্র ও আত্মরক্ষার উপায়হীন জাতির সহিত লড়াই করা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সোজা কাজ। আজ অনেক ব্রিটিশ প্রতিনিধি-বক্তা মনে করেন বর্তমানে ভারতবর্ষ কিংবা ইহার কোন অংশ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। যদি তাঁহাদের এই বিশ্বাস হয় তবে ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হ'ক এবং সমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ হ'ক। ঘটনা বিপর্য্যয়ে জনসাধারণ এত সম্পূর্ণভাবে হতাশ হইয়াছে যে বর্তমান অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাইতে তাহারা যে কোন পরিবর্তন সাদরে অভ্যর্থনা করিবে।

"রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাবে ভারতীয়দের সদিচ্ছা ও সাহায্য অবিশ্বাসে ও তিক্ততায় পরিণত হইয়াছে। আমি একথা বলছি না যে গত তিন মাসের বিবেচনাহীন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়ন করিবে। অরাজকতা বন্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাই একমাত্র সমস্যা নয়।... আপনারা ভারতীয় অসন্তোষের গোড়ার কারণ বুঝিতে পারেন নাই। যদি ভারতে শান্তি স্থাপন করিতে.হয় তবে **স্বাধীনতার ক্ষুধা মিটাইতে হইবে।** ভারতের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গঠন মূলক নীতি অবলম্বন না করিয়া কেবল শক্তির সাহায্যে অরাজকতার বহিঃপ্রকাশ প্রতিরোধ করিলে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিবাদ বাড়িয়া যাইবে। **ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত-বাসীকে শুধু বেয়নেটের ভয়ে পদানত রাখা যাইবে না।**

"'গত জুলাইতে লিখিত পত্রে আপনি যে প্রণালীতে বাংলা প্রদেশ শাসন করিতেছেন তাহাতে আমি আমার অসন্তোষ ও নৈরাশ্য জ্ঞাপন করিয়াছি। আপনি একটার পর একটা গুরুতর ভুল করিতেছেন। বাংলায় এই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের বৃহৎ অংশ দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। যে দল বা ব্যক্তি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে পরস্পরের প্রতি ভীষণভাবে বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণকল্পে একত্র মিলিত হইয়াছেন। বিলাতের ও ভারতবর্ষের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিরা হিন্দু-মুসলমানের এই সুদৃঢ় মিলন পছন্দ করেন না। আপনিও আমাদের এই মিলিত সহযোগিতায় সাড়া দেন নাই।...আপনি গোড়া হইতেই শাসনতন্ত্র মানিয়া চলেন নাই। আপনি সর্ব্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল অবিচক্ষণ স্থায়ী I. C. S. অফিসার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন।

"আপনি মন্ত্রীদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেন। আপনি মন্ত্রীমণ্ডলের সর্ব্ববাদিসম্মত অনেক প্রস্তাব যথা বাংলায় সৈন্য গঠন, হোম গার্ডকে জনপ্রিয় করণ, পার্লামেণ্টারিস সেক্রেটারি নিয়োগ, আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব লওয়া স্বত্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান্—প্রত্যাখান করিয়াছেন। আপনি পদে পদে

মন্ত্রীদের কাজে বাধা দিয়াছেন। নূতন অফিসার নিয়োগে আপনি মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। মন্ত্রীদিগের তাহাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে কাজ করিতে আপনি সুযোগ দেন না।

"আগষ্ট বিপ্লব দমনের নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ...গভর্ণমেণ্টের কোন রকমেই অফিসারগণকে জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতে কিংবা নির্দ্দোষী লোককে প্রহার করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ নয়, কিন্তু আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বেপরোয়া গ্রেপ্তার চলিয়াছে, নির্দ্দোষী লোককে প্রহার দেওয়া হইয়াছে এবং গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কদাচ প্রশংসনীয় উপায়ে অত্যাচার চালান হইয়াছে। ...আপনি বরাবরই উৎপীড়নের অভিযোগ তদন্ত করিতে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখান করিয়াছেন এবং সঠিক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিবার সহায়তা করিয়াছেন।

"মেদিনীপুরের কতকাংশে রাজনৈতিক আন্দোলন খুব সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। এই সব অপরাধীদের আইনসঙ্গত উপায়ে দমন করার বিরুদ্ধে কাহার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু জার্মাণির অধিকৃত অঞ্চলে যেরূপ নৃশংস দমনকার্য চলিয়াছিল সেইরূপ মেদিনীপুরে চলিয়াছে। **সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ দ্বারা শত শত গৃহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। হিন্দুদিগের বাড়ী লুঠ তরাজ করিতে মুসলমানদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল।** অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশই এই কার্য করিয়াছে। কলিকাতা হইতে এই আদেশ জারি করা হয় যে পুলিশ দ্বারা ঘরবাড়ী পোড়ান গভর্ণমেণ্টের নীতি নয়। আমার কাছে উপযুক্ত প্রমাণ আছে যাহার দ্বারা আমি দেখাইতে পারি যে ঐ আদেশ মান্য করা হয় নাই। এমন কি ১৬ই অক্টোবরের ঝড়ের পরও এবং তাহার এক পক্ষকাল পরে আমাদের সফরের পরও গৃহলুণ্ঠন ও গৃহদাহ চলিতে থাকে।

"গভর্ণমেণ্টের লোকদের এই সব অত্যাচার অতি ঘৃণিত। স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অরাজকতার সর্ব্বতোভাবে আমরা নিন্দা করি। কিন্তু এই অপরাধের

জন্য শান্তিরক্ষকদের নির্দোষী লোককে আতঙ্কগ্রস্ত ও উৎপীড়ন করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। **সরকার কর্তৃক এক পক্ষকাল ঝড়ের সংবাদ এবং সাহায্যের আবেদন গোপন রাখা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।** ঝড়ের পর কতকগুলি অফিসারের ঔদাসীন্য ও হৃদয়হীনতার তুলনা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে আমরা অভিযোগ পাইয়াছি যে বাড়ীর ছাদ বা গাছ হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নৌকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই (বঞ্চনানীতি: অনুসারে নৌকাগুলি পূর্ব্বেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল)। একজন ভদ্রলোক একটি হৃদয়বিদারক বিবরণ দেন। তিনি ও অন্যান্য ভদ্রলোক কয়েকজন নরনারী ও শিশুকে নিকটস্থ জলে নিমজ্জিত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে একখান ভাসমান নৌকা মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য অফিসারদের নিকট হইতে চান। এই প্রার্থনা সরাসরি নামঞ্জুর হয়। বিপদগ্রস্থ লোকগুলি জলস্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। ইহাদিগকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ঝড়ের পরও যে সকল অঞ্চলে জন সাধারণ সহযোগিতা করিতে চাহে, সেখানেও সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে।

"আমাদের হস্তক্ষেপেও কোন ফল হয় নাই। বন্যায় শতকরা ৭৫—৮৫ গবাদি পশু মারা যায়। বাকী দুগ্ধবতী সবৎসা গাভীগুলির অধিকাংশ ভারতরক্ষা আইনানুসারে সৈন্যদিগকে খাওয়াইবার জন্য জোরপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপ অমানুষিক নির্দ্দয়তার তুলনা মিলে না। একজন অফিসার গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠান যে বিপ্লবের জন্য লোকদিগকে স্থায়ী শিক্ষার দিবার উদ্দেশ্যে একমাস সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য বন্ধ রাখা উচিৎ। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে প্রেরিত প্রকৃত সাহায্যকারীগণকে ভারত রক্ষা আইনানুসারে আটক রাখা হয়। মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে এই সব অফিসারকে বদলি করা বা অভিযোগের তদন্ত করার কোন সম্ভাবনা নাই কারণ বলা হ'বে ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ইজ্জতের হানি হইবে।

"যতদিন না ঈশ্বরের কোপ বর্ষিত হয় ততদিন দেশের লোককে পুলিশের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

"মেদিনীপুরের কংগ্রেসসেবী সহ অধিকাংশ লোক শান্তি স্থাপন করিতে চাহে। জেলের ভিতরের ও বাহিরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে যদি সরকারী কর্মচারিরা সহানুভূতি ও বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন তবে আন্দোলন বন্ধ হইত এবং মেদিনীপুরবাসীরা গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য দানে ব্রতী হইত। স্থানীয় কর্মচারিদের শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং কলিকাতার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিভাগের প্রতিবন্ধকতার জন্য এক মাস সময় নষ্ট হইয়াছে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক আহার, আশ্রয়, ঔষধ, বস্ত্র ও পানীয় জলের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অত্যাচার, উ পীড়ন ও সাহায্য দানে উদাসীনতা খুব নিষ্ঠুর ও মারাত্মক ব্যাপার। কতকগুলি অফিসারকে জেলা হইতে বদলি না করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে না কিন্তু আমরা একবারে ক্ষমতাহীন। আপনিও এই বিষয়ে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। আপনি বাংলার গভর্ণর হিসাবে ঝড় ও বন্যাপ্রসূত অভূতপূর্ব্ব ক্ষতির জন্য সময়মত একটি সহানুভূতির বাণী দিতে পারিতেন না কি? নিরপেক্ষ তদন্তের আদেশ দিবার সৎসাহস কি আপনার আছে?

"পাইকারী জরিমানা ধার্যের নীতি কঠোর সমালোচনার যোগ্য। কেবল হিন্দুদের উপরই পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হয়। ইহা পুরাতন জিজিয়া করের ব্রিটিশ সংস্করণ। প্রধান মন্ত্রী এইরূপ কর ধার্য্যের বিরোধী এবং তিনি জরিমানা ধার্য্যের কয়েকটি নীতি প্রবর্তন করিতে চাহেন কিন্তু আপনি তাহাতে আপত্তি করেন। বেপরোয়াভাবে জরিমানার পরিমাণ ধার্য্য করা হইয়াছে। মোট ক্ষতির সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তের কাগজপত্র খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়াছি এবং জরিমানার পরিমাণের ভীষণত্ব আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি

যে কোন নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট সমস্ত কাগজপত্র উপস্থিত করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার রায় হইবে যে জরিমানা অর্ডিন্যান্স অনুসারে মোটেই ধার্যযোগ্য নয়, কিংবা জরিমানার পরিমাণ ক্ষতির পরিমাণের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।......

"প্রধান মন্ত্রীকে জানিতে না দিয়া অনেক ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছেন যে জরিমানা আদায় এক সপ্তাহ মুলতুবি রাখা হউক এবং মন্ত্রীদের সভায় জরিমানা আদায়ের নীতি বিবেচনা করা হইবে। মন্ত্রীদের সভার অনুষ্ঠান করিতে আপনার কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু আপনি অগ্রেই মন্ত্রীদের প্রতি অসম্মানজনক অসৌজন্য প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট স্পষ্টতার সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে অবিলম্বে জরিমানা আদায়ের জন্য আপনার নিজস্ব বিবেচনাংতে যে কোন উপায়েই হুকুম জারি করিবেন।

"বড়ই আশ্চর্য যে জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত বা জাতিগত বৈষম্য সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ে আপনি এই প্রদেশের জনগণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতি অসাধারণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া কার্য করিতেছেন। সহানুভূতি ও সদিচ্ছা বোঝবার আগ্রহ দেখাইলে বর্তমান কঠিন সঙ্কট অবস্থা অনেকটা প্রশমিত হইত।

"আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা শত্রুকে (জাপানীদের) সাহায্য করিবে। সামরিক কোন ব্যাপার মন্ত্রীদের ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হয় না। আমরা এখনও আশা করি ভারতবর্ষ ও বাংলা সাফল্যভাবে রক্ষিত হইবে।"

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ভারতের একজন সর্ব্বজন বরেণ্য নেতা। তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাঁহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি।

ডাঃ মুখার্জ্জির পদত্যাগ পত্র হইতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ হয়—(১) বাংলায় Provincial Autonomy একটা বিরাট প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনানুসারে মন্ত্রীদের অনেক দায়িত্ব

আছে এবং তাহারা ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী। কিন্তু বাংলার গভর্ণর মন্ত্রীদের কোন পরামর্শই গ্রহণ করিতেন না। মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। অধস্তন I. C. S. অফিসারদের পরামর্শ অনুসারে বাংলার গভর্ণর কাজ করিতেন।

(২) আগষ্ট বিপ্লব দমনের জন্য কর্তৃপক্ষ বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয় তদন্ত করিতে সাহসী হন নাই। মনে হয় গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা এই বিষয় ইচ্ছামত উদাসীন ছিলেন।

(৩) ক্রীপস প্রস্তাবের মূলনীতি যে একটা ধাপ্পাবাজি তা বাংলা গভর্ণরের কার্য্যকলাপ হইতে বোঝা যায়। প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করা দূরের কথা, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনানুসারে যেটুকু ক্ষমতা মন্ত্রীদের ছিল তাহাও হাত ছাড়া করিতে গভর্ণর রাজি ছিলেন না।

স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ারের পদত্যাগ—মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের কয়েক দিনের মধ্যে বড়লাটের শাসন পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার পদত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ দিল্লী ত্যাগ করেন। তিনি মাত্র একমাস পূর্ব্বে এই নূতন কার্যে যোগদান করেন। তিনি বাহ্যতঃ পদত্যাগের যে কৈফিয়ত দেন তাহা সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই। সেই সময় শোনা যায় যে স্যার রামস্বামী তদানীন্তন ঘটনাবলীতে মনে খুব অশ্বস্তি বোধ করেন এবং অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য গান্ধীজীর অন্তরীণালয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়লাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু বড়লাট অনুমতি দেন নাই। যদি এই রিপোর্ট সত্য হয় তবে ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় প্রকৃত মিটমাটের জন্য বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্যদেরও কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টাতে বাধা সৃষ্টি করা হইত।

মিঃ চার্চ্চিলের দম্ভপূর্ণ বিবৃতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আবেদন—কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে দেশময় যে সঙ্গীন ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ খুব বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা দিল্লীতে ৯ই সেপ্টেম্বর সমবেত হইয়া অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য একটি যুক্ত আবেদন মিঃ চার্চ্চিল ও বড়লাটের কাছে পাঠান। মিঃ ফজলল হক, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, খান বাহাদুর আল্লা বক্স, মিঃ হবিবুল্লা (ঢাকার নবাব), সর্দ্দার বলদেও সিং, স্যার রাধাকৃষ্ণনান্, মিঃ জহিরুদ্দীন, ডাঃ আন্‌সারি প্রভৃতি গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ আবেদনে সহি করেন। আবেদনটি সংক্ষেপে এইরূপ—

"বর্ত্তমান যুদ্ধ এক পক্ষে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অপর পক্ষে শোষণ ও জাতিশ্রেষ্ঠতার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই যুদ্ধের গোড়া হইতে ভারতবর্ষ দাবি করিতেছে যে গ্রেট ব্রিটেন ভারতকে সমতা ও স্বাধীনতা দিবে, তাহাতে গ্রেট ব্রিটেনের নৈতিক মর্যাদা বাড়িবে। যে কোন কারণে গ্রেট ব্রিটেন তাহা এড়াইয়া যাইতেছে। মালয়ে, ব্রহ্মে, মিশরে ও আয়র্ল্যাণ্ডে ব্রিটিশ নীতির পরাজয় স্পষ্টই প্রমাণ করে যে যদি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তাহাদের নীতির সাফল্য দেখিতে চায় তবে ভারতবাসীর উৎসাহ ও সদিচ্ছা প্রয়োজন। ভারতবাসীর মনে করা দরকার যে তাহারা নিজেদের সম্মান ও স্বাধীনতা, তাহাদের ঘরবাড়ী রক্ষা করিতেছে। কংগ্রেস তাহার ন্যায্য দাবির কোন সাড়া না পাইয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের নীতির পরিবর্তন করিয়াছে কিন্তু সেই নীতি কার্যে পরিণত করার পূর্ব্বে তাঁহারা কারারুদ্ধ হন এবং সরকারের দমননীতি আরম্ভ হয়।

"আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের সন্তোষজনক মিলনের পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়া নহে। যুদ্ধের পরে যদি ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে এখন তা দিতে আপত্তি কেন? যুদ্ধকালে প্রধান রাজনৈতিক

দলের প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় সরকার যাহা যুদ্ধে সাহায্য করিবে তাহা গঠন করা হোক। সমস্ত বিবাদীয় বিষয় মুলতুবি রাখিয়া এখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হউক। ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিলে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করা হইবে। স্বাধীন ভারত শত্রুর সঙ্গে কোন সন্ধি করিবে না বরঞ্চ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। ভারতে ঘটনাবলী দ্রুত সাংঘাতিক পরিস্থিতির দিকে চলিতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রতি ভারতের এত তিক্তভাব দেখা যায় নাই। সময় থাকিতে আমরা ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীকে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থের খাতিরে এই সমস্যার সমাধান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

মিঃ চার্চ্চিলের কুখ্যাত বিবৃতি—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ও হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীর গ্রেপ্তারের ফলে যে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ১০ই সেপ্টেম্বর মিঃ চার্চ্চিল পার্লামেণ্ট একটি বিবৃতি দেন। প্রধান মন্ত্রী হইবার পর এই প্রথম তাঁহার ভারত সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি। এই বিবৃতি অসত্য ও ভ্রমাত্মক উক্তিতে পূর্ণ, ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য-পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশক, দমননীতির পোষক, নেতৃবৃন্দের উপরোক্ত আবেদনে স্পর্দ্ধাপূর্ণ প্রত্যুত্তর। ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের পরিবর্ত্তে এই বিবৃতি ভারতবাসীর মনের তিক্ততা ও নৈরাশ্য আরও বর্দ্ধিত করে। বিবৃতিটি এইরূপ :—

"(১) ভারতের ঘটনাবলীর দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং অবস্থা মোটের উপর আশাপ্রদ। (২) ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষিত ক্রীপস প্রস্তাবের মুলবিষয়ই ব্রিটিশের ভারতীয় নীতির ভিত্তি। এই নীতি এখনও পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য রহিয়াছে। (৩) কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা অধিকাংশ ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে না, এমন কি ইহা হিন্দু জনসাধারণেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। ইহা মাত্র একটি দলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকজন শিল্পী ও ধনীর সাহায্যপুষ্ট।

ব্রিটিশ ভারতের ৯ কোটি মুসলমান যাহাদের নিজেদের মতামত প্রকাশের অধিকার আছে (এই সময়ে একজন সভ্য Nonsense বলেন), ৫ কোটি তথাকথিত অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতি যাহাদের উপস্থিতিতে ও ছায়ায় তাহাদের হিন্দু সমধর্মী-গণ নিজেদের অপবিত্র মনে করে, ৯½ কোটি ভারতীয় করদ রাজ্যের প্রজা যাহাদের সহিত আমরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ—এই তিন দলে মোট ২৩½ কোটি লোক কংগ্রেসের বাহিরে এবং ইহাদের সহিত কংগ্রেসের মূলগত পার্থক্য আছে। হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে বহু লোক কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির নিন্দাবাদ করেন। তাহাদিগকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। এই মৌলিক বিষয়-গুলি স্বীকার না করিলে ভারতীয় সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। (৪) মিঃ গান্ধী যে অহিংস নীতি এতদিন প্রচার করে আসছেন এবং যাহা কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হয় নাই, সেই অহিংস নীতিকে কংগ্রেস অনেক বিষয়ে ত্যাগ করিয়াছে। কংগ্রেস স্পষ্টতঃ রেল ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, দোকান লুণ্ঠন ও পুলিশ দল আক্রমণ করিবার জন্য বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পরিকল্পনা করিয়াছে। (৫) এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য-অন্ততঃ ফল হ'বে, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটান।

(৬) ইহাও হতে পারে যে জাপানী পঞ্চম বাহিনী কংগ্রেসের এই সব কার্যকলাপে ব্যাপকভাবে বিশেষতঃ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সম্পর্কে সাহায্য করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে বাংলাকে আসাম সীমানায় রক্ষায় নিযুক্ত ভারতীয় বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় আক্রমণ করা হইতেছে।

(৭) এমতাবস্থায় বড়লাট ও ভারত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদের (যাহার অধিকাংশ সভ্য ভারতীয় এবং যাহারা দেশ-হিতৈষী ও বিচক্ষণ) সর্ব্ববাদিসম্মত অনুমোদনক্রমে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি শত্রুতা ও অপরাধমূলক পন্থা অবলম্বন করায় উহাদিগকে বে-আইনী ঘোষণা ও দমন করেন। মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য প্রধান নেতাগণকে সব রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের

ব্যবস্থা সহ আটক রাখা হইয়াছে এবং সকল রকম বিঘ্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা করা হবে।

(৮) ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী ব্যতীত যে সকল সামরিক জাতির উপর ভারত রক্ষার ভার নির্ভর করিতেছে সুখের বিষয় সেই জাতির উপর কংগ্রেসের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নাই। ভারতে বাধ্যতামূলক সামরিক ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ১০ লক্ষ লোক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। (আগষ্ট বিপ্লবের) গত দুই মাসেই যখন কংগ্রেস ভারত সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতেছে তখন ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোক Volunteer হইয়া তাহাদের মাতৃভূমি রক্ষার্থে সম্রাটের সাহায্যার্থে আগুয়ান হইয়াছে। এখন ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায় কংগ্রেস সৈন্যদিগকে বশে আনিতে পারে নাই বা আন্দোলন প্রবাহে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। কংগ্রেস ভারতীয় কর্ম্মচারিদিগকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ভারতের বিরাট জনসাধারণ এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। (৯) ভারতবর্ষ ইউরোপের মত প্রায় বড় মহাদেশ, ইউরোপের চেয়েও জনসংখ্যা বেশী।

(১০) ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষ শাসন করে। ৬০০ এর কম ব্রিটিশ I.C.S. আছে। (১১) পাঁচটি প্রদেশে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ শাসন চালাইতেছে। গ্রামে ও সহরে বহুলোক বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যোর্থে দাঁড়াইয়াছে। (১২) যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। খুব অল্পসংখ্যক জীবন নাশ করিয়া গৃহদাহ ও গৃহলুণ্ঠন দমন করা হইয়াছে। এই বিরাট দেশে ৫০০ এরও কম লোক হত্যা হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যের কয়েকটি মাত্র বিগ্রেড্ বেসামরিক শক্তিকে সাহায্য করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশ সাফল্যের সহিত হাঙ্গামাকারিগণকে দমন করিয়াছে। বীর ভারতীয় পুলিশ দল ও ভারতীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ যাহাদের ব্যবহার উচ্চ প্রশংসার যোগ্য তাহাদিগকে আনুগত্য ও দৃঢ়তার জন্য আপনারা বাহবা দিতে বলিবেন ইহা আমি নিশ্চিত জানি। সংক্ষেপে বলা যায় যে কংগ্রেস দলের হিংস্র কার্য্যাবলী

হইতে একটি ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেস অপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। বড়লাট যে দৃঢ় অথচ নিয়ন্ত্রিত নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে নীতিতে ভারতীয়দের জীবন রক্ষা হইতেছে এই গভর্ণমেণ্ট (ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট) সেই নীতিকে সমর্থন করিতেছে। ভারতে বহু সৈন্য পৌছিয়াছে। এখন ভারতে যত শ্বেত সৈন্য আছে পূর্ব্বে কখনও এত ছিল না। অতএব ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় অকারণ ভয় বা নৈরাশ্যের কারণ নাই।"

চার্চ্চিলের উক্তি ভ্রমাত্মক :—(১) ১০ই সেপ্টেম্বরে চার্চ্চিলের বিপ্লবাত্মক কার্য্যের কোন প্রশমন দেখা যায় নাই। বিবৃতির দিনও বহুস্থানে ধ্বংসাত্মক কার্য পুরাদমে চলিতেছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত আগষ্ট বিপ্লবের ঘটনার সহিত তারিখ মিলাইলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন বিপ্লবের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। (২) ক্রীপস প্রস্তাব ভারতের ও ব্রিটেনের পক্ষে বিপজ্জনক।

(৩) ক্রীপসই স্বীকার করেন যে কংগ্রেস ভারতে প্রতিনিধিমূলক বৃহৎ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমানে Cabinet Missionও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য ক্রীপস ও Cabinet Mission কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দুয়ারে বহুবার ধর্ণা দিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ব্যবসাদার বা শিল্পপতি নহেন। কংগ্রেসের মধ্যে বহু শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোক চারি আনার সভ্য আছেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের সভ্য। মোমিন, অর্হর, আজাদ, জামিয়ৎ উলেমা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেসের বিরোধী নন। মোমিনরাই সংখ্যায় ৪২ কোটি। এই সকল মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান, অস্পৃশ্যদের প্রতিষ্ঠান, হিন্দু মহাসভা, শিখ প্রতিষ্ঠান ও খৃষ্টান প্রতিষ্ঠান ক্রীপস প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। সকলেই কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেছেন। মুসলীম লীগ কংগ্রেস বিরোধী বটে কিন্তু উহাও ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। লীগ ও কংগ্রেস উভয়েরই লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা।

(৪) কংগ্রেসীদল কেবল বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হিংস নীতি সমর্থন করে। অন্যান্য বিষয়ে কংগ্রেস অহিংস ছিল। আগষ্ট আন্দোলনের জন্য

কংগ্রেস মোটেই দায়ী নয় কারণ তখন নেতারা সব কাবারুদ্ধ। কংগ্রেস কোন কালেই ভারত রক্ষার ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায় নি। আগষ্ট বিপ্লবের জন্য কংগ্রেস যে দায়ী বা বিপ্লব পঞ্চম বাহিনীর কার্য তাহার কোন প্রমাণ চার্চ্চিল উল্লেখ করেন নাই। বিপ্লব আরম্ভের পূর্ব্বেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। (৫) উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের সামরিক পাঠান জাতি কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে। এই প্রদেশ মুসলমান প্রধান হইলেও কংগ্রেস সমর্থক। (৬) উদরান্নের জন্য বেতনের বিনিময়ে যারা যুদ্ধ করে তারা Volunteer নয়। কংগ্রেস সৈন্যসংগ্রহে বাধা দেয় নি, বরং জহর লাল ১০ লক্ষ Volunteer সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই। ভারতবর্ষ রাশিয়া বাদে ইউরোপের সমান।

(৭) এগারটার মধ্যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডল ছিল কিন্তু তাঁহারা ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতার দাবির অস্বীকারের কারণে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। জাতীয় ভাবের জন্য বাংলার হক মন্ত্রীমণ্ডল স্যার জন হার্ব্বার্ট কর্তৃক বে-আইনীভাবে পদচ্যুত হন।

(৮) বহু তথাকথিত অস্পৃশ্য কংগ্রেসের সভ্য। মহাত্মার অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বা উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন সম্প্রদায় তাহা করে নাই। মহাত্মা নিজের জীবন হরিজনদের কার্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। (৯) দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এত দরদ উথলে উঠছিল যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে তাহাদিগের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে বলা হয়েছে রাজারাই সর্ব্বে সর্ব্বা। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের রাজনৈতিক অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। বহু প্রজা কংগ্রেসের সভ্য। অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেসের শাখাকমিটি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতীয় রাজ্যের প্রজা-সম্মেলনে কংগ্রেস নেতারা সভাপতিত্ব করেন। কাজেই দেশীয় রাজ্যের প্রজারা কংগ্রেসের বাহিরে এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল।

(১০) কংগ্রেস এই হিংসাত্মক বিপ্লব কোন দিনই সমর্থন করে নাই। কংগ্রেস প্রস্তাবে ইহার ঘুণাক্ষরে কোন আভাষ নাই। (১১) ব্রিটিশ সিভিলিয়নরাই যদিও তাহাদের সংখ্যা কম তাহারাই ভারতকে শাসন করিতেছেন। ভারতীয় অফিসাররা তাহাদের হুকুম তামিল করেন। এমন কি মন্ত্রীদেরও কোন ক্ষমতা নাই। (১২) যদিও বড়লাটের অধিকাংশ সভ্যই ভারতীয় কিন্তু তাঁহারা বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হন; তাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি নন বা তাঁহারা পরিষদের কাছে দায়ী নন।

চার্চ্চিলের বক্তৃতায় বিদেশে ও ভারতে বিক্ষোভ

(১) মিঃ সিন্‌ওয়েল (পার্লামেন্টের সভ্য) পার্লামেন্টে বলেন, "আমরা সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষার বিষয় নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি কোটি কোটি লোককে নিরাশ ও বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।"

(২) London Times বলে, "যেমন শুধু কংগ্রেসের মত লইয়া কোন মীমাংসা সম্ভবপর নয় তেমন ইহাও সমান সত্য যে কংগ্রেসের মত অস্বীকার করিলেও কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার দাবী যাহা কংগ্রেসের মূল নীতি তাহাও অন্যান্য সকল প্রধান রাজনৈতিক দলেরও দাবী। যে মুহূর্ত্তে শত্রু ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে সেই সময়ে সমস্ত ভারতবাসীর শুভেচ্ছা অর্জ্জন করা অত্যন্ত জরুরী কাজ।"

(৩) Economist (ব্রিটিশ সংবাদপত্র) বলে, "কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জেলে প্রেরণ এবং কঠোর নীতি অবলম্বন মিলনের আদর্শ উপায় নয়। প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার বিষয় বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী বলিতে ভুল করিয়াছেন যে ক্রীপস প্রস্তাব শুধু কংগ্রেস দল নয় সকল দল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নূতন ভাবে আলাপ আলোচনা চালাইবার পক্ষে সাম্প্রদায়িক মীমাংসার জন্য রাজা গোপাল আচারিয়া ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সহানুভূতি ও উৎসাহের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিৎ।

(৪) Civil and Military Gazette (ব্রিটিশ সংবাদপত্র) বলে, "প্রত্যেক খাঁটি জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী, যাহাদের মধ্যে অনেকে ব্রিটেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত এবং মিত্র পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে নিঃসন্দেহরূপে আগ্রহান্বিত, তাহারা মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতা প্রসঙ্গে সত্যই বলিতে পারেন যে ভারতবাসীরা রুটি চাহিয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে পাথর পাইল।

"ভারতের অগণিত লোকসংখ্যা হইতে যাহারা কংগ্রেসের অনুগামী নহে এই রকম লক্ষ লক্ষ লোক বাদ দিয়া অবশিষ্ট সামান্য লোককে কংগ্রেস ভক্ত দেখাইয়া কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা নির্ব্বোধের মত কূটতর্ক করার সামিল। ৯ কোটি মুসলমান, ৫কোটি অস্পৃশ্য এবং দেশীয় রাজ্যের ৯১/২ কোটি প্রজা যাহাদিগকে মিঃ চার্চ্চিল অকংগ্রেসী মনে করেন তাহাদিগের সঙ্গে ২০ কোটি রাজনৈতিক চেতনা-শূন্য লোকদিগকে যোগ করিয়া তিনি এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন যে ৪০ কোটি লোকের মধ্যে কংগ্রেসের মোটেই অনুচর নাই। প্রধান মন্ত্রী প্রতিনিধিমূলক জাতীয় সরকার গঠনের অনুমতি দিয়া বহু বিজ্ঞ জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর আকাঙ্খা পূরণ করিতে পারিতেন। ইহা করিলে ভারতবাসীর মনের সন্দেহ দূর হইত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছেন।"

(৫) New Statesman and Nation বলেন, "এই সঙ্কট মুহূর্তে ভারত রক্ষার জন্য ভরতীয় সরকার গঠনই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রথম উদ্দেশ্য। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের ভারত ত্যাগের সময় ব্রিটিশের সদিচ্ছায় সকলেই বিশ্বাস করিত; কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতার পর সকল শ্রেণীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশের আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবে। একমাত্র ব্রিটিশ নীতির আশু পরিবর্ত্তন এই ধারণা দূর করিবে।

"ভারতে জাতীয় সরকার আবশ্যক এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলে জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব—এই বিষয়ে ভারতের সকল দল ও ব্যক্তি

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই এক মত। ...এই সরকার জাতীয় সরকার হওয়া চাই শুধু বড়লাটের শাসন পরিষদ হইলে চলিবে না।"

(৫) Manchester Guardian বলে "প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি গভর্ণমেণ্টের বিবৃতিকেই প্রতিবাদ করিয়াছেন,...যদি মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতিই ভারতের সমস্যা সমাধানের শেষ কথা হয় তবে গ্রেট ব্রিটেনে ও যুক্ত রাষ্ট্রে গভীর নৈরাশ্য সৃষ্টি করিবে। যদি জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব হয় তবে আমাদের বলবার কি আছে! অনেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন কিন্তু বড়লাট অনুমতি দিতেছেন না, ইহা বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়।"

(৬) হিন্দু মহাসভার স্পেশাল কমিটির বিবৃতি—"মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি রাজনৈতিক জ্ঞানের শোচনীয় অভাবের পরিচায়ক। ইহা সমগ্র ভারতব্যাপী গভীর প্রতিবাদ সৃষ্টি করিবে। সমস্যার আসল কথা এই যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে চায় কিনা? ক্রীপস প্রস্তাব আমাদের কার্যতঃ কিছুই দেয় নাই। আমরা চাই মিঃ চার্চ্চিল মধ্যকালীন জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা রচনা করুন।...দমননীতি ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে।...মিঃ চার্চ্চিল আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিগণ লইয়া ভারতবর্ষের অবস্থা নিজে পরিদর্শন করুন।"

(৭) মিঃ সাপ্রু ও মিঃ জয়াকরের যুক্ত বিবৃতি:—"আমরা গভীর নৈরাশ্য ও উদ্বেগের সহিত মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি ও মিঃ আমেরির বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি। এই বিবৃতি ভারতীয় অবস্থাকে আরও খারাপের দিকে লইয়া যাইবে।... মিঃ আমেরি বলিয়াছেন ষ্ট্যাফোর্ডের ভারত ত্যাগের পরই স্পষ্ট বোঝা গেল মিঃ গান্ধীর প্রেরণায় কংগ্রেস বর্তমান গভর্ণমেণ্টকে বিকল করিবার ও অমান্য করিবার নীতির দিকে ঝুঁকিতেছেন"। এখন দেশের লোক জানতে চায় গভর্ণমেণ্ট ইহা নিবারণ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? মিঃ চার্চ্চিলের মতে যদি কংগ্রেস অগণিত ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব না করে তবে এই সঙ্কট

জনক সময়ে (অর্থাৎ বিপ্লবের তিন মাসে) হিন্দুমহাসভা, মসলেম লীগ বা অন্য রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করা হয় নাই কেন? মিঃ ক্রীপ্‌স দিল্লীতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসার দরকার। যদি সে আশা না থাকে তবে কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। তবে মিঃ চার্চ্চিল কংগ্রেসের অপ্রতিনিধিত্বের বিষয় কি করিয়া বলেন?

"বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সভ্যের সংখ্যা লইয়া কোন তর্ক উঠে নাই। তাদের কি ক্ষমতা আছে তাহা লইয়া তর্ক। বড়লাটের ক্ষমতা ত্যাগের কোন প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয় নাই। বলা হইয়াছে যে ভারতীয় মন্ত্রীদিগের পরামর্শ বড়লাট গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। যদি ইহা সত্য হয় যে বড়লাট Constitutional Monarch হিসাবে কাজ করিবেন তবে তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে বাধা কি তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।...যে সব দলের কথা মিঃ চার্চ্চিল এখন খুব জোর গলায় বলিতেছেন পূর্ব্বে এই সকল দলের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয় নাই।

"ভারতের গভর্ণমেণ্ট কিংবা হোয়াইট হলের রাজনৈতিক চেতনা বা দুরদৃষ্টি নাই বলিয়াই ভারতে ইহা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহারা এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন যে এই বিরাট আন্দোলন স্বতোপ্রণোদিত নহে, ইহা মিঃ গান্ধীর লুপ্ত মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মাত্র। ইহা মোটেই সত্য নয়। সকলেরই মনে সত্য সত্যই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।

"ভারত গভর্ণমেণ্ট ও তাহার পরামর্শ দাতাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ভ্রমপূর্ণ। ভারত গভর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বেসরকারি মতকে গ্রাহ্যই করে না। এমন কি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা হয় নাই। এই আন্দোলন কি এড়ান যাইত না? মিঃ গান্ধীর বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করা হ'ল কেন? বড়লাটের উপযুক্ত কাজ ছিল মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করা।...আমরা যেমন মিঃ গান্ধীকে তাঁহার আন্দোলনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া

ছিলাম, তেমন বড়লাটকে একটা Conference আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা দুইটি কাজেই অকৃতকার্য হই। এটা আমরা না ভাবিয়া পারিতেছি না যে যদি সঙ্কট জনক মুহূর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট সকলের মত সংগঠন করার চেষ্টা করিত এবং জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিত যে জনমতকে গ্রাহ্য করিবার মত দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহারা সচেতন তবে এই অবস্থা এড়ান যেত। ...সমস্ত ভারতবাসীকে বিদ্রোহী ভাবা যায় না। কেবল প্রকৃত বা কাল্পনিক রাজভক্তদিগের সহিত ব্যবহার করা রাজনৈতিক সমস্যা নহে। বিদ্রোহীদিগকে নিজের মতে আনা দরকার। ব্রিটিশ ইতিহাসে বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে আলোচনা করিয়া স্বমতে আনার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের একজনার একটি বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। এইরূপ উপলক্ষে একদা একজন মহানুভব বড়লাট পরোলোকগত মিঃ সি, আর, দাস (তখন কারাবদ্ধ) সম্বন্ধে কোনও ব্রিটিশ অফিসারকে বলিয়াছিলেন, "মনে রাখবেন আজ যাঁরা সম্রাটের বন্দী, কাল তাঁরা সম্রাটের মন্ত্রী হতে পারেন এবং আজ যাঁরা মন্ত্রী কাল তাঁরা বন্দী হতে পারেন।"

এই সকল অবস্থায় মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ এমেরির বক্তৃতা ভারতবাসীর মনে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টজনক ফল উৎপাদন করিবে।" ইহারা জাতীয় সরকারের গঠনের পরামর্শ দেন।

মিঃ আল্লাহ বক্‌খসের বিবৃতি—মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি পাঠে দৃঢ় ধারণা হয় যে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের ও ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সদিচ্ছা নাই। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের উপর সাম্রাজ্যবাদ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে ইচ্ছুক। ইহা ভারত ও মিত্রশক্তির স্বার্থের পক্ষে ভয়াবহ। সকল ভারতবাসী জানে যে সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও জাতিসম্পর্কিত বিভেদ ব্রিটিশেরই সৃষ্টি। মিঃ চার্চ্চিলের সংখ্যা লইয়া ভেল্‌কী দেখান এবং ব্যাপক অসন্তোষকে লঘু করার চেষ্টা ব্রিটিশ জনসাধারণকে প্রতারণা করিতে পারে কিন্তু যাহারা ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানে তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। বিবৃতিতে মিঃ চার্চ্চিল ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নূতন বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন।

"মিঃ চার্চ্চিল যে অভিযোগ করিয়াছেন যে ৯ কোটি মুসলমান স্বাধীনতা চায় না তাহার আমরা জোর প্রতিবাদ করিতেছি। মিঃ চার্চ্চিল নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে দমননীতি বর্ত্তমান সঙ্কটের কোন সমস্যা নয়।"

মিঃ আল্লাহ বক্‌খসের উপাধি ত্যাগ—মিঃ আল্লাহ বকস্ উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে নিম্নলিখিত পত্র দেন, "আমি O. B. E, ও খান বাহাদুর উপাধি ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি কারণ আমার ধারণা ও মত অনুসারে উপাধি আমি রাখিতে পারি না।...যুদ্ধবাধার গোড়াতেই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে মিত্রশক্তির যুদ্ধনীতি অনুসারে ভারতকে স্বাধীন করা হবে এবং স্বাধীন দেশ হিসাবে সে পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধে যোগদান করিবে।...ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা ও কার্য হইতে বোঝা যায় যে ভারতকে পদানত রাখা, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদকে এই কাজে লাগান এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে জাতীয় আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টর নীতি।

"মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি ভাল লোকের মনে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে। যখন তার বিবৃতিতে দেখা যায় ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছা ছিল না তখন আমি উপাধি দুটি রাখিতে পারি না। উহাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক মনে করি।"

মিঃ আল্লা বক্‌সের পদচ্যুতি—এই উপাধি ত্যাগের জন্য তাঁহার পদচ্যুতি হয়। সিন্ধুর গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হয় "মাননীয় সিন্ধু গভর্ণর আল্লা বক্সের উপাধি ত্যাগের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনায় যে আলোক সম্পাত হইয়াছে তাহাতে গভর্ণর এই জানাইতেছেন যে মিঃ আল্লা বকস আর গভর্ণরের আস্থাভাজন নহেন। সেই জন্য তিনি মন্ত্রীপদে আর বাহাল থাকিতে পারেন না।"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত